আদিপুস্তক

অর্থাৎ

মুসালিখিত প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। ২ পৃথিবী নির্জ্জন ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার গভীর জলের উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ব্যাপ্ত ছিলেন।

৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তিকে উত্তম দেখিয়া অন্ধকারহইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া ৪ দীপ্তির নাম দিবস, ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। ৫ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে শূন্য জন্মিয়া জলকে দুই ভাগে পৃথক্ করুক। ৭ ঈশ্বর এই রূপে শূন্যের সৃষ্টি করিয়া শূন্যের ঊর্দ্ধস্থিত জলহইতে শূন্যের অধঃস্থিত জলকে পৃথক্ করিলেন; তাহাতে সেই রূপ হইল। ৮ পরে ঈশ্বর ঐ শূন্যের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ জল এক স্থানে একত্র হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে তদ্রূপ হইল। ১০ তখন ঈশ্বর স্থলের নাম পৃথিবী, ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন, এবং তাহা উত্তম দেখিলেন।

১১ অপর ঈশ্বর কহিলেন, পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ ওষধি ও সবীজ ফলদায়ক নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল; ১২ অর্থাৎ পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ নানাজাতীয় ওষধি ও সবীজ ফলদায়ক নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল; তখন ঈশ্বর সেই সকলকে উত্তম দেখিলেন। ১৩ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

১৪ অপর ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রিহইতে দিবসকে বিভিন্ন করণের নিমিত্তে আকাশমণ্ডলে জ্যোতির্গণ উৎপন্ন হউক; তাহা ঋতুর ও দিবসের ও বৎসরের চিহ্নস্বরূপ হউক; ১৫ এবং পৃথিবীতে আলো দিবার জন্যে দীপের ন্যায় আকাশমণ্ডলে স্থিত হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। ১৬ এই প্রকারে ঈশ্বর দিনের কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি ও রাত্রির কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি, এই দুই বৃহজ্জ্যোতির এবং নক্ষত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ১৭ পৃথিবীতে দীপ্তিদানার্থে এবং দিবারাত্রির কর্তৃত্ব করণার্থে এবং দীপ্তিকে ও অন্ধকারকে বিভিন্ন করণার্থে ১৮ ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশমণ্ডলে স্থাপন করিলেন; এবং ঈশ্বর সে সকলকে উত্তম দেখিলেন। ১৯ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হউক। ২১ তখন ঈশ্বর বৃহৎ মৎস্য প্রভৃতি যে২ নানাবিধ জলচর প্রাণিবর্গে জল পরিপূর্ণ আছে, তাহাদের এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর সেই সকলকে উত্তম দেখিয়া ২২ এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক। ২৩ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

২৪ অপর ঈশ্বর কহিলেন, পৃথিবীতে গ্রাম্য ও বন্য পশু ও কীট প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। ২৫ এই রূপে ঈশ্বর নানাজাতীয় গ্রাম্য ও বন্য পশুগণকে ও নানাজাতীয় ভূচর কীটগণকে সৃষ্টি করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন।

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্য আদমের (অর্থাৎ মনুষ্যের) সৃষ্টি করি; তাহারা জলচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং পশুগণের এবং তাবৎ পৃথিবীর ও ভূচর তাবৎ কীটগণের উপরে কর্তৃত্ব করিবে। ২৭ পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহার সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন। ২৮ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর, এবং জলচর মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও ভূচর জন্তুগণের উপরে কর্তৃত্ব কর।

২৯ ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি ভূতলে স্থিত তাবৎ সবীজ ওষধি ও তাবৎ সবীজ ফলদায়ি বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। ৩০ এবং ভূচর পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূমিস্থ কীট এই সকল প্রাণির আহারার্থে তাবৎ হরিদ্ ওষধি দিলাম; তাহাতে সেই মত হইল। ৩১ পরে ঈশ্বর আপন সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি

দৃষ্টি করিলে সকলকেই উত্তম দেখিলেন, এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ অধ্যায়।

১ এই রূপে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুবর্গের সৃষ্টি সাঙ্গ হইলে ২ ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্যহইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন। ৩ এবং ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ দিয়া পবিত্র করিলেন, যেহেতুক সেই দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করণরূপ আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন।

৪ সৃষ্টিকালে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর বিবরণ এই। যে সময়ে প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর ও আকাশের সৃষ্টি করিলেন, ৫ সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন তৃণ ছিল না, ও ক্ষেত্রের কোন ওষধি জন্মে নাই; কেননা প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি করান নাই, ও কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। ৬ পরে পৃথিবীহইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলাভিষিক্ত করিল।

৭ অপর পরমেশ্বর মৃত্তিকারেণুদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে সে সজীব প্রাণী হইল। ৮ পরে প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বদিক্স্থিত এদন্ নামক দেশে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে আপন সৃষ্ট ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। ৯ এবং প্রভু পরমেশ্বর ভূমিতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে অমৃত বৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। ১০ এবং উদ্যানে জলসেচন করণার্থে এদন্হইতে এক নদী নির্গত হইয়া ভিন্ন২ চতুর্ম্মুখ হইয়া গমন করিল। ১১ তাহার পীশোন্ নামক প্রথম নদী স্বর্ণোৎপাদক হবীলা দেশ সমূহকে বেষ্টন করিয়া গেল। ১২ ঐ দেশের স্বর্ণ অতি উত্তম, এবং সেই স্থানে রত্ন ও বৈদূর্য্য মণি জন্মে। ১৩ এবং তাহার গীহোন্ নামক দ্বিতীয় নদী সমস্ত কুশ্ দেশ বেষ্টন করিয়া গেল। ১৪ এবং তাহার হিদ্দেকল্ নামক তৃতীয় নদী অশূরিয়া দেশের পূর্ব্বদিক্ দিয়া গমন করিল। এবং তাহার চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ।

১৫ পরে প্রভু পরমেশ্বর আদমকে লইয়া ঐ এদনস্থ উদ্যানের কর্ম্ম ও তাহার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। ১৬ এবং প্রভু পরমেশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; ১৭ কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহা করিবা, সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।

১৮ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী থাকা মনুষ্যের ভাল নয়, আমি তাহার উপযুক্ত দোসর নির্ম্মাণ করিব। ১৯ প্রভু পরমেশ্বর মৃত্তিকাহইতে বনপশু ও খেচর পক্ষিগণকে নির্ম্মাণ করিলে পরে আদম্ তাহাদের কি২ নাম রাখিবে, তাহা জানিতে তিনি তাবৎ প্রাণিকে তাহার নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম্ যে প্রাণির যে নাম রাখিল, তাহার সেই নাম হইল। ২০ তৎকালে আদম্ সমস্ত পশু ও খেচর পক্ষি ও বন্য পশুদিগের নাম রাখিল, কিন্তু আদমের উপযুক্ত দোসর প্রাপ্ত হইল না। ২১ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাগ্রস্ত করিয়া সেই নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই ক্ষতস্থান পুরাইলেন। ২২ এবং প্রভু পরমেশ্বর আদমহইতে নীত সেই পঞ্জরদ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। ২৩ তখন আদম্ কহিল, এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম নারী রাখিতে হইবে, কেননা এ নরহইতে গৃহীতা হইয়াছে। ২৪ এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে। ২৫ ঐ সময়ে আদম্ ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।

৩ অধ্যায়।

১ প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর প্রাণিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্প খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ও গো, এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, ঈশ্বর কি এমত কথা তোমাদিগকে কহিয়াছেন? ২ তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানস্থ তাবৎ বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে পারি; ৩ কেবল উদ্যানের মধ্যস্থিত যে বৃক্ষ তাহার ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না এবং স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবা। ৪ তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবা না। ৫ কিন্তু ঈশ্বর জানেন, যে দিনে তোমরা তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। ৬ তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপনার মত নিজ স্বামিকে দিলে সেও ভোজন করিল। ৭ তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা আপনাদের উলঙ্গতার বোধ পাইয়া বটপত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধন করিল।

৮ পরে দিবাবসানে উদ্যানের মধ্যে গমনাগমনকারি প্রভু পরমেশ্বরের রব শুনিতে পাইলে আদম্ ও তাহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখহইতে বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। ৯ তখন প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? ১০ তাহাতে সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম। ১১ তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তো-

মাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? ১২ তাহাতে আদম্ কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম। ১৩ তখন প্রভু পরমেশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল, সর্প আমাকে ভুলাইলে আমি খাইলাম।

১৪ পরে প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইয়া বক্ষঃস্থল দিয়া গমন করিবা, এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা। ১৫ এবং আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব; তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবা।

১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ব্ভবেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহাতে তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বামির অধীনী হইয়া থাকিবা; সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে। ১৭ অনন্তর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি স্ত্রীর কথা শুনিয়া সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিলা, এই নিমিত্তে তোমার ক্লেশার্থে ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহার শস্যাদি ভোজন করিবা। ১৮ এবং তাহাতে শেয়াল কাঁটা ও নানা কণ্টকবৃক্ষ জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবা। ১৯ এবং যে মৃত্তিকাহইতে তুমি জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা; কেননা তুমি মৃত্তিকারেণু এবং পুনশ্চ মৃত্তিকারেণুতে লীন হইবা। ২০ পরে আদম্ আপন স্ত্রীর নাম হবা (জীবন) রাখিল, কেননা সে তাবৎ সজীব লোকের মাতা হইল। ২১ পরে প্রভু পরমেশ্বর চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আদমকে ও তাহার স্ত্রীকে পরিধান করাইলেন।

২২ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একের মত হইল; এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া অমৃত বৃক্ষের ফল পাড়িয়া ভোজন করিয়া অমর হয়। ২৩ এই নিমিত্তে প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে এদনের উদ্যানহইতে দূর করিয়া তাহার উৎপাদক মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। ২৪ অতএব তিনি মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিয়া অমৃত বৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিগে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গধারি স্বর্গীয় কিরুবগণকে রাখিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ অপর আদম্ আপন স্ত্রী হবাতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া কাবিল্ (লাভ) নামক এক পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, পরমেশ্বরের সাহায্যে আমার নরলাভ হইল। ২ পরে সে হাবিল্ (অলীক) নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিল; ঐ হাবিল্ মেষপালক, ও কাবিল কৃষক ছিল। ৩ অপর কালানুক্রমে কাবিল্ উপহাররূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভূম্যুৎপন্ন ফল উৎসর্গ করিল। ৪ এবং হাবিল্ আপন পালের প্রথমজাত কএক পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল, তাহাতে পরমেশ্বর হাবিলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন। ৫ কিন্তু কাবিলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্তে কাবিল্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণ্ণবদন হইল। ৬ তাহাতে পরমেশ্বর কাবিলকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিলা? ও কেন বিষণ্ণবদন হইলা? যদি সৎক্রিয়া কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবা না? ৭ আর যদি সৎক্রিয়া না কর, তবে পাপ দ্বারে থাকে। সে তোমার বশীভূত, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবা। ৮ অপর কাবিল্ আপন ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিল; পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কাবিল্ আক্রমণ করিয়া আপন ভ্রাতা হাবিলকে বধ করিল।

৯ অনন্তর পরমেশ্বর কাবিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভ্রাতা হাবিল্ কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমার ভ্রাতার রক্ষক কি আমি? ১০ তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিলা? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমিহইতে আমার প্রতি উচ্চৈঃস্বর করিতেছে। ১১ অতএব যে ভূমি মুখ ব্যাদান করিয়া তোমার হস্তদ্বারা হত ভ্রাতার রক্ত পান করিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি অভিশপ্ত হইলা। ১২ তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও সে আপন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে না; তুমি পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইবা। ১৩ তাহাতে কাবিল্ পরমেশ্বরকে কহিল, আমার অপরাধের ভার অসহ্য। ১৪ দেখ, অদ্য তুমি ভূতলহইতে আমাকে তাড়াইয়া দিলা, তাহাতে তোমার দৃষ্টিহইতে আমাকে লুকাইতে হয়; এই রূপে পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইলে যে আমাকে পাইবে, সেই আমাকে বধ করিবে। ১৫ তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, এই হেতুক কাবিলকে যে বধ করিবে, তাহার সাত গুণ দণ্ড হইবে; অনন্তর পরমেশ্বর কাবিলেতে এক চিহ্ন রাখিলেন, পাছে কেহ তাহাকে পাইলেই বধ করে।

১৬ অপর কাবিল্ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্ব্বদিগে নোদ্ নামক দেশে বাস করিল। ১৭ পরে কাবিল্ আপন স্ত্রীতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া হনোক্ নামে এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে কাবিল্ এক নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হনোক্ রাখিল। ১৮ ঐ হনোকের পুত্র ঈরদ্, ও ঈরদের পুত্র মিহূয়ায়েল্, ও মিহূয়ায়েলের পুত্র

মিথূশায়েল, ও মিথূশায়েলের পুত্র লেমক্। ১৯ ঐ লেমক্ দুই স্ত্রী বিবাহ করিল, এক স্ত্রীর নাম আদা ও অন্যার নাম সিল্লা। ২০ ঐ আদার গর্ব্ভে যাবল্ জন্মিল, সে তাম্বুগৃহবাসি পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। ২১ এবং যুবল্ নামে তাহার সহোদর বীণা ও বংশীধারি সকলের আদিপুরুষ ছিল। ২২ আর সিল্লার গর্ব্ভে তুবল্কাবিল্ জন্মিল, সে পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার অস্ত্র গঠিত; ঐ তুবল্কাবিলের নয়মা নাম্নী এক সহোদরা ছিল। ২৩ পরে লেমক আপন স্ত্রীদিগকে কহিল, হে আদে ও হে সিল্লে, তোমরা আমার কথা শুন; হে লেমকের ভার্য্যাগণ, আমার বাক্যে মনোযোগ কর; আঘাতের পরিশোধে আমি নরহত্যা ও প্রহারের পরিশোধে যুবধ করি। ২৪ যদি কাবিলের বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়, তবে আমার বধের প্রতিফল সাতাত্তর গুণ হইবে।

২৫ অনন্তর আদম্ পুনর্ব্বার আপন ভার্য্যা হবাতে উপগত হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেথ (বিনিময়) রাখিল। কেননা সে কহিল, কাবিল্ কর্ত্তৃক হত হাবিলের বিনিময়ে ঈশ্বর আমাকে আর এক পুত্র দিলেন। ২৬ পরে ঐ শেথের এক পুত্র জন্মিলে সে তাহার নাম ইনোশ্ রাখিল, তৎকালে লোকেরা পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৫ অধ্যায়।

১ আদমের বংশাবলির বিবরণ। যে দিনে ঈশ্বর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে তাহার সৃষ্টি করিলেন। ২ স্ত্রী ও পুরুষ করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এবং সেই সৃষ্টি দিনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আদম্ (মনুষ্য) এই নাম দিলেন। ৩ পরে আদম্ এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শেথ রাখিল। ৪ শেথের জন্মের পর আদম্ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ৫ সর্ব্বশুদ্ধ আদমের নয় শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

৬ পরে শেথ এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে ইনোশের জন্ম দিল। ৭ ইনোশের জন্মের পর শেথ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ৮ সর্ব্বশুদ্ধ শেথের নয় শত বারো বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

৯ ইনোশ্ নব্বই বৎসর বয়সে কৈননের জন্ম দিল। ১০ কৈননের জন্মের পর ইনোশ্ আট শত পোনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১১ সর্ব্বশুদ্ধ ইনোশের নয় শত পাচ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

১২ কৈনন্ সত্তর বৎসর বয়সে মহললেলের জন্ম দিল। ১৩ মহললেলের জন্মের পর কৈনন্ আট শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১৪ সর্ব্বশুদ্ধ কৈননের নয় শত দশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

১৫ মহললেল্ পয়ষট্টি বৎসর বয়সে যেরদের জন্ম দিল। ১৬ যেরদের জন্মের পর মহললেল্ আট শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১৭ সর্ব্বশুদ্ধ মহললেলের আট শত পঁচানব্বই বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

১৮ যেরদ এক শত বাষট্টি বৎসর বয়সে হনোকের জন্ম দিল। ১৯ হনোকের জন্মের পর যেরদ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২০ সর্ব্বশুদ্ধ যেরদের নয় শত বাষট্টি বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

২১ হনোক্ পয়ষট্টি বৎসর বয়সে মিথূশেলহের জন্ম দিল। ২২ মিথূশেলহের জন্মের পর হনোক্ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিল, এবং আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২৩ সর্ব্বশুদ্ধ হনোক্ তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিয়া ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিল। ২৪ পরে সে অন্তর্হিত হইল, কেননা ঈশ্বর তাহাকে লইয়া গেলেন।

২৫ মিথূশেলহ এক শত সাতাশী বৎসর বয়সে লেমকের জন্ম দিল। ২৬ লেমকের জন্মের পর মিথূশেলহ সাত শত বিরাশী বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২৭ সর্ব্বশুদ্ধ মিথূশেলহের নয় শত ঊনসত্তরি বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

২৮ লেমক্ এক শত বিরাশী বৎসর বয়সে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ (বিশ্রাম) রাখিল; ২৯ কেননা সে কহিল, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ভূমিতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ তদ্বিষয়ে এ আমাদের সান্ত্বনা জন্মাইবে। ৩০ নোহের জন্মের পর লেমক্ পাঁচ শত পঁচানব্বই বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ৩১ সর্ব্বশুদ্ধ লেমকের সাত শত সাতাত্তর বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল। ৩২ পরে নোহ পাচ শত বৎসর বয়সে শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দিল।

৬ অধ্যায়।

১ এই রূপে যখন পৃথিবীতে মনুষ্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও অনেক ২ কন্যা জন্মিল, ২ তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে পরম সুন্দরী দেখিয়া যে যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। ৩ অতএব পরমেশ্বর কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিবেন না, কেননা তাহারা পাপিষ্ঠ ও মাংসপিণ্ডমাত্র; তাহাদের সময়ের পরিমাণ এক শত বিংশতি বৎসর হইবে। ৪ তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীর ছিল, এবং মনুষ্যদের কন্যাগণেতে ঈশ্বরের পুত্র-

গণ উপগত হইলে পরে তাহাদের গর্ব্ভে যে ২ সন্তান জন্মিল, তাহারাই পূর্ব্বকালের প্রসিদ্ধ বীর।

৫ অপর পরমেশ্বর দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের ভাবৎ কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। ৬ অতএব পরমেশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যের সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত অনুতাপ করিয়া মনঃপীড়া পাইয়া ৭ কহিলেন, আমি ভূমণ্ডলহইতে আপনার সৃষ্ট মনুষ্যকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং মনুষ্যের সহিত পশু ও কীট ও খেচর পক্ষিগণকেও লোপ করিব; কেননা তাহাদের সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে। ৮ কিন্তু নোহ পরমেশ্বরের অনুগ্রহপাত্র হইল।

৯ নোহের বংশাবলির বিবরণ। ঐ নোহ তাৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সাধু লোক ছিল, এবং ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিত। ১০ এবং শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তাহার তিন পুত্র ছিল। ১১ তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্টা এবং দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা ছিল। ১২ অতএব ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সে ভ্রষ্টা হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ ভাবৎ প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছে। ১৩ তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণির অন্তিম কাল উপস্থিত, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা হইয়াছে; অতএব দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

১৪ তুমি গোফর্ কাষ্ঠদ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; এবং তাহার মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতরে বাহিরে ধুনা দিয়া লেপন কর। ১৫ সেই জাহাজের দৈর্ঘ্যতা তিন শত হস্ত, ও প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত, ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত; এই প্রকারে তাহার নির্ম্মাণ কর। ১৬ এবং তাহার ছাতের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখ, ও তাহার পার্শ্বে দ্বার রাখ, এবং তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ কর। ১৭ কেননা দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে নষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীতে জলপ্লাবন করিব, তাহাতে পৃথিবীর ভাবৎ প্রাণী প্রাণত্যাগ করিবে। ১৮ কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার এই নিয়ম স্থির করি; তুমি আপন পুত্রগণকে ও স্ত্রীকে ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবা। ১৯ এবং প্রাণবিশিষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী পুরুষ যুগ্ম ২ লইয়া প্রাণ রক্ষার্থে তাহাদিগকে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবা; ২০ ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার পক্ষী ও সর্ব্বপ্রকার পশু ও সর্ব্বপ্রকার ভূচর কীট এক ২ যুগ্ম হইয়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে যাইবে। ২১ এবং তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি তাবৎ প্রকার উপযুক্ত সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় করিবা। ২২ তাহাতে নোহ সেই রূপ করিল, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাবৎ কর্ম্ম করিল।

৭ অধ্যায়।

১ অপর পরমেশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে তোমাকেই সাধু দেখিতেছি। ২ তুমি শুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক যোড়া; ৩ এবং খেচর পক্ষিগণের স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত যোড়া ভূমণ্ডলেতে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে আপনার সঙ্গে লও। ৪ কেননা সপ্তাহের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি বৃষ্টি করাইয়া আমার সৃষ্ট তাবৎ প্রাণিকে পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন করিব। ৫ তখন নোহ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিল। ৬ নোহের ছয় শত বৎসর বয়সের সময়ে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।

৭ পরে জলপ্লাবনের ভয়ে নোহ ও তাহার স্ত্রী ও পুত্রগণ এবং পুত্রবধূগণ সকলে জাহাজে প্রবেশ করিল। ৮ এবং নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি ও অশুচি পশু ও পক্ষি এবং সর্ব্বপ্রকার ভূচর প্রাণির ৯ স্ত্রীপুরুষ যোড়া ২ হইয়া জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। ১০ পরে সপ্তাহ গত হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইতে লাগিল। ১১ নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহাসমুদ্রের সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গগণস্থ দ্বার সকল মুক্ত হইল। ১২ তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৩ সেই দিনে নোহ এবং শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক তাহার পুত্রগণ এবং তাহাদের সহিত নোহের স্ত্রী ও তিন পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিল। ১৪ এবং তাহাদের সহিত সর্ব্বজাতীয় বন্য পশু ও সর্ব্বজাতীয় গ্রাম্য পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর কীট ও সর্ব্বজাতীয় খেচর পক্ষী, ১৫ অর্থাৎ প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু যুগ্ম ২ হইয়া জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। ১৬ ফলতঃ তাহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সর্ব্বপ্রকার প্রাণির স্ত্রীপুরুষ যোড়া ২ হইয়া প্রবেশ করিল; পরে পরমেশ্বর দ্বার বন্ধ করিলেন।

১৭ অনন্তর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল, তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইলে জাহাজ মৃত্তিকা ছাড়িয়া ভাসিয়া উঠিল। ১৮ পরে ক্রমে ২ পৃথিবীতে অতিশয় জল বৃদ্ধি হইলে জাহাজ জলের উপরে ভাসিয়া গেল। ১৯ এই রূপে পৃথিবীতে অত্যন্ত জল বাড়িল; তাহাতে আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত তাবৎ মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল। ২০ ও তাহার উপরে পোনের হাত জল উঠিলে সকল পর্ব্বত মগ্ন হইল। ২১ তাহাতে পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু ও ভূচর প্রাণী ও মনুষ্য প্রভৃতি পৃথিবীনিবাসি তাবৎ প্রাণী মরিল। ২২ স্থলচর যত প্রাণির

নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলে মরিল। ২৩ এই রূপে ভূমণ্ডলনিবাসি তাবৎ প্রাণী, অর্থাৎ মনুষ্য ও পশু ও কীট ও আকাশীয় পক্ষি সকল লুপ্ত হইয়া পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ ও তাহার সঙ্গি জাহাজস্থ প্রাণিরা বাঁচিল। ২৪ এই রূপে পৃথিবী এক শত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত হইয়া রহিল।

৮ অধ্যায়।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাহার সঙ্গি পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে স্মরণ করিয়া পৃথিবীতে বায়ু বহাইলে জলের হ্রাস হইতে লাগিল। ২ ফলতঃ মহাসমুদ্রের উনুই ও গগণস্থ দ্বার সকল বন্ধ এবং আকাশের বৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে ৩ জল ক্রমে ২ ভূমির উপরহইতে সরিয়া গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল। ৪ তাহাতে সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে অরারট্ নামক পর্ব্বতের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। ৫ পরে দশম মাস পর্য্যন্ত জল ক্রমে ২ সরিয়া অপ্পতর হইল; ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ দৃশ্য হইল।

৬ অপর আরো চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপন নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া ৭ একটা দাড়কাককে উড়াইয়া দিল। তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরিস্থ জল শুষ্ক না হওন পর্য্যন্ত ইতস্ততো গতায়াত করিল। ৮ অনন্তর ভূমির উপরিস্থ জল হ্রাস পাইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যে নোহ আপনার নিকটহইতে এক কপোতকে উড়াইয়া দিল। ৯ তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলাচ্ছাদিত প্রযুক্ত কপোত পদার্পণের স্থান না পাওয়াতে জাহাজে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল; তখন নোহ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া জাহাজের ভিতরে আপনার নিকটে আনিল।

১০ তদনন্তর সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া জাহাজহইতে সেই কপোতকে পুনর্ব্বার উড়াইয়া দিলে ১১ সেই কপোত সন্ধ্যাকালে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল; তখন তাহার চঞ্চুতে জিতবৃক্ষের এক নবীন পত্র দেখিয়া নোহ বুঝিল, ভূমির উপরিস্থ জল হ্রাস পাইয়াছে। ১২ পরে সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া সেই কপোতকে উড়াইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার নিকটে আর ফিরিয়া আইল না। ১৩ নোহের বয়সের ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরিস্থ জল শুষ্ক হইয়াছিল; তাহাতে নোহ জাহাজের ছাত খুলিয়া অবলোকন করিয়া ভূতলকে নির্জ্জল দেখিল। ১৪ পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশ দিনে পৃথিবী শুষ্ক হইল।

১৫ পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, ১৬ তুমি আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজহইতে নির্গত হও। ১৭ এবং তোমার সঙ্গি পক্ষী ও পশু ও ভূচর কীট প্রভৃতি যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে আন; তাহারা পৃথিবীকে প্রাণিময় করুক, এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক। ১৮ তখন নোহ আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আইল। ১৯ এবং স্ব ২ জাত্যনুসারে প্রত্যেক পশু ও কীট ও পক্ষি প্রভৃতি ভূচর প্রাণী সকলে জাহাজহইতে নির্গত হইল।

২০ অনন্তর নোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাবৎ প্রকার শুচি পশু ও তাবৎ প্রকার শুচি পক্ষির মধ্যে কতক লইয়া বেদির উপরে হোম করিল। ২১ তাহাতে পরমেশ্বর তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মনে ২ কহিলেন, আমি মনুষ্যের জন্যে পৃথিবীকে আর অভিশাপ দিব না; যদ্যপি বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করিলাম, সেমত আর কখনো তাবৎ প্রাণিকে সংহার করিব না। ২২ যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময়, এবং শীত ও উষ্ণ, এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

৯ অধ্যায়।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। ২ পৃথিবীর তাবৎ পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূচর প্রাণী ও সমুদ্রের মৎস্য সকলেই তোমাদের হইতে ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইবে; সে সকল তোমাদের হস্তে সমর্পিত আছে। ৩ প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিদ্ ওষধির ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। ৪ কিন্তু সজীবন অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। ৫ এবং তোমাদের জীবনরূপ রক্ত পাতিত হইলে আমি তাহার পরিশোধ লইব; পশুর নিকটে হউক কিম্বা সমানজাতীয় মনুষ্যের নিকটে হউক, মনুষ্যের জীবনের পরিশোধ আমি অবশ্য লইব। ৬ যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্যকর্তৃক তাহার রক্তপাত হইবে; কেননা ঈশ্বর আপন সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ৭ তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, ও পৃথিবীতে বহুতর হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হও।

৮ অপর ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি পুত্রগণকে কহিলেন, ৯ দেখ, তোমাদের সহিত ও তোমাদের ভাবিবংশের সহিত ১০ ও তোমাদের সঙ্গি পক্ষি এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যত প্রাণী জাহাজহইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির করি। ১১ আমি তোমাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করি, জলপ্লাবনের দ্বারা তাবৎ প্রাণী আর উচ্ছিন্ন হইবে না; এবং পৃথিবীর বিনাশার্থে আর জলপ্লাবন হইবে না। ১২ ঈশ্বর আরো কহিলেন, আমি তোমাদের

সহিত ও তোমাদের সঙ্গি তাবৎ প্রাণির সহিত যে নিত্য নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার চিহ্ন এই। ১৩ আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। ১৪ যে সময়ে আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, তৎকালে সেই মেঘধনু দৃষ্ট হইবে; ১৫ তাহাতে তোমাদের ও দেহবাসি সর্ব্ব প্রকার প্রাণির সহিত আমার যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ হইবে, এবং তাবৎ প্রাণির বিনাশার্থে জলপ্লাবন আর হইবে না। ১৬ কেননা মেঘধনুক হইলে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে দেহবাসি যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ি নিয়ম আছে, তাহা আমি স্মরণ করিব। ১৭ ঈশ্বর নোহকে আরও কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণির সহিত আমার স্থাপিত নিয়মের এই লক্ষণ হইবে।

১৮ নোহের যে তিন পুত্র জাহাজহইতে বহির্গত হইল, তাহাদের নাম শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ। সেই হাম্ কিনানের পিতা ছিল। ১৯ এই তিন জন নোহের পুত্র; ইহাদেরই বংশেতে তাবৎ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। ২০ পরে নোহ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল। ২১ তাহাতে সে দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হওয়াতে তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িল। ২২ তখন কিনানের পিতা হাম্ আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। ২৩ তাহাতে শাম্ ও যেফৎ (পিতার) বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধেতে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া উলঙ্গ পিতাকে আচ্ছাদিত করিল; তাহারা পশ্চাৎ হাটিয়া পিতার উলঙ্গতা দেখিল না। ২৪ পরে নোহ দ্রাক্ষারসের নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া আপনার প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ জানিয়া ২৫ কহিল, কিনান্ অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে। ২৬ সে আরো কহিল, শামের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য; কিনান শামের দাস হইবে। ২৭ এবং ঈশ্বর যেফতের বৃদ্ধি করিবেন; তাহাতে সে শামের তাম্বুতে বাস করিবে, ও কিনান্ তাহার দাস হইবে।

২৮ জলপ্লাবনের পরে নোহ আর তিন শত পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিল। ২৯ পরে নোহ সর্ব্বশুদ্ধ নয় শত পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময়ে প্রাণত্যাগ করিল।

১০ অধ্যায়।

১ শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক নোহের তিন পুত্রের বংশাবলি। জলপ্লাবনের পরে তাহাদের এই সকল সন্তান সন্ততি হয়। ২ গোমর্ ও মাজূজ্ ও মাদয় ও যূনান্ ও তূবল্ ও মেশক্ ও তীরস্, ইহারা যেফতের পুত্র। ৩ অস্কিনস্ ও রীফৎ ও তোগর্ম, ইহারা গোমরের পুত্র। ৪ এবং ইলীশা ও তর্শীশ্ ও কিত্তীম্ ও দোদানীম, ইহারা যূনানের পুত্র। ৫ এই সকলহইতে নানা উপদ্বীপের দেবপূজক লোক স্থানে ২ বিভক্ত হইল, এবং সকলের পৃথক্ ২ ভাষা ও গোষ্ঠী ও জাতি হইল।

৬ এবং কূশ্ ও মিসর্ ও পূট ও কিনান্, ইহারা হামের পুত্র। ৭ সিবা ও হবীলা ও সব্তা ও রয়মা ও সব্তিকা, ইহারা কূশের পুত্র। শিবা ও দিদন্ ইহারা রয়মার পুত্র। ৮ নিম্রোদ্ কূশের পুত্র; সে পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমী হইতে লাগিল, ৯ ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইল; অতএব লোকেরা অদ্যাপি এই দৃষ্টান্ত কহে, পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিম্রোদের তুল্য পরাক্রান্ত ব্যাধ। ১০ এবং শিনিয়র্ দেশে বাবিল্ ও এরক্ ও অক্কদ্ ও কল্নী, এই সকল নগর তাহার প্রথম রাজ্য হইল। ১১ সেই দেশহইতে অশূর নির্গত হইয়া নিনিবী ও রিহোবোৎ ও কেলহ, ১২ এবং নিনিবী ও কেলহের মধ্যস্থিত মহানগর রেষন্, এই সকল নগরের পত্তন করিল। ১৩ এবং লূদীয় ও অনামীয় ও লিহাবীয় ও নপ্তুহীয় ১৪ ও পথ্রুষীয় ও পিলেষ্টীয়দের আদি পুরুষ কসলূহীয় এবং কপ্তোরীয়, এই সকল মিসরের পুত্র। ১৫ এবং কিনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন্, তাহার পর হেৎ ১৬ ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয় ১৭ ও হিব্বীয় ও অর্কীয় ও সীনীয় ১৮ ও অর্বদীয় ও সিমারীয় ও হমাতীয়। ১৯ পরে কিনানীয়দের বংশ সকল বিস্তারিত হইলে সীদোনহইতে গিরারের দিগে অসা পর্য্যন্ত এবং সিদোম্ ও অমোরা ও অদ্মা ও সিবোয়ীমের দিগে লেশা পর্য্যন্ত কিনানীয়দের বসতির সীমা ছিল। ২০ এই সকলে হামের বংশ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও ভাষা ও দেশ ও জাতিভেদ ছিল।

২১ যেফতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে শাম্ তাহারও সন্তান সন্ততি ছিল, ফলতঃ সে তাবৎ ইব্রীয় লোকের আদিপুরুষ ছিল। ২২ তাহার এই সকল বংশ, এলম্ ও অশূর্ ও অর্ফক্ষদ্ ও লূদ্ ও অরাম্। ২৩ ঐ অরামের বংশ ঊষ্ ও হূল্ ও গেথর্ ও মশ্। ২৪ এবং অর্ফক্ষদের বংশ শেলহ, ও শেলহের পুত্র এবর্। ২৫ ঐ এবরের দুই পুত্র; একের নাম পেলগ্ (ভাগ), কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্তা হইল; তাহার ভ্রাতার নাম যক্তন্। ২৬ এবং যক্তনের পুত্র অল্মোদদ্ ও শেলফ্ ও হৎসর্মাবৎ ও যেরহ ২৭ ও হদোরাম্ ও ঊষল্ ও দিক্লা ২৮ ও ওবল্ ও অবীমায়েল্ ও শিবা ২৯ ও ওফীর্ ও হবীলা ও যোবব্। এ সকল যক্তনের বংশ। ৩০ মেষা অবধি পূর্ব্বদিগের সিফর পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের বসতি ছিল। ৩১ এই সকলে শামের বংশ; ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও ভাষা ও দেশ ও জাতি ভেদ ছিল। ৩২ এই সকলের গোষ্ঠী ও জাতি ভেদ থাকিলেও ইহারা নোহের পুত্রদের বংশ ছিল; এবং জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানা জাতি তাবৎ পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

১ পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ উচ্চারণ ছিল। ২ পরে লোকেরা পূর্ব্বদিগে ভ্রমণ করিতে২ শিনিয়র্ দেশের এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিয়া ৩ পরস্পর এই রূপ পরামর্শ করিল, আইস আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি; তাহাতে ইষ্টক তাহাদের প্রস্তরস্বরূপ ও শিলাজতু চূণস্বরূপ হইল। ৪ পরে তাহারা কহিল, আইস আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগণস্পর্শি এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি; তাহাতে তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইব না। ৫ পরে মনুষ্যসন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে পরমেশ্বর নামিয়া আইলেন। ৬ ফলতঃ পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ, ইহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষাবাদী; এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহাহইতে নিবারিত হইবে না। ৭ অতএব আইস, আমরা নীচে গিয়া তাহারা যেন এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে, এই জন্যে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই। ৮ এই রূপে পরমেশ্বর তথাহইতে তাবৎ পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তরে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলে তাহারা নগর পত্তনহইতে নিবৃত্ত হইল। ৯ এই কারণ সেই নগরের নাম বাবিল্ (ভেদ) থাকিল; কেননা সেই স্থানে পরমেশ্বর তাবৎ পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং তথাহইতে তাহাদিগকে তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।

১০ শামের বংশাবলি। শাম এক শত বৎসর বয়সে অর্থাৎ জলপ্লাবনের দুই বৎসর পরে অর্ফক্‌ষদের জন্ম দিল। ১১ অর্ফক্‌ষদের জন্মের পর শাম পাঁচ শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১২ এবং অর্ফক্‌ষদ্ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিল। ১৩ শেলহের জন্মের পর অর্ফক্‌ষদ্ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১৪ এবং শেলহ ত্রিশ বৎসর বয়সে এবরের জন্ম দিল। ১৫ এবরের জন্মের পর শেলহ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১৬ এবং এবর চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পেলগের জন্ম দিল। ১৭ পেলগের জন্মের পর এবর চারি শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১৮ এবং পেলগ্ ত্রিশ বৎসর বয়সে রিয়ূর জন্ম দিল। ১৯ রিয়ূর জন্মের পর পেলগ্ দুই শত নয় বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২০ এবং রিয়ূ বত্রিশ বৎসর বয়সে সিরুগের জন্ম দিল। ২১ সিরুগের জন্মের পর রিয়ূ দুই শত সপ্ত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২২ এবং সিরুগ্ ত্রিশ বৎসর বয়সে নাহোরের জন্ম দিল। ২৩ নাহোরের জন্মের পর সিরুগ্ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২৪ এবং নাহোর্ ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তেরহের জন্ম দিল। ২৫ তেরহের জন্মের পর নাহোর্ এক শত ঊনিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২৬ এবং তেরহ সত্তরি বৎসর বয়সে ইব্রামের ও নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল।

২৭ তেরহের বংশাবলি। তেরহ ইব্রামের ও নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল। এবং সেই হারণ লোটের জন্ম দিল; ২৮ কিন্তু হারণ আপন পিতা তেরহের অগ্রে আপন জন্মস্থান কস্‌দীয়দের ঊর্ নামক নগরে প্রাণত্যাগ করিল। ২৯ ইব্রাম্ ও নাহোর্ ইহারাও বিবাহ করিল; ইব্রামের স্ত্রীর নাম সারী, ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্‌কা। ঐ নাহোরের স্ত্রী মিল্‌কা হারণের কন্যা ছিল; সেই হারণ মিল্‌কার ও যিস্কার পিতা।

৩০ ঐ সারী বন্ধ্যা ছিল, তাহার সন্তান হইল না। ৩১ অনন্তর তেরহ ইব্রাম্ পুত্রকে ও হারণের পুত্র লোট নামক পৌত্রকে এবং ইব্রামের ভার্য্যা সারী নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া কিনান্ দেশে যাইবার নিমিত্তে কস্‌দীয়দের ঊর্ নামক নগরহইতে প্রস্থান করিল; কিন্তু হারণ্ নগর পর্য্যন্ত গিয়া তথায় বসতি করিল। ৩২ পরে তেরহের দুই শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ঐ হারণ্ নগরে তাহার মৃত্যু হইল।

১২ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই সেই দেশে চল। ২ আমি তোমাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া তোমার নাম বিখ্যাত করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবা। ৩ যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব; ও যাহারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, তাহাদিগকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে পৃথিবীর তাবৎ বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

৪ পরে ইব্রাম্ পরমেশ্বরের এই বাক্যানুসারে যাত্রা করিল; এবং লোটও তাহার সঙ্গে গেল। হারণ্‌হইতে প্রস্থান কালে ইব্রামের পঁচাত্তর বৎসর বয়স ছিল। ৫ এই রূপে ইব্রাম সারী ভার্য্যাকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে এবং হারণে আপনাদের উপার্জ্জিত ধন ও দাস দাসীগণকে লইয়া কিনান্ দেশে গমনার্থে যাত্রা করিয়া সেই দেশে উপস্থিত হইল।

৬ অনন্তর ইব্রাম্ সেই দেশ দিয়া যাইতে২ শিখিম্ স্থানের নিকটস্থ মোরির উদ্যানে উত্তরিল; তৎকালে কিনানীয় লোকেরা সেই দেশে বাস করিত। ৭ পরে পরমেশ্বর ইব্রামকে দর্শন দিয়া

কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব; অতএব ইব্রাম্ সেই স্থানে দর্শনদাতা পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। ৮ পরে সে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিগের পর্ব্বতে গিয়া তাম্বু স্থাপন করিল; তাহার পশ্চিমে বৈথেল্ ও পূর্ব্বদিগে অয় নগর ছিল; এবং সে স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি করিয়া তাঁহার নামে প্রার্থনা করিল। ৯ তাহার পরে ইব্রাম্ ক্রমে২ আরো দক্ষিণে গমন করিল।

১০ অনন্তর সে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ইব্রাম্ মিসর্ দেশে প্রবাস করিতে যাত্রা করিল; কেননা কিনান্ দেশে ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১১ পরে মিসর্ দেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ইব্রাম্ নিজ পত্নী সারীকে কহিল, দেখ, তুমি দেখিতে সুন্দরী, তাহা আমি জানি। ১২ এ কারণ মিস্রীয় লোকেরা তোমাকে দেখিয়া আমার ভার্য্যা জানিলে আমাকে বধ করিয়া তোমাকে জীবৎ রাখিবে। ১৩ অতএব বিনয় করি, তুমি আমার ভগিনী, এই কথা কহিও; তাহাতে তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হইবে, ও তোমাহেতু আমার প্রাণ রক্ষা পাইবে।

১৪ পরে ইব্রাম্ মিসরে প্রবেশ করিলে মিস্রীয় লোকেরা ঐ স্ত্রীকে পরমসুন্দরী দেখিল। ১৫ এবং ফিরৌণের অধ্যক্ষগণ তাহাকে দেখিয়া ফিরৌণের সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিল; ১৬ তাহাতে সেই স্ত্রী রাজার বাটীতে আনীতা হইল। এবং তাহার অনুরোধে রাজা ইব্রামকে সমাদর করিয়া তাহাকে মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ ও গর্দ্দভী ও উষ্ট্র এবং দাস দাসী দিল। ১৭ কিন্তু সেই সারী ইব্রামের ভার্য্যা, এই জন্যে পরমেশ্বর সপরিবারে ফিরৌণের নানা মহাক্লেশ ঘটাইলেন। ১৮ অতএব ফিরৌণ ইব্রামকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? ১৯ ঐ নারী তোমার ভার্য্যা, এ কথা আমাকে কেন কহিলা না? তাহাকে আপনার ভগিনী কেন বলিলা? তাহাতে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে লইলাম; এখন তোমার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যাও। ২০ তখন ফিরৌণের আজ্ঞাতে ভৃত্যবর্গ সর্ব্বস্বের সহিত তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে বিদায় করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ তদনন্তর ইব্রাম্ ও তাহার স্ত্রী সকল সম্পত্তি লইয়া লোটের সমভিব্যাহারে মিসরহইতে (কিনান্ দেশের) দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করিল। ২ ঐ ইব্রাম্ পশুতে ও স্বর্ণ রূপ্যেতে অতিশয় ধনবান্ ছিল। ৩ পরে সে পূর্ব্বযাত্রানুসারে দক্ষিণহইতে বৈথেলের দিগে যাইতে২ বৈথেলের ও অয়ের মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পূর্ব্বে তাহার তাম্বু স্থাপিত ছিল, ৪ সেই স্থানে আপনার পূর্ব্বনির্ম্মিত যজ্ঞবেদির নিকটে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের নাম লইয়া প্রার্থনা করিল। ৫ এবং ইব্রামের সহযাত্রী যে লোট, তাহারও অনেক২ মেষ ও গো ও তাম্বু ছিল। ৬ অতএব সেই দেশে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, কেননা তাহাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে তাহারা একত্র বাস করিতে পারিল না। ৭ বিশেষতঃ ইব্রামের পশুপালকদের ও লোটের পশুপালকদের পরস্পর বিরোধ হইত; তৎকালে সেই দেশে কিনানীয় ও পিরিষীয় লোকেরা বসতি করিত। ৮ অতএব ইব্রাম্ লোটকে কহিল, বিনয় করি, তোমাতে ও আমাতে, এবং তোমার পশুপালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিরোধ না হউক; কেননা আমরা পরস্পর জ্ঞাতি। ৯ তোমার সম্মুখে কি সমস্ত দেশ নাই? বিনয় করি, তুমি আমাহইতে পৃথক্ হও; হয়, তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই; কিম্বা তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই।

১০ তখন লোট্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, যর্দ্দন্ নদীর প্রান্তর সোয়র্ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বত্র সজল ও মিসর্ দেশের সদৃশ; কেননা তৎকালে সিদোম্ ও অমোরা পরমেশ্বরকর্তৃক বিনষ্ট হয় নাই। ১১ অতএব লোট আপনার নিমিত্তে যর্দ্দনের তাবৎ প্রান্তর মনোনীত করিয়া পূর্ব্বদিগে প্রস্থান করিল; এই রূপে তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইল। ১২ তদবধি ইব্রাম কিনান্ দেশে থাকিল, এবং লোট্ সেই প্রান্তরস্থিত সকল নগরের মধ্যে থাকিয়া সিদোম্ নগরের নিকট পর্য্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিতে লাগিল। ১৩ ঐ সিদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও পরমেশ্বরের গোচরে অতি পাপিষ্ঠ ছিল।

১৪ এই রূপে ইব্রামহইতে লোট্ পৃথক্ হইলে পর পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থানহইতে চক্ষু তুলিয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। ১৫ কেননা তোমার দৃশ্য এই সমস্ত দেশ আমি চিরকালের নিমিত্তে তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। ১৬ এবং পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গণিতে পারে, তবে তোমার বংশ গণ্য হইবে। ১৭ উঠ, এই দেশের দীর্ঘ প্রস্থে পর্য্যটন কর, কেননা আমি তোমাকেই তাহা দিব। ১৮ তখন ইব্রাম্ তাম্বু তুলিয়া হিব্রোণের নিকটবর্ত্তি মম্রি নামক উদ্যানে গিয়া বাস করিল, এবং সেখানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল।

১৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর শিনিয়রের অম্রাফল্ নামে রাজা ও ইল্লাসরের অরিয়োক্ নামে রাজা ও এলমের কিদর্লায়োমর্ নামে রাজা এবং অন্যজাতীয় তিদিয়ল্ নামে রাজার অধিকার সময়ে, ২ সিদোমের বিরা নামক রাজার ও অমোরার বির্শা নামক রাজার ও অদ্মার শিনাব্ নামক রাজার ও সিবোয়িমের

শিমেবর্ নামক রাজার ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজার সহিত ঐ রাজগণ যুদ্ধ করিল। ৩ ইহারা সকলে সিদ্দীম প্রান্তরে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হইয়াছিল। ৪ কারণ ইহারা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কিদর্লায়োমর রাজার বশীভূত থাকিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে তাহার অবশ হইয়াছিল। ৫ এই জন্যে চতুর্দ্দশ বৎসরে কিদর্লায়োমর্ রাজা আপন সহায় রাজগণের সহিত আসিয়া অস্তিরোৎকর্ণয়িম্ দেশীয় রিফায়ীয় লোকদিগকে ও হম্ দেশীয় সুষীয় লোকদিগকে ও শাবিকিরিয়াথয়িম্ দেশীয় এমীয় লোকদিগকে ৬ ও প্রান্তরের নিকটবর্ত্তি এল্পারণ অবধি সেয়ীর্ পর্ব্বত নিবাসি হোরীয় লোকদিগকে জয় করিল। ৭ পরে তথাহইতে ফিরিয়া ঐন্মিস্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়া অমালেকীয় লোকদের তাবৎ দেশকে ও হৎসসোন্-তামর্ নিবাসি ইমোরীয় লোকদিগকে পরাজয় করিল। ৮ অতএব সিদোমের রাজা ও অমোরার রাজা ও অদ্মার রাজা ও সিবোয়িমের রাজা ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজা, এই পাচ রাজা ব্যূহ রচনা করিয়া ৯ এলম্ দেশের কিদর্লায়োমর্ রাজার ও অন্যজাতীয়দের তিদিয়ল রাজার ও শিনিয়রের অম্রাফল্ রাজার ও ইল্লাসরের অরিয়োক্ রাজার এই চারি রাজার সহিত সিদ্দীম্ প্রান্তরে যুদ্ধ করিল। ১০ ঐ সিদ্দীম্ প্রান্তরে মেট্যা তৈলের অনেক খাত ছিল; তাহাতে সিদোমের ও অমোরার রাজগণ পলাইতে তাহার মধ্যে পতিত হইল, এবং অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে পলায়ন করিল। ১১ অতএব শত্রুরা সিদোমের ও অমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্য দ্রব্য লুটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। ১২ বিশেষতঃ ইব্রামের ভ্রাতুষ্পুত্র সিদোম্ নিবাসি লোটকে ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গেল।

১৩ তখন এক জন পলাতক ইব্রীয় ইব্রামকে সমাচার দিল; ঐ সময়ে ইব্রাম্ ইস্কোলের ও আনেরের ভ্রাতা ইমোরীয় মম্রির উদ্যানে বাস করিতেছিল, এবং তাহারা ইব্রামের সহায় ছিল। ১৪ তখন ইব্রাম্ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যাওনের সমাচার শুনিবামাত্র আপন গৃহজাত তিন শত অষ্টাদশ শিক্ষিত ভৃত্যকে সুসজ্জ করিয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া দান্ নগর পর্য্যন্ত গেল। ১৫ পরে আপন ভৃত্যগণকে দুই দল করিয়া রাত্রিকালে শত্রুগণের প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক দম্মেষকের বামস্থিত হোবা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ১৬ এবং সকল সম্পত্তি, বিশেষতঃ আপন ভ্রাতুষ্পুত্র লোট্ ও তাহার সম্পত্তি এবং স্ত্রী ও প্রজা লোক সকলকে ফিরাইয়া আনিল।

১৭ এই রূপে ইব্রাম্ কিদর্লায়োমরকে ও তাহার সহায় রাজগণকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর, সিদোমের রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী প্রান্তরে অর্থাৎ রাজার প্রান্তরে গমন করিল। ১৮ এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের যাজনকারী মল্কীসেদক্ নামে শালমের রাজা রুটী ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া ১৯ ইব্রামকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, ইব্রাম্ স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপাত্র হউক। ২০ এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর ধন্য হউন, তিনি তোমার শত্রুগণকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন ইব্রাম্ সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাহাকে দিল। ২১ অনন্তর সিদোমের রাজা ইব্রামকে কহিল, তুমি সমস্ত সম্পত্তি লও, কিন্তু লোক সকল আমাকে দেও। ২২ তাহাতে ইব্রাম্ সিদোমের রাজাকে উত্তর করিল, আমি স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারি সর্ব্বোপরিস্থ প্রভু পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, ২৩ আমি তোমার কিছুই লইব না, এক গাছ সূতা কি জুতার বন্ধনরজ্জুও লইব না; পাছে তুমি বল, আমি ইব্রামকে ধনবান করিয়াছি। ২৪ কেবল আমার যুবগণের আহারের ব্যয় গ্রহণ করিব, এবং আমার যে সহায়গণ সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা অর্থাৎ আনের্ ও ইস্কোল্ ও মম্রি আপন ২ প্রাপ্তব্য ভাগ গ্রহণ করুক।

১৫ অধ্যায়।

১ ঐ ঘটনার পরে দর্শনদ্বারা পরমেশ্বরের এই বাক্য ইব্রামের নিকটে উপস্থিত হইল, হে ইব্রাম্, ভয় করিও না, আমি তোমার ঢাল ও মহাপুরস্কারস্বরূপ। ২ তাহাতে ইব্রাম্ উত্তর করিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কি দিবা? আমি নিরপত্য হইয়া বেড়াইতেছি, এই দম্মেষকীয় ইলীয়েষর্ আমার গৃহের ধনাধিকারী আছে। ৩ ইব্রাম্ পুনশ্চ কহিল, দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলা না, সুতরাং আমার গৃহজাত লোক আমার উত্তরাধিকারী হইবে। ৪ তখন তাহার প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে। ৫ পরে তিনি তাহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারাগণ গণিতে পার, তবে গণিয়া বল। অনন্তর তিনি তাহাকে কহিলেন, এই রূপ তোমার বংশ হইবে। ৬ তখন সে পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার পক্ষে তাহা পুণ্যার্থে গণনা করিলেন। ৭ পরে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, যিনি তোমার অধিকারার্থে এই দেশ দিতে কস্দীয়দের ঊর্ নগরহইতে তোমাকে আনিলেন, সেই পরমেশ্বর আমি। ৮ তখন সে কহিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি যে এই দেশের অধিকারী হইব, তাহা কিসে জানিব? ৯ পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি তিন বৎসরের এক বাছুরকে ও তিন বৎসরের এক ছাগীকে ও তিন বৎসরের এক মেষকে এবং এক ঘুঘুকে ও এক কপোতশাবককে আমার নিকটে আন। ১০ তাহাতে সে ঐ সকল পশু তাঁহার নিকটে আ-

নিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ডের অগ্রে অন্য খণ্ড রাখিল, কিন্তু পক্ষিগণকে দ্বিখণ্ড করিল না। ১১ পরে হিংস্র পক্ষিগণ সেই মৃত পশুদের উপরে পড়িলে ইব্রাম্ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ১২ পরে সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে ইব্রাম্ ঘোর নিদ্রাগত হইল; তাহাতে সে ত্রাসে ও অন্ধকারে মগ্ন হইল। ১৩ তখন পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, তোমার সন্তানগণ চারি শত বৎসর পরদেশে প্রবাসী হইয়া দাস্য কর্ম্ম করিয়া ক্লেশ ভোগ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবা; ১৪ কিন্তু যে জাতীয় লোকেরা তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইবে, আমি তাহাদের দণ্ড করিব; পরে তাহারা যথেষ্ট ধন লইয়া নির্গত হইবে। ১৫ এবং তুমি কুশলে পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে যাইবা, ও শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে কবর প্রাপ্ত হইবা। ১৬ এবং তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে প্রত্যাগমন করিবে; কেননা ইমোরীয় লোকদের অপরাধ অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৭ অপর সূর্য্য অস্তগত ও অন্ধকার হইলে চুলার ধূম ও অগ্নিপ্রদীপ দৃশ্য হইয়া ঐ দুই খণ্ডশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। ১৮ সেই দিনে পরমেশ্বর ইব্রামের সহিত নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়া কহিলেন, আমি মিস্রীয় নদী অবধি ফরাৎ নামক বড় নদী পর্য্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিব, ১৯ অর্থাৎ কেনীয়দের ও কিনসীয়দের ও কদ্‌মোনীয়দের ২০ ও হিত্তীয়দের ও পিরিষীয়দের ও রিফায়ীয়দের ২১ ও ইমোরীয়দের ও কিনানীয়দের ও গির্গাশীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশ দিব।

১৬ অধ্যায়।

১ ইব্রামের ভার্য্যা সারী বন্ধ্যা ছিল, এবং মিস্রীয়া হাজিরা নামে তাহার এক দাসী ছিল; ২ তাহাতে সারী ইব্রামকে কহিল, দেখ, পরমেশ্বর আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, তুমি আমার এই দাসীতে উপগত হও; কি জানি, ইহাদ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব; তখন ইব্রাম্ সারীর বাক্যে সম্মত হইল। ৩ এই রূপে কিনান্ দেশে ইব্রামের দশ বৎসর বাস করণান্তে ইব্রামের ভার্য্যা সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাজিরাকে লইয়া আপন স্বামি ইব্রামের সহিত বিবাহ দিল।

৪ অপর ইব্রাম্ হাজিরাতে উপগত হইলে সে গর্ভবতী হইল; এবং আপনার গর্ভ হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া সে নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল। ৫ তাহাতে সারী ইব্রামকে কহিল, আমার প্রতি এই অন্যায়ের ফল তোমার হউক; আমি আপনার যে দাসীকে তোমার ক্রোড়ে দিয়াছিলাম, সে এখন আপন গর্ভ জানিয়া আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে; পরমেশ্বরই তোমার ও আমার বিচার করুন। ৬ তাহাতে ইব্রাম্ সারীকে কহিল, দেখ, সে তোমার দাসী, তোমারই হস্তগতা আছে তোমার ইচ্ছানুসারে তাহার প্রতি কর। তাহাতে সারী হাজিরার প্রতি কঠিন ব্যবহার করিলে সে তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিল। ৭ পরে পরমেশ্বরের দূত প্রান্তরের মধ্যে এক জলের উনুইর নিকটে, অর্থাৎ শূরের পথে যে উনুই আছে, তাহার নিকটে তাহাকে পাইয়া ৮ কহিলেন, হে সারীর দাসি হাজিরা, তুমি কোথাহইতে আইলা? এবং কোথায় যাইবা? তাহাতে সে কহিল, আমি আপন কর্ত্রী সারীর নিকটহইতে পলাইতেছি। ৯ তখন পরমেশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহার হস্তের বশীভূতা হও। ১০ পরমেশ্বরের দূত তাহাকে আরও কহিলেন, আমি তোমার বংশের এমত বৃদ্ধি করিব, যে বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। ১১ পরমেশ্বরের দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভহইতে যে পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম ইস্‌মায়েল্ (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবা, কেননা পরমেশ্বর তোমার দুঃখের কথা শুনিলেন। ১২ এবং সে অদম্য পুরুষ হইবে, ও তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে থাকিবে; এবং সে নিজ তাবৎ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিবে। ১৩ অপর হাজিরা আপনার সহিত আলাপকারি পরমেশ্বরের এই নাম রাখিল, তুমি মদ্দর্শক ঈশ্বর; কেননা সে কহিল, আমি এই স্থানে কি মদ্দর্শকের অনুদর্শন করিয়াছি? ১৪ এই কারণ সেই কূপের নাম বের-লহয়্-রোয়ী (স্বয়ং-জীবি মদ্দর্শকের কূপ) হইল। দেখ, তাহা কাদেশের ও বেরদের মধ্যে আছে। ১৫ পরে হাজিরা ইব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলে ইব্রাম্ হাজিরাহইতে জাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইস্‌মায়েল্ রাখিল। ১৬ ইব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সের সময়ে হাজিরা ইব্রামের নিমিত্তে ইস্‌মায়েল্‌কে প্রসব করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ ইব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও। ২ আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিয়া তোমার অতিশয় বৃদ্ধি করিব। ৩ তখন ইব্রাম্ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ঈশ্বর তাহার সহিত আলাপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, ৪ দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবা। ৫ এবং তোমার নাম ইব্রাম্ (মহাপিতা) আর থাকিবে না, কিন্তু ইব্রাহীম (বহুলোকের পিতা) এই নাম হইবে। ৬ কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করিলাম। আমি তোমার অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি করিব, এবং তোমাহইতে বহুজাতি জন্মাইব; ও রাজগণ তোমাহইতে উৎপন্ন হইবে।

৭ আমি তোমার সহিত ও তোমার ভাবিবংশ পরম্পরার সহিত যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহা নিত্যস্থায়ী হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ও তোমার ভাবিবংশের ঈশ্বর হইব। ৮ এবং তুমি এখন এই যে কিনান্ দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহা সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবিবংশকে নিত্য অধিকারার্থে দিব, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। ৯ ঈশ্বর ইব্রাহীমকে আরও কহিলেন, তুমিও আমার নিয়ম পালন করিবা; তুমি ও তোমার ভাবিবংশ পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবা। ১০ তোমার সহিত ও তোমার ভাবিবংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবা, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ হইবে। ১১ তোমরা আপন ২ লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবা; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। ১২ পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্‌ছেদ হইবে, এবং যাহারা তোমার বংশ নহে, এমত ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের গৃহে জাত কিম্বা মূল্যদ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বক্‌ছেদ হইবে। ১৩ তোমার গৃহজাত কিম্বা মূল্যদ্বারা ক্রীত লোকের ত্বক্‌ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য; তোমাদের মাংসেতে আমার নিয়ম দৃশ্য হইয়া নিত্য নিয়ম হইবে। ১৪ কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না হইবে, এমত অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আমার নিয়ম ভঙ্গ করাতে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

১৫ তদনন্তর ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, তুমি আপন ভার্য্যা সারীকে আর সারী (কুলীনা) বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা (রাজ্ঞী) হইল। ১৬ আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, এবং তাহাহইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, ফলতঃ সে নানা জাতির আদিমাতা হইবে, এবং তাহার বংশে নানাদেশীয় রাজগণ উৎপন্ন হইবে। ১৭ তখন ইব্রাহীম্ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাসিয়া মনে ২ কহিল, শত বর্ষ বয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হইবে? নব্বই বৎসর বয়সে কি সারা পুত্র প্রসব করিবে? ১৮ অনন্তর ইব্রাহীম্ ঈশ্বরকে কহিল, ইস্‌মায়েল্ তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক। ১৯ তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্‌হাক্ (হাস্য) রাখিবা, এবং আমি তাহার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, তাহা তাহার ভাবিবংশের সহিত নিত্যস্থায়ি নিয়ম হইবে। ২০ এবং ইস্‌মায়েল্ বিষয়ক তোমার প্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহাকে বহুপ্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহাহইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব। ২১ কিন্তু আগামি বৎসরের এই সময়ে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই ইস্‌হাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির করিব। ২২ এই রূপ কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটহইতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন।

২৩ অনন্তর ইব্রাহীম্ আপন পুত্র ইস্‌মায়েল্‌কে ও আপন গৃহজাত ও মূল্যে ক্রীত সকল দাসদিগকে, অর্থাৎ ইব্রাহীমের গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তদ্দিনেই তাবতের লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিল। ২৪ লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে ইব্রাহীমের নিরানব্বই বৎসর বয়স ছিল। ২৫ এবং লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে তাহার পুত্র ইস্‌মায়েলের তের বৎসর বয়স ছিল। ২৬ একই দিনে ইব্রাহীমের ও তাহার পুত্র ইস্‌মায়েলের ত্বক্‌ছেদ হইল। ২৭ সেই দিনে তাহার গৃহজাত কিম্বা অন্যজাতীয়দের নিকটে মূল্যদ্বারা ক্রীত তাহার গৃহের তাবৎ পুরুষেরও লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদ হইল।

১৮ অধ্যায়।

১ তদনন্তর পরমেশ্বর মম্রির উদ্যানে ইব্রাহীমকে দর্শন দিলেন; ফলতঃ এক দিন উত্তাপ সময়ে সে তাম্বুগৃহের দ্বারে বসিয়াছিল, ২ ইত্যবসরে আপন চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন পুরুষকে দেখিল; দেখিবামাত্র সাক্ষাৎ করিতে তাম্বুদ্বারহইতে দৌড়িয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, ৩ হে প্রভো, বিনয় করি, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, তবে এই ভৃত্যের স্থানহইতে অগ্রসর হইবেন না। ৪ বিনয় করি, কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দি, পাদপ্রক্ষালন করিয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। ৫ এবং কিছু খাদ্য আনিয়া দি, তাহাদ্বারা অন্তঃকরণ আপ্যায়িত করুন; পরে গমন করিবেন; কেননা ইহারই নিমিত্তে আপন দাসের নিকটে আগত হইলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা বলিতেছ তাহাই কর। ৬ তাহাতে ইব্রাহীম্ শীঘ্র তাম্বুগৃহে সারার নিকটে গিয়া কহিল, শীঘ্র তিন সের উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া পিষ্টক প্রস্তুত কর। ৭ পরে ইব্রাহীম্ ত্বরায় পালের নিকটে গিয়া উৎকৃষ্ট কোমল এক গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে দিলে সে তাহা শীঘ্র রন্ধন করিল। ৮ তখন সে দধি ও দুগ্ধ ও পক্ক গোবৎসের মাংস লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে দিল, এবং তাঁহাদের ভোজন সময়ে আপনি বৃক্ষতলে তাঁহাদের সেবার্থে দাঁড়াইল। ৯ তদনন্তর তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা কোথায়? সে কহিল, দেখুন, সে তাম্বুতে আছে। ১০ তাহাতে তাঁহাদের এক ব্যক্তি কহিলেন, আগামি বৎসরের এই সময়ে আমি অবশ্য ফিরিয়া আসিব; দেখ, তৎকালে তোমার স্ত্রী সারার কোলে এক পুত্র হইবে। এই কথা সারা তাম্বুদ্বারে তাহার পশ্চাৎ থাকিয়া শুনিল। ১১ সেই সময়ে ইব্রাহীম্ ও সারা অতি বৃদ্ধ ছিল,

এবং সারার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়াছিল। ১২ অতএব সারা হাসিতে ২ মনে ২ কহিল, আমার এই শীর্ণাবস্থার পরে কি এমত আনন্দ হইবে? বিশেষতঃ আমার প্রভুও বৃদ্ধ। ১৩ তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, এই বৃদ্ধাবস্থাতে প্রসব হওয়া কি সম্ভব হয়? ইহা ভাবিয়া সারা কেন হাসিল? ১৪ কোন কর্ম্ম কি পরমেশ্বরের অসাধ্য? আগামি বৎসরের এই সময়ে আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সারার কোলে পুত্র হইবে। ১৫ তাহাতে সারা মিথ্যা করিয়া কহিল, আমি হাসি নাই; কেননা সে ভয় পাইল। কিন্তু তিনি কহিলেন, অবশ্য হাসিয়াছিলা।

১৬ পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে উঠিয়া সিদোমের দিগে প্রস্থান করিলে ইব্রাহীম্ আগবাড়ান রাখিতে তাঁহাদের সঙ্গে ২ চলিতেছিল। ১৭ তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি যাহা করিতে উদ্যত আছি, তাহা কি ইব্রাহীমহইতে লুকাইব? ১৮ ইব্রাহীমহইতে মহান ও বলবান এক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয়েরা তাহাতেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ১৯ কেননা আমি তাহাকে জানি, সে আপন ভাবিসন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করিবে, তাহাতে তাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করিতে ২ পরমেশ্বরের পথে চলিবে; এই রূপে পরমেশ্বর ইব্রাহীমের বিষয়ে প্রতিশ্রুত আপনার বাক্য সফল করিবেন। ২০ অনন্তর পরমেশ্বর কহিলেন, সিদোমের ও অমোরার মহাধ্বনি উঠিতেছে, তাহাদের পাপ অতি গুরুতর; ২১ এই জন্যে আমি নীচে দেখিতে গিয়া, আমার নিকটে আগত ধ্বনি অনুসারে তাহারা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে কি না, তাহা জানিব।

২২ পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে ফিরিয়া সিদোমের দিগে গমন করিলেন; কিন্তু ইব্রাহীম্ তখনও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিল। ২৩ পরে ইব্রাহীম্ নিকটে গিয়া কহিল, তুমি কি পাপির সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবা? ২৪ সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক পাওয়া যায়, তবে তুমি কি তন্মধ্যবর্ত্তি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি ক্ষমা না করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবা? ২৫ পাপির সহিত ধার্ম্মিকের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম্ম তোমাহইতে দূরে থাকুক; ও ধার্ম্মিককে পাপির সমান করা তোমাহইতে দূরে থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি ন্যায়বিচার করিবেন না? ২৬ তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি যদি সিদোম্ নগরে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখি, তবে তাহাদের অনুরোধে সেই সমস্ত স্থানের প্রতি ক্ষমা করিব। ২৭ তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, দেখুন, মৃত্তিকারেণু ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি প্রভুর প্রতি কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ২৮ যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের পাঁচ জন ন্যূন হয়, তবে পাঁচজনের অভাব প্রযুক্ত কি সমস্ত নগর বিনষ্ট করিবেন? তিনি কহিলেন, পঁয়তাল্লিশ জন পাইলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব না। ২৯ সে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, সে স্থানে যদি চল্লিশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, চল্লিশ জনের অনুরোধে তাহা করিব না। ৩০ আর বার সে কহিল, প্রভু বিরক্ত হইবেন না, তবে আরো কহি; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, ত্রিশ জন পাইলে তাহা করিব না। ৩১ সে কহিল, দেখুন, প্রভুর প্রতি আমি সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার কহি, যদি সেখানে বিংশতি জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, বিংশতি জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না। ৩২ সে কহিল, ইহাতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল আর এক বার কহি; যদি সেখানে দশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, দশ জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না। ৩৩ তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমের সহিত এই রূপ কথোপকথন শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং ইব্রাহীমও স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

১৯ অধ্যায়।

১ অপর সন্ধ্যাকালে যখন ঐ দুই স্বর্গদূত সিদোম্ নগরে প্রবেশ করেন, তখন লোট্ নগরদ্বারে উপবিষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উঠিল, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ২ কহিল, হে আমার প্রভুরা, বিনয় করি, আপনকাদের এই দাসের গৃহে পদার্পণ করিয়া অদ্য রাত্রি বাস করুন ও পাদপ্রক্ষালন করুন; পরে প্রত্যূষে উঠিয়া স্বযাত্রাতে অগ্রসর হইবেন। তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, না, আমরা চকে রাত্রি যাপন করিব। ৩ কিন্তু লোট্ অতিশয় সাধ্যসাধনা করিলে তাঁহারা তাহার সঙ্গে গিয়া তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে সে তাঁহাদের জন্যে তাড়ীশূন্য রুটী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে তাঁহারা ভোজন করিলেন। ৪ পরে তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে ঐ নগরের লোকেরা অর্থাৎ সিদোম্ নগরের আবাল বৃদ্ধ তাবৎ লোক চতুর্দ্দিগহইতে আসিয়া তাহার ঘর ঘেরিল, ৫ এবং লোটকে ডাকিয়া কহিল, অদ্য রাত্রিতে যে মনুষ্যেরা তোমার বাটীতে আইল, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন, আমরা তাহাদিগেতে উপগত হইব। ৬ তখন লোট্ বাহিরে তাহাদের নিকটে আসিয়া কবাট বন্ধ করিয়া কহিল, ৭ হে ভাই সকল, আমি বিনয় করি, এমত কুব্যবহার করিও না। ৮ দেখ, পুরুষকর্তৃক অস্পৃষ্টা আমার দুই কন্যা আছে, তাহাদিগকে তোমাদের নিকটে আনি, তোমরা তাহাদের সহিত স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার কর, কিন্তু এই ব্যক্তিদের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এই নিমিত্তে ইহারা আমার গৃহের ছায়া আশ্রয় করিল।

৯ তখন তাহারা কহিল, সরিয়া যা; আরও কহিল, এই এক বেটা প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচারকর্ত্তা হইল; এখন তাহাদের অপেক্ষা তোর প্রতি আরো কুব্যবহার করিব। ইহা বলিয়া তাহারা সেই লোটের প্রতি আক্রমণ করিয়া কবাট ভাঙ্গিতে গেল। ১০ তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন, ১১ এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ লোককে অন্ধ করিলেন; তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে২ পরিশ্রান্ত হইল। ১২পরে ঐ ব্যক্তিরা লোটকে কহিলেন, এই স্থানে তোমার আর কে২ আছে? পুত্র ও কন্যা ও জামাতাদি তোমার যত লোক এই নগরে আছে, সে সমস্তকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও। ১৩ কেননা আমরা এই স্থানকে উচ্ছিন্ন করিব; পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এই নগরের বড় ধ্বনি উঠিয়াছে, অতএব পরমেশ্বর তাহা উচ্ছিন্ন করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ১৪ তখন লোট্ বাহিরে গিয়া তাহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিতে উদ্যত আপন জামাতাদিগকে কহিল, উঠ, এ স্থানহইতে বাহির হও, কেননা পরমেশ্বর এই নগরকে উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু জামাতা সকল উপহাসকারির ন্যায় তাহাকে বোধ করিল। ১৫ অপর প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে সত্বর করিয়া কহিলেন, উঠ, তোমার যে স্ত্রী ও যে দুই কন্যা এখানে আছে, তাহাদিগকে লইয়া যাও, পাছে নগরের দণ্ডে বিনষ্ট হও। ১৬ এবং সে বিলম্ব করিলে তাহার প্রতি পরমেশ্বরের স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিরা তাহার ও তাহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হস্ত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন। ১৭ এই রূপে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তি লোটকে কহিলেন, প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর, পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিও না, এই সমস্ত প্রান্তরের মধ্যেও থাকিও না; পর্ব্বতে পলায়ন কর, পাছে বিনষ্ট হও। ১৮ তাহাতে লোট্ উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, এমন না হউক; ১৯ আপনি এখন এই ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মহাদয়া প্রযুক্ত আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন; কিন্তু আমি পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পারি না; কি জানি, বিপদ ঘটিলে আমি মরিব। ২০ দেখুন, পলায়ন করিতে ঐ নগর নিকটবর্ত্তী, তাহা ক্ষুদ্র স্থান; তথায় পলাইতে আজ্ঞা করুন, তাহাতে আমার প্রাণ বাঁচিবে; তাহা কি ক্ষুদ্র স্থান নয়? ২১ তাহাতে তিনি কহিলেন, ভাল, আমি এ বিষয়েও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ যে নগরের কথা কহিলা, তাহা উৎপাটন করিব না। ২২ শীঘ্র সে স্থানে পলায়ন কর, কেননা তুমি ঐ স্থানে না পঁহুছিলে আমি কিছু করিতে পারি না। সেই হেতুক ঐ স্থানের নাম সোয়র্ (ক্ষুদ্র) হইল। ২৩ অনন্তর পৃথিবীতে সূর্য্য প্রকাশ হইলে লোট্ সোয়রে প্রবেশ করিতেছিল, ২৪ এমন সময়ে পরমেশ্বর আপনার নিকটহইতে অর্থাৎ আকাশহইতে সিদোমের ও অমোরার উপরে সগন্ধক অগ্নি বর্ষণ করিয়া ২৫ সেই সমুদয় নগর ও প্রান্তর ও তন্নিবাসি লোক ও সেই ভূমিতে জাত তাবৎ বস্তুকে উৎপাটন করিলেন। ২৬ ঐ সময়ে লোটের স্ত্রী পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইল।

২৭ অপর ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বে যে স্থানে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া ২৮ সিদোমের ও অমোরার প্রতি ও সেই প্রান্তরের সমস্ত অঞ্চলের প্রতি অবলোকন করিয়া দেখিল, সেই দেশহইতে অগ্নিকুণ্ডের ধূমের ন্যায় ধূম উঠিতেছে। ২৯ কিন্তু সেই প্রান্তরস্থিত তাবৎ নগরের বিনাশ কালে ঈশ্বর ইব্রাহীমকে স্মরণ করিয়া যে২ নগরে লোট বাস করিত, সেই২ নগরের উৎপাটনকালে উৎপাটনের মধ্যহইতে লোটকে বিদায় করিলেন।

৩০ তদনন্তর সোয়রে বাস করিতে ভীত প্রযুক্ত লোট ও তাহার দুই কন্যা সোয়রহইতে প্রস্থান করিয়া পর্ব্বতে থাকিল; ফলতঃ সে ও তাহার দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিল। ৩১ অপর তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎ সংসারের ব্যবহারানুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই। ৩২ আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া পিতার বংশ রক্ষার্থে তাহার সহিত শয়ন করি। ৩৩ অতএব তাহারা সেই রাত্রিতে আপন পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইলে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট্ টের পাইল না। ৩৪ অপর পরদিনে সেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম, আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই, তাহাতে পিতার বংশ রক্ষার্থে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন কর। ৩৫ অতএব তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে তাহার কনিষ্ঠা কন্যা উঠিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট্ টের পাইল না। ৩৬ এই রূপে লোটের দুই কন্যাই আপন পিতাহইতে গর্ব্ভবতী হইল। ৩৭ পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব্ রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয় লোকদের আদিপিতা। ৩৮ এবং কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিনম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোনীয় লোকদের আদিপিতা।

২০ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইব্রাহীম্ তথাহইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া কাদেশের ও শূরের মধ্যস্থানে থা-

কিয়া গিররে প্রবাস করিল। ২ কিন্তু ইব্রাহীম্ আপন ভার্য্যা সারার বিষয়ে কহিল, এ আমার ভগিনী; এই নিমিত্তে গিররের রাজা অবীমেলক্ লোক পাঠাইয়া সারাকে গৃহণ করিল। ৩ তাহাতে রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা ঐ যে স্ত্রীকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তাহার স্বামী আছে। ৪ কিন্তু অবীমেলক্ তাহাতে উপগত না হওয়াতে কহিল, হে প্রভো, যে জাতি নির্দ্দোষ, তাহাকেও কি তুমি বধ করিবা? ৫ এ আমার ভগিনী, এই কথা কি সেই ব্যক্তি আমাকে কহে নাই? এবং এ আমার ভ্রাতা, এমন কথা কি সেই স্ত্রীও কহে নাই? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা মনের সরলতাতে ও হস্তের নির্দ্দোষতাতে করিয়াছি। ৬ তখন ঈশ্বর স্বপ্নযোগে তাহাকে কহিলেন, তুমি যে মনের সরলতাতে এ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমিও জ্ঞাত হওয়াতে আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে তোমাকে নিবৃত্ত করিলাম; এই জন্যে তাহাকে স্পর্শ করিতে দিলাম না। ৭ অতএব এখন সেই ব্যক্তির ভার্য্যা তাহাকে ফিরিয়া দেও, কেননা সে ভবিষ্যদ্বক্তা; সে তোমার জন্যে প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবা; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরিয়া না দেও, তবে অবশ্য তুমি সপরিবারে মরিবা, ইহা জ্ঞাত হও। ৮ পরে অবীমেলক্ প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সকল ভৃত্যকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদের কর্ণগোচর করিলে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। ৯ পরে অবীমেলক্ ইব্রাহীমকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমাদের প্রতি এ কি ব্যবহার করিলা? তুমি যে আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমত মহাপরাধগ্রস্ত কর, আমি তোমার কাছে এমন কি দোষ করিয়াছি? তুমি আমার প্রতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলা। ১০ অবীমেলক্ ইব্রাহীমকে আরো কহিল, তুমি কি দেখিয়া এমত কর্ম্ম করিলা? ১১ তখন ইব্রাহীম্ কহিল, এই অঞ্চলে ঈশ্বরের প্রতি ভয়মাত্র নাই, অতএব ইহারা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ করিবে, ইহা আমি ভাবিয়াছিলাম। ১২ আর সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে, কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, এবং আমার ভার্য্যা হইল। ১৩ যখন ঈশ্বর আমাকে পৈতৃক বাটীহইতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার এই অনুগ্রহ করিতে হইবে, ফলতঃ আমরা যে ২ স্থানে যাইব, সেই ২ স্থানে তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিও। ১৪ তখন অবীমেলক্ মেষ ও গোরু ও দাস ও দাসী আনাইয়া ইব্রাহীমকে দিল, এবং তাহার ভার্য্যা সারাকেও তাহার স্থানে সমর্পণ করিল। ১৫ পরে অবীমেলক্ কহিল, দেখ, আমার সমস্ত দেশ তোমার সমক্ষে আছে; তোমার যথা ইচ্ছা তথা বসতি কর। ১৬ এবং সারাকেও কহিল, দেখ, আমি তোমার ভ্রাতাকে সহস্র খান রূপা দিলাম; তোমা প্রভৃতি সকলের প্রতি যাহা ঘটিল, তাহার আচ্ছাদনস্বরূপ তাহাই হইবে। এই রূপে সে অনুযুক্তা হইল। ১৭ পরে ইব্রাহীম্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবীমেলককে ও তাহার ভার্য্যাকে ও তাহার দাসীগণকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে তাহারা পুত্র প্রসব করিল। ১৮ কেননা পরমেশ্বর ইব্রাহীমের ভার্য্যা সারার নিমিত্তে অবীমেলকের গৃহস্থিতদের গর্ভ রোধ করিয়াছিলেন।

২১ অধ্যায়।

১ অপর পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে সারার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহার নিমিত্তে আপন প্রতিজ্ঞা সফল করিলেন। ২ তাহাতে সারা গর্ভবতী হইয়া ঈশ্বরোক্ত নিরূপিত সময়ে বৃদ্ধ ইব্রাহীমের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল। ৩ তখন ইব্রাহীম সারার গর্ভজাত নিজ পুত্রের নাম ইস্হাক্ (হাস্য) রাখিল। ৪ পরে ঐ পুত্র ইস্হাকের আট দিন বয়স হইলে ইব্রাহীম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহার ত্বক্ছেদ করিল। ৫ ইব্রাহীমের এক শত বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পুত্র ইস্হাকের জন্ম হয়। ৬ অপর সারা কহিল, ঈশ্বর আমাকে হাস্য করাইলেন; ইহা শুনিয়া সকলেই আমার উদ্দেশে হাস্য করিবে। ৭ সে আরো কহিল, সারা বালকদিগকে স্তন পান করাইবে, এমন কথা ইব্রাহীমকে কে বলিতে পারিত? কেননা আমি এখন তাহার বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলাম। ৮ অপর বালক বড় হইয়া স্তন পান ত্যাগ করিল; এবং যে দিনে ইস্হাক্ স্তন পান ত্যাগ করিল, সেই দিনে ইব্রাহীম্ মহাভোজ প্রস্তুত করিল।

৯ অনন্তর মিস্রীয়া হাজিরা ইব্রাহীমের নিমিত্তে যে পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে পরিহাস করিতে দেখিয়া ইব্রাহীমকে কহিল, ১০ তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও; আমার পুত্র ইস্হাকের সহিত ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না। ১১ এই কথা শুনিয়া ইব্রাহীম্ আপন পুত্রের জন্যে অতি দুঃখিত হইল। ১২ কিন্তু ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, ঐ বালকের জন্যে ও তোমার ঐ দাসীর জন্য দুঃখিত হইও না; সারা তোমাকে যাহা কহিতেছে, তাহার সেই বাক্যে সম্মত হও; কেননা ইস্হাক্হইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে। ১৩ আর ঐ দাসীপুত্র তোমার সন্তান, এই জন্যে আমি তাহাইতেও এক জাতি উৎপন্ন করিব। ১৪ অতএব ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাজিরার স্কন্ধে দিয়া বালককে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া বেরশেবা নামক প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ১৫ পরে কুপার জল শেষ হইলে হাজিরা এক ঝোপের নীচে বালককে রাখিয়া ১৬ আপনি তাহার

সম্মুখহইতে এক তীর দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল, বালকের মৃত্যু আমি দেখিব না। অতএব সে তাহার সম্মুখহইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১৭ তখন ঈশ্বর বালকের রব শুনিলেন; তাহাতে ঈশ্বরের দূত আকাশহইতে হাজিরাকে কহিলেন, হে হাজিরা, তোমার কি হইল? ভয় করিও না, ঈশ্বর স্বস্থানে থাকিয়া ঐ বালকের রোদন শুনিলেন। ১৮ তুমি উঠিয়া বালককে তুলিয়া হস্তে ধর; আমি তাহাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব। ১৯ তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক কুপা জলে পূরিয়া বালককে পান করাইল। ২০ পরে ঈশ্বর সেই বালকের সাহায্য করাতে সে বড় হইল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল। ২১ পারণ্ নামক প্রান্তরে তাহার বসতি ছিল। পরে তাহার মাতা মিসর্ দেশীয় কোন কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল।

২২ ঐ সময়ে অবীমেলক্ এবং ফীখোল্ নামে তাহার সেনাপতি ইব্রাহীমকে কহিল, তুমি যে কিছু কর, সেই সকলেতে ঈশ্বর তোমার সহায় আছেন। ২৩ অতএব তুমি আমার প্রতি ও আমার পুত্র পৌত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবা না; এবং আমি তোমার প্রতি যেরূপ দয়া করিয়াছি, তুমিও আমার প্রতি ও তোমার প্রবাসস্থান এই দেশের প্রতি তদ্রূপ দয়া করিবা, আমার কাছে ঈশ্বরের দিব্য করিয়া এই কথা বল। ২৪ তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, ভাল, দিব্য করিব। ২৫ কিন্তু অবীমেলকের ভৃত্যগণ ইব্রাহীমের এক সজল কূপ বলেতে অধিকার করিয়াছিল, এই জন্যে ইব্রাহীম্ অবীমেলককে অনুযোগ করিল। ২৬ তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, এই কর্ম্ম কে করিয়াছে, তাহা আমি জানি না, তুমিও আমাকে জানাও নাই; এবং আমিও কেবল অদ্য এ কথা শুনিলাম। ২৭ পরে ইব্রাহীম্ মেষ ও গোরু লইয়া অবীমেলককে দিল, এবং উভয়ে এক নিয়ম স্থির করিল। ২৮ তৎকালে ইব্রাহীম্ পালহইতে সাতটী মেষবৎস পৃথক্ করিয়া রাখিলে অবীমেলক্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, ২৯ তুমি কি অভিপ্রায়ে এই সাত মেষবৎস পৃথক্ করিয়া রাখিলা? ৩০ ইব্রাহীম্ কহিল, আমি যে এই কূপ খুদিয়াছি, তাহার প্রমাণার্থে আমাহইতে এই সাত মেষবৎস তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ৩১ অতএব সেই স্থানের নাম বেরশেবা (দিব্যের কূপ) হইল, কেননা সেই স্থানে তাহারা উভয়ে দিব্য করিল। ৩২ এই রূপে তাহারা বেরশেবাতে নিয়ম স্থির করিলে পর অবীমেলক্ ও ফীখোল্ নামে তাহার সেনাপতি গাত্রোত্থান করিয়া পিলেষ্টীয়দের দেশে প্রত্যাগমন করিল।

৩৩ পরে ইব্রাহীম্ সেই বেরশেবার নিকটে উপবন প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে নিত্যস্থায়ি প্রভু পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিল। ৩৪ এবং ইব্রাহীম্ পিলেষ্টীয়দের দেশে বহু কাল পর্য্যন্ত প্রবাস করিল।

২২ অধ্যায়।

১ এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর ইব্রাহীমের পরীক্ষা লইলেন; ফলতঃ তিনি তাহাকে কহিলেন, হে ইব্রাহীম্। তাহাতে সে উত্তর করিল, দেখ, আমি উপস্থিত আছি। ২ তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে অর্থাৎ তোমার প্রিয় অদ্বিতীয় পুত্র ইস্হাক্কে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে পর্ব্বত আমি তোমাকে বলিব, সেই পর্ব্বতের উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। ৩ তাহাতে ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও ইস্হাক্ পুত্রকে সঙ্গে লইল, এবং হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ কাটিয়া যাত্রা করিয়া ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি গমন করিল। ৪ পরে তৃতীয় দিবসে ইব্রাহীম্ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দূরহইতে সেই স্থান দেখিল। ৫ তখন ইব্রাহীম্ ঐ দাসদিগকে কহিল, তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত থাক; আমি ও বালক আমরা দুই জন ঐ স্থানে গিয়া আরাধনা করি, পশ্চাৎ তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। ৬ তখন ইব্রাহীম্ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্হাকের স্কন্ধে দিয়া নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়্গ লইল; পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেল। ৭ অপর ইস্হাক্ আপন পিতা ইব্রাহীমকে কহিল, হে আমার পিতঃ। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আমার পুত্র, আমি উপস্থিত আছি। তখন সে জিজ্ঞাসিল, এই দেখ অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের মেষশাবক কোথায়? ৮ তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, হে আমার পুত্র, ঈশ্বর আপনি হোমার্থে মেষশাবক লক্ষ্য করিবেন। পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেল। ৯ অপর ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে ইব্রাহীম সেখানে এক যজ্ঞবেদি করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সাজাইয়া ইস্হাক পুত্রকে বান্ধিয়া বেদির কাষ্ঠোপরি রাখিল। ১০ পরে ইব্রাহীম্ হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিল। ১১ এমন সময়ে আকাশহইতে পরমেশ্বরের দূত, হে ইব্রাহীম্, হে, বলিয়া ডাকিলে সে কহিল, আমি উপস্থিত আছি। ১২ তাহাতে তিনি কহিলেন, ঐ বালকের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিও না; উহার প্রতি কিছুই করিও না; তুমি ঈশ্বরভক্ত, আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকেও আমাকে দিতে অসম্মত নহ, ইহা আমি এখন বুঝিলাম। ১৩ তখন ইব্রাহীম্ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আপন পশ্চাদ্দিগে ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষ দেখিল; তাহাতে ইব্রাহীম্ গিয়া সেই মেষকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে তাহাকে হোমার্থে বলিদান করিল। ১৪ এবং ইব্রাহীম্ সেই স্থানের

নাম যিহোবা-যিরি (পরমেশ্বর দেখিবেন) রাখিল। এই জন্যে অদ্যাপি লোকেরা কহে, পরমেশ্বরের পর্ব্বতে লক্ষ্য করা যাইবে।

১৫ অপর পরমেশ্বরের দূত আকাশহইতে ইব্রাহীমকে দ্বিতীয় বার ডাকিয়া কহিলেন, পরমেশ্বর কহিতেছেন, ১৬ তুমি আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলা না, তোমার এই কার্য্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, ১৭ আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের নগর অধিকার করিবে। ১৮ এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার বংশেতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে; কারণ তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ। ১৯ পরে ইব্রাহীম্ সেই দাসদের নিকটে ফিরিয়া গেলে তাহারা সকলে উঠিয়া একত্র বেরশেবাতে গেল। এবং ইব্রাহীম্ বেরশেবাতে বসতি করিল।

২০ ঐ ঘটনার পরে ইব্রাহীমের নিকটে এই সমাচার আইল, দেখ, তোমার নাহোর্ নামক ভ্রাতার ঔরসে মিল্কার গর্ব্ভে পুত্রগণ জন্মিয়াছে; ২১ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঊষ্ ও তাহার ভ্রাতা বূষ্ ও অরামের পিতা কিমূয়েল। ২২ এবং কেষদ্ ও হসো ও পিল্দশ্ ও যিদ্লফ্ ও বিথূয়েল্। ২৩ ঐ বিথূয়েলের কন্যা রিব্কা। এই আট জন ইব্রাহীমের নাহোর্ নামক ভ্রাতাহইতে মিল্কার গর্ব্ভে জন্মিল। ২৪ এবং নাহোরের রূমা নামে উপপত্নীর গর্ব্ভে টেবহ ও গহম্ ও তহশ্ এবং মাখা জন্মিল।

২৩ অধ্যায়।

১ সারার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতাইশ বৎসর ছিল; তাহার আয়ু এত বৎসর হইলে ২ সে কিনানদেশস্থ কিরিয়থর্ব্বে অর্থাৎ হিব্রোণে মরিল। তাহাতে ইব্রাহীম্ সারার নিমিত্তে শোক ও বিলাপ করিতে ভিতরে গেল। ৩ পরে ইব্রাহীম্ মৃত স্ত্রীর নিকটহইতে উঠিয়া গিয়া হেতের সন্তানদিগকে কহিল, ৪ আমি তোমাদের মধ্যে বিদেশী ও প্রবাসী; তোমাদের মধ্যে আমাকে কবরস্থানের অধিকার দেও, তাহাতে আমি আপন দৃষ্টিগোচরহইতে মৃত স্ত্রীকে কবর দিব। ৫ তখন হেতের সন্তানেরা ইব্রাহীমকে উত্তর করিল, ৬ হে প্রভো, আমাদের কথা শুনুন; আপনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরনিযুক্ত রাজাস্বরূপ; আপনকার মৃত ভার্য্যাকে আমাদের কবরস্থানের মধ্যে উত্তম কবরে রাখুন, আপনকার মৃত ভার্য্যাকে কবর দেওনার্থে আমাদের কেহ নিজ কবর অস্বীকার করিবে না। ৭ তখন ইব্রাহীম্ উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগকে অর্থাৎ হেতের সন্তানগণকে নমস্কার ৮ ও সম্ভাষ করিয়া কহিল, আমার দৃষ্টিহইতে মৃত স্ত্রীকে কবরে রাখিতে যদি তোমাদের সম্মতি হয়, তবে আমার কথা শুন। তোমরা আমার জন্যে সোহরের পুত্র ইফ্রোণের স্থানে নিবেদন কর; ৯ মক্পেলাতে তাঁহার ক্ষেত্রের অন্তে এক গুহা আছে; তোমাদের মধ্যে আমার কবরস্থানের অধিকারার্থে তিনি আমাকে তাহাই দিউন; তাহার যত মূল্য, তত লইয়া দিউন। ১০ ঐ ইফ্রোণ্ তখন হেতীয় সন্তানদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিল; অতএব হেতের যত সন্তান তাহার ঐ নগরদ্বারে প্রবেশ করিত, তাহাদের কর্ণগোচরে সেই হেতীয় ইফ্রোণ্ ইব্রাহীমকে উত্তর করিল, ১১ হে আমার প্রভো, আমার কথা শুনুন, আমি সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তি গুহা আপনকাকে দান করিলাম; আমি নিজ লোকদের সাক্ষাতেই আপনকাকে তাহা দিলাম, আপনি নিজ মৃত স্ত্রীকে কবরে দিউন। ১২ তাহাতে ইব্রাহীম্ তদ্দেশীয় লোকদের সাক্ষাতে প্রণাম করিল, ১৩ ও তদ্দেশীয় সকলের কর্ণগোচরে ইফ্রোণকে কহিল, আমার বাক্য যদি আপনকার গ্রাহ্য হয়, তবে নিবেদন করি, আমি সেই ক্ষেত্রের মূল্য দি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন, পরে আমি সে স্থানে মৃত স্ত্রীর কবর দিব। ১৪ তাহাতে ইফ্রোণ্ ইব্রাহীমকে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, আমার কথা শুনুন, ১৫ সেই ভূমির মূল্য চারি শত রৌপ্যমুদ্রামাত্র; ইহাতে আপনকার ও আমার কি হইতে পারে? অতএব আপনি নিজ মৃত স্ত্রীকে কবরে দিউন। ১৬ ইফ্রোণের এমত কথা শুনিয়া ইব্রাহীম্ হেতের সন্তানদের কর্ণগোচরে ইফ্রোণ্ কর্তৃক উক্ত সংখ্যানুসারে বণিক্দের মধ্যে চলিত চারি শত রৌপ্যমুদ্রা তোল করিয়া ইফ্রোণকে দিল। ১৭ অতএব মম্রির পূর্ব্বে মক্পেলায় ইফ্রোণের যে ক্ষেত্র ছিল, সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তি গুহা ও সেই ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল, অর্থাৎ তাহার চতুঃসীমান্তর্গত বৃক্ষসমূহ, ১৮ এই সকলেতে হেতের সন্তানদের অর্থাৎ তাহার ঐ নগরদ্বারে প্রবেশকারি সকলের সাক্ষাতে ইব্রাহীমের স্বত্বাধিকার স্থির করা গেল। ১৯ অনন্তর ইব্রাহীম্ মম্রির পূর্ব্বে মক্পেলা ক্ষেত্রে স্থিত গুহাতে আপন ভার্য্যা সারার কবর দিল। সেই স্থান কিনানদেশস্থ হিব্রোন্। ২০ এই রূপে কবরস্থানের অধিকারার্থে সেই ক্ষেত্রে ও তন্মধ্যস্থিত গুহাতে ইব্রাহীমের অধিকার হেতের সন্তানগণকর্তৃক স্থিরীকৃত হইল।

২৪ অধ্যায়।

১ তৎকালে ইব্রাহীম্ বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিল; এবং পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে সর্ব্ব বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ২ অতএব সে আপন গৃহের সর্ব্বাধ্যক্ষ বৃদ্ধ ভৃত্যকে কহিল, বিনয় করি, তুমি আমার জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া ৩ আমার কাছে স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এই দিব্য কর, আমি যে কিনানীয় লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে তাহাদের কোন কন্যা

গ্রহণ না করিয়া ৪ আমার দেশে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্র ইস্‌হাকের জন্যে কন্যা আনিবা। ৫ তখন সেই ভৃত্য তাহাকে কহিল, যদি কোন কন্যা আমার সহিত এই দেশে আসিতে সম্মতা না হয়, তবে কি করিব? তুমি যে দেশ-হইতে আসিয়াছ, তোমার পুত্রকে লইয়া কি আর বার সেই দেশে উপস্থিত করিব? ৬ তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, সাবধান, কোন ক্রমে আমার পুত্রকে লইয়া আর বার সেখানে উপস্থিত করিও না। ৭ যিনি আমাকে পৈতৃক বাটী ও জন্মদেশের মধ্য-হইতে আনিয়াছেন, এবং আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এমত দিব্য করিয়াছেন; সেই স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর তোমার অগ্রে আপন দূত পাঠাইবেন; তাহাতে তুমি আমার পুত্রের বিবা-হের জন্যে এক কন্যা আনিতে পারিবা। ৮ যদি কোন কন্যা তোমার সহিত আসিতে সম্মতা না হয়, তবে তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা; কিন্তু আ-মার পুত্রকে লইয়া আর বার সে দেশে উপস্থিত করিও না। ৯ তাহাতে সেই ভৃত্য আপন প্রভু ইব্রা-হীমের জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া তদ্বিষয়ে দিব্য করিল।

১০ পরে সেই ভৃত্য আপন প্রভুর উষ্ট্রগণের মধ্যহইতে দশ উষ্ট্র ও প্রভুর নানাবিধ উত্তম দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রস্থান করিয়া অরাম-নহরয়িম্ দেশের নাহোর্ নগরে যাত্রা করিল। ১১ পরে সন্ধ্যাকালে যে সময়ে যুবতীগণ জল তুলিতে আইসে, তৎকালে সে নগরের বাহিরে কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে বসাইয়া রাখিল, ১২ এবং এই প্রার্থনা করিল, হে আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর, আমি প্রার্থনা করি, আমার প্রভু ইব্রাহীমের প্রতি দয়া করিয়া অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। ১৩ দেখ, আমি এই কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, এবং এই নগরবাসিদের কন্যাগণ জল তুলিতে আসি-তেছে; ১৪ অতএব তুমি আপন কলশ নামাইয়া আমাকে জল পান করাও, এই কথা কোন কন্যাকে কহিলে সে যদি বলে, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রগণকেও পান করাইব, তবে সে তোমার ভৃত্য ইস্‌হাকের জন্যে তোমার নিরূপিত কন্যা হউক, তাহাতে তুমি আমার প্রভুর প্রতি দয়া করিতেছ, ইহা আমি জানিব,।

১৫ এই কথা কহিতে ২ ইব্রাহীমের নাহোর নামক ভ্রাতার স্ত্রী মিল্‌কার গর্ব্ভজাত যে বিথূয়েল্, তাহার কন্যা রিব্‌কা স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে আইল। ১৬ সেই কন্যা পরম সুন্দরী ও অবিবা-হিতা ছিল, এবং কোন পুরুষের উপভুক্তা নহে। সে কূপে নামিয়া কলশ পূরিয়া উঠিয়া আসি-তেছে, ১৭ এমন সময়ে সেই ভৃত্য দৌড়িয়া তা-হার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, তোমার কলশহইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। ১৮ তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, পান কর; ইহা বলিয়া সে শীঘ্র কলশ হাতের উপরে নামাইয়া তাহাকে পান করিতে দিল। ১৯ এবং তাহাকে পান করাইয়া কহিল, যাবৎ তোমার সকল উষ্ট্রের পান সমাপ্ত না হয়, তাবৎ আমি তাহাদের জন্যেও জল তুলিব। ২০ তা-হাতে সে শীঘ্র নিপানে কলশের জল ঢালিয়া পুনশ্চ জল তুলিতে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাবৎ উষ্ট্রের নিমিত্তে জল তুলিল। ২১ তাহাতে সে পুরুষ তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া নীরব থাকিয়া, পরমেশ্বরকর্তৃক আপনার যাত্রা সফল হইবে কি না, তাহা ভাবিতে লাগিল। ২২ উষ্ট্র সকল জল পান করিলে পর সেই পুরুষ তাহার জন্যে অর্দ্ধতোলা পরিমিত সুবর্ণের নথ, এবং দশ তোলা পরিমিত সুবর্ণের দুই হস্তের বালা লইয়া ২৩ কহিল, নিবেদন করি, তুমি কাহার কন্যা? তাহা আমাকে বল। আমাদের রাত্রি যাপনার্থে কি তোমার পিতার বাটীতে স্থান আছে? ২৪ তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরের ঔরসে মিল্‌কার গর্ব্ভে জাত যে বিথূয়েল্ তাহার কন্যা আমি। ২৫ সে আরো কহিল, পোয়াল ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, এবং রাত্রি যাপনার্থে স্থানও আছে। ২৬ তখন সে ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া পরমে-শ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল, ২৭ আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য হউন, কেননা তিনি আমার স্বামির প্রতি দয়া ও সত্যাচরণ করিতে নিবৃত্ত হন নাই; এবং পরমেশ্বর আমাকেও পথ-ঘটনাতে আমার প্রভুর জ্ঞাতির বাটীতে আনিলেন।

২৮ অপর সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন মাতার গৃহের লোকদিগকে ঐ কথা জানাইল। ২৯ সেই রিব্‌কার লাবন নামে এক ভ্রাতা ছিল; সেই লাবন্ ঐ মনুষ্যের অন্বেষণে বাহিরে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গেল। ৩০ ফলতঃ সেই ব্যক্তি আমাকে এই ২ কথা কহিল, আপন ভগিনী রিব্‌-কার প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া এবং ভগিনীর নথ ও হস্তে বালা দেখিয়া সে সেই পুরুষের নিকটে গিয়া কূপের সমীপে উষ্ট্রদের সহিত তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ৩১ কহিল, হে পরমেশ্বরের অনু-গৃহীত লোক, আইস, কেন বাহিরে দাড়াইয়া আছ? ঘর প্রস্তুত আছে, এবং উষ্ট্রদেরও স্থান আছে। ৩২ তাহাতে ঐ মনুষ্য ঘরে প্রবেশ করিয়া উষ্ট্রদের সজ্জা খুলিলে সে উষ্ট্রদিগকে পোয়াল ও কলাই দিয়া তাহার ও তৎসঙ্গি লোকদের পাদ-প্রক্ষালনার্থে জল দিল। ৩৩ পরে তাহার সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য স্থাপিত হইলে সে কহিল, বক্তব্য কথা না বলিয়া আমি আহার করিব না। তাহাতে লাবন্ কহিল, কহ। ৩৪ তখন সে কহিতে লাগিল, আমি ইব্রাহীমের ভৃত্য; ৩৫ পরমেশ্বরের মহা-শীর্ব্বাদে আমার প্রভু বড় মানুষ হইয়াছেন, এবং পরমেশ্বর তাঁহাকে পাল২ মেষ ও গবাদি এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং দাস ও দাসী দিয়াছেন। ৩৬ এবং আমার প্রভুর পত্নী

সারা বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার জন্যে এক পুত্র প্রসব করিয়াছে, তাহাকেই তিনি আপন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। ৩৭ আর আমার প্রভু আমাকে এই দিব্য করাইয়া কহিলেন, আমি যাহাদের দেশে বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে সেই কিনান্ দেশীয়দের কোন কন্যাকে লইও না; ৩৮ কিন্তু আমার পৈতৃক বাটীতে জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া তথাহইতে আমার পুত্রের জন্যে কন্যা আনিও। ৩৯ তখন আমি প্রভুকে কহিলাম, যদি কোন কন্যা আমার সঙ্গে না আইসে? ৪০ তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি যে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে যাতায়াত করি, তিনি তোমার সঙ্গে আপন দূত পাঠাইয়া তোমার যাত্রা সফল করিবেন; ৪১ তাহাতে তুমি আমার পৈতৃক বাটীর জ্ঞাতিদের হইতে আমার পুত্রের জন্যে কন্যা আনিবা। তথায় না গেলে তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা না; কিন্তু আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গেলে তাহারা যদি কন্যা না দেয়, তবে তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা। ৪২ অতএব অদ্য আমি যখন ঐ কূপের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন এই প্রার্থনা করিলাম, হে আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি যদি আমার কৃত এই যাত্রা সফল কর, ৪৩ তবে দেখ, আমি এখন এই সজল কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি; অতএব তোমার কলশহইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও, এই কথা আমি জল তুলিবার নিমিত্তে আগত কোন কন্যাকে কহিলে ৪৪ সে যদি বলে, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রদের জন্যেও জল তুলিয়া দিব; তবে সে পরমেশ্বর কর্তৃক আমার প্রভুর পুত্রের জন্যে নিরূপিতা কন্যা হউক। ৪৫ এই কথা আমি মনে২ কহিতেছিলাম, ইতিমধ্যে রিব্কা স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে আইল; পরে সে কূপে নামিয়া জল তুলিলে আমি কহিলাম, বিনয় করি, আমাকে জল পান করাও। ৪৬ তাহাতে সে শীঘ্র স্কন্ধহইতে কলশ নামাইয়া কহিল, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করিতে দিব; তখন আমি পান করিলে পর সে উষ্ট্রগণকেও পান করাইল। ৪৭ পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কাহার কন্যা? তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরের ঔরসে মিল্কার গর্ভজাত যে বিথূয়েল্, তাহার কন্যা আমি। তখন তাহার নাসিকাতে নথ ও হস্তে বালা পরাইলাম। ৪৮ এবং যিনি আমার প্রভুর পুত্রের জন্যে তাহার ভ্রাতৃকন্যা গ্রহণার্থে আমাকে প্রকৃত পথে আনিলেন, আমার স্বামি ইব্রাহীমের সেই প্রভু পরমেশ্বরকে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভজন ও ধন্যবাদ করিলাম। ৪৯ অতএব তোমরা যদি এখন আমার প্রভুর প্রতি দয়া ও বিশ্বস্ততা করিতে চাহ, তবে তাহা বল; আর যদি না চাহ, তাহাও বল; তাহাতে আমি দক্ষিণে কিম্বা বামে যাইতে পারিব। ৫০ তখন লাবন্ ও বিথূয়েল্ উত্তর করিল, পরমেশ্বরহইতে এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি না। ৫১ ঐ দেখ, রিব্কা তোমার সম্মুখে উপস্থিতা আছে; উহাকে লইয়া প্রস্থান কর; তাহাতে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে সে তোমার প্রভুর পুত্রের ভার্য্যা হউক। ৫২ তাহাদের এই রূপ কথা শুনিবামাত্র ইব্রাহীমের ভৃত্য ভূমিষ্ঠ হইয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিল। ৫৩ পরে সেই ভৃত্য রূপার ও সুবর্ণের অভরণ ও বস্ত্র বাহির করিয়া রিব্কাকে দিল, এবং তাহার ভ্রাতাকে ও মাতাকে বহুমূল্য দ্রব্য দিল। ৫৪ পরে সে ও তাহার সঙ্গিগণ ভোজন পান করিয়া রাত্রিতে তথায় বাস করিল।

অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে উঠিলে সেই ভৃত্য কহিল, আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। ৫৫ তাহাতে রিব্কার ভ্রাতা ও মাতা কহিল, এই কন্যা আমাদের নিকটে কিছু দিন থাকুক, একান্তপক্ষে দশ দিন থাকুক, পরে যাইবে। ৫৬ কিন্তু সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে বিলম্ব করাইও না, কেননা পরমেশ্বর আমার যাত্রা সফল করিলেন; তোমরা প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। ৫৭ তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা কন্যাকে ডাকিয়া তাহাকে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করি। ৫৮ পরে তাহারা রিব্কাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি কি এই ব্যক্তির সহিত যাইবা? তাহাতে সে কহিল, যাইব। ৫৯ তখন তাহারা রিব্কা ভগিনীকে ও তাহার ধাত্রীকে ও ইব্রাহীমের ভৃত্যকে ও তাহার লোকদিগকে বিদায় করিয়া ৬০ রিব্কাকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, তুমি আমাদের ভগিনী, সহস্র২ লোকের জননী হও; তোমার বংশ আপন শত্রুগণের নগর অধিকার করুক। ৬১ পরে রিব্কা ও তাহার দাসীগণ উঠিয়া উষ্ট্রারোহণ করিয়া সেই মনুষ্যের পশ্চাৎ যাত্রা করিল। এই রূপে সেই ভৃত্য রিব্কাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

৬২ তৎকালে ইস্হাক্ দক্ষিণ দেশে বাস করাতে বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ৬৩ এবং সন্ধ্যাকালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিল, পরে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া উষ্ট্রগণকে আসিতে দেখিল। ৬৪ তাহাতে রিব্কা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ইস্হাককে দেখিয়া উষ্ট্রহইতে নামিয়া ৬৫ সেই ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিতেছে, ঐ পুরুষ কে? তাহাতে ভৃত্য কহিল, উনি আমার প্রভু। অতএব রিব্কা আবরক লইয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিল। ৬৬ পরে সেই ভৃত্য ইস্হাককে আপন কৃত কর্ম্মের তাবৎ বিবরণ কহিল; ৬৭ তখন ইস্হাক্ রিব্কাকে গ্রহণ করিয়া সারা মাতার তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করিল এবং তাহার প্রতি প্রেম করিল। তাহাতে ইস্হাক্ মাতৃমরণশোকহইতে সান্ত্বনা পাইল।

২৫ অধ্যায়।

১ পরে ইব্রাহীম্ কিটূরা নাম্নী আর এক স্ত্রীকে
বিবাহ করিলে ২ তাহার গর্ব্ভে সিম্রণ্ ও যক্ষন্ ও
মিদান্ ও মিদিয়ন্ ও যিশ্‌বক্ ও শূহ, এই সকল
পুত্র জন্মিল। ৩ ঐ যক্ষণের ঔরসে শিবা ও দিদন্
জন্মিল। ঐ দিদন্ অশূরীয়দের ও লিটূশীয়দের ও
লিয়ূম্মীয়দের আদিপিতা ছিল। ৪ এবং মিদিয়-
নের পুত্র ঐফা ও এফর্ ও হনোক্ ও অবীদ্ ও
ইল্‌দায়া; এই সকল কিটূরার বংশ। ৫ পরে ইব্রা-
হীম্ ইস্‌হাককে আপন সর্ব্বস্ব দিল, ৬ কিন্তু আ-
পন উপপত্নীদের সন্তানদিগকে কিঞ্চিৎ ২ দিয়া
আপনার জীবদ্দশাতেই ইস্‌হাকের নিকটহইতে
তাহাদিগকে পূর্ব্বদিক্স্থ পূর্ব্বদেশে থাকিতে বিদায়
করিল। ৭ ইব্রাহীমের আয়ুর পরিমাণ এক শত
পঁচাত্তর বৎসর; সে এত বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থা-
কিল। ৮ পরে ইব্রাহীম্ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ
বৃদ্ধাবস্থাতে প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের
নিকটে সংগৃহীত হইল। ৯ অপর তাহার পুত্র ইস্-
হাক্ ও ইস্‌মায়েল মম্রির পূর্ব্বে হেতীয় সোহরের
পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রে স্থিত মক্‌পেলা গুহাতে তা-
হার কবর দিল। ১০ কেননা ইব্রাহীম্ হেতীয় সন্তা-
নদের কাছে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিল। সেই
স্থানে ইব্রাহীমের ও তাহার ভার্য্যা সারার কবর
দেওয়া গেল।

১১ ইব্রাহীমের মৃত্যু হইলে পরে ঈশ্বর তাহার
পুত্র ইস্‌হাককে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাহাতে
ইস্‌হাক বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে বাস করিতে
লাগিল।

১২ সারার দাসী মিস্রীয়া হাজিরার গর্ব্ভজাত ইস্-
মায়েল্ নামে ইব্রাহীমের যে পুত্র, তাহার বংশা-
বলি। ১৩ নাম ও গোষ্ঠ্যনুসারে ইস্‌মায়েলের সন্তান-
দের নাম এই। ইস্‌মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবা-
য়োৎ, পরে কেদর্ ও অদ্‌বেল্ ও মিব্‌সম্ ১৪ ও
মিশ্‌ম ও দূমা ও মসা ১৫ ও হদদ্ ও তেমা ও
যিটূর্ ও নাফীশ্ ও কেদিমা। ১৬ এই সকল ইস্-
মায়েলের পুত্র; ও তাহাদের নামানুসারে তাহাদের
নগর ও গড় ছিল; এবং তাহারা আপন ২ জাত্যনু-
সারে দ্বাদশ অধ্যক্ষ ছিল। ১৭ ইস্‌মায়েলের আয়ুর
পরিমাণ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল; পরে সে
প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সং-
গৃহীত হইল। ১৮ অপর তাহার সন্তানগণ হবীলা
ও মিসরের পূর্ব্বস্থিত শূর্ অবধি অশূরিয়ার দিগে
বসতি করিল; এই রূপে সে আপন তাবৎ ভ্রাতৃ-
গণের সম্মুখস্থ বসতিস্থান পাইল।

১৯ ইব্রাহীমের পুত্র ইস্‌হাকের বংশাবলি। ইব্রা-
হীমের পুত্র ইস্‌হাক্; ২০ ঐ ইস্‌হাক্ চল্লিশ বৎসর
বয়ঃক্রমে অরামীয় বিথূয়েলের কন্যা অর্থাৎ অরা-
মীয় লাবনের ভগিনী রিব্‌কাকে পদ্দন-অরামহইতে
আনাইয়া বিবাহ করিল। ২১ ইস্‌হাকের সেই ভার্য্যা
বন্ধ্যা হওয়াতে সে তাহার নিমিত্তে পরমেশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার
প্রার্থনা শুনিলে তাহার স্ত্রী রিব্‌কা গর্ব্ভবতী হইল।
২২ পরে তাহার গর্ব্ভমধ্যে পুত্রেরা জড়াজড়ি করিলে,
আমার এমন কেন হইল? এরূপ কি হইয়া থাকে?
ইহা ভাবিয়া সে পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে
গেল। ২৩ তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন,
তোমার গর্ব্ভে দুই জাতি আছে, ও তোমার উদর-
হইতে দুই প্রকার লোক নিঃসৃত হইবে; তাহার
এক অন্যাপেক্ষা বলবান হইবে, ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের
সেবা করিবে। ২৪ পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে
তাহার গর্ব্ভহইতে যমজপুত্র জন্মিল। ২৫ তাহার
জ্যেষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের ন্যায়
ছিল। এই জন্যে তাহার নাম এষৌ (লোমব্যাপ্ত)
রাখা গেল। ২৬ পরে তাহার পাদমূল ধরিয়া তাহার
অনুজ ভূমিষ্ঠ হইল। অতএব তাহার নাম যাকূব
(পদগ্রাহী) হইল। ইস্‌হাকের ষষ্টি বৎসর বয়সের
সময়ে এই যমজপুত্র হইল।

২৭ পরে বালকেরা বড় হইলে এষৌ মৃগয়াতে
নিপুণ ও প্রান্তরবাসী হইল। কিন্তু যাকূব্ মৃদু ও
তাম্বুগৃহবাসী হইল। ২৮ ইস্‌হাক্ মৃগমাংস অতি
সুস্বাদু বোধ করাতে এষৌকে ভাল বাসিত, কিন্তু
রিব্‌কা যাকূবকে ভাল বাসিত। ২৯ এক দিন যাকূব্
দাইল পাক করিলে এষৌ ক্লান্ত হইয়া ক্ষেত্রহইতে
আসিয়া ৩০ যাকূবকে কহিল, আমি ক্লান্ত হইয়াছি,
বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা কি? ঐ রাঙ্গাদ্বারা আমাকে
আপ্যায়িত কর। এই জন্যে তাহার নাম ইদোম্
(রাঙ্গা) বিখ্যাত হইল। ৩১ তখন যাকূব্ কহিল,
অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে বিক্রয় কর।
৩২ এষৌ উত্তর করিল, দেখ, আমি মৃতকল্প,
জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি ফল? যাকূব্ কহিল, তুমি
অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। ৩৩ তাহাতে সে তাহার
কাছে দিব্য করিল। এই রূপে আপন জ্যেষ্ঠাধিকার
যাকূবকে বিক্রয় করিলে ৩৪ যাকূব্ এষৌকে রুটী ও
মসূরের রান্ধা দাইল দিল; তাহাতে সে ভোজন
পানানন্তর উঠিয়া চলিয়া গেল। এই রূপে এষৌ
আপন জ্যেষ্ঠাধিকার হেয়জ্ঞান করিল।

২৬ অধ্যায়।

১ পূর্ব্বে ইব্রাহীম্ বর্ত্তমান থাকিতে যেরূপ দুর্ভিক্ষ
হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই দেশে আর বার দুর্ভিক্ষ উপ-
স্থিত হইলে ইস্‌হাক্ গিরর দেশে পিলেষ্টীয়দের
রাজা অবীমেলকের কাছে গেল। ২ পরমেশ্বর তা-
হাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি মিসরদেশে যা-
ইও না, আমি তোমাকে যে দেশ বলিব, তাহাতে
বাস কর। ৩ তুমি এই দেশে প্রবাস কর; তাহাতে
আমি তোমার সহায় হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করিব, এবং তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত
দেশ দিয়া তোমার পিতা ইব্রাহীমের নিকটে আপন
কৃত দিব্যের নিয়ম সফল করিব। ৪ আমি আকা-

শের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিয়া তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার বংশেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ৫ কারণ ইব্রাহীম্ আমার বাক্য মানিয়া আমার বিধান ও আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিয়াছে। ৬ পরে ইস্হাক্ গিররে বাস করিল। ৭ তাহাতে সে স্থানের লোকেরা তাহার ভার্য্যার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, উনি আমার ভগিনী। কেননা রিব্কা পরমসুন্দরী হওয়াতে তথাকার লোকেরা তাহার নিমিত্তে আমাকে বধ করিবে, এই ভাবনাতে সে তাহাকে ভার্য্যা কহিতে ভয় করিল। ৮ কিন্তু সে স্থানে বহুকাল বাস করিলে পর কোন সময়ে পিলেষ্টীয় রাজা অবীমেলক বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ইস্হাককে আপন ভার্য্যা রিব্কার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিল। ৯ অতএব অবীমেলক্ ইস্হাককে ডাকাইয়া কহিল, ঐ স্ত্রী অবশ্য তোমার ভার্য্যা; তবে তুমি ভগিনী বলিয়া তাহার পরিচয় কেন দিয়াছিলা? তখন ইস্হাক্ উত্তর করিল, কি জানি, তাহার জন্যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহা ভাবিয়াছিলাম। ১০ তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, তুমি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? কোন লোক তোমার ভার্য্যার সহিত অনায়াসে শয়ন করিতে পারিত; তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে দোষগ্রস্ত করিতা। ১১ পরে অবীমেলক্ সকল লোকের প্রতি এই আজ্ঞা দিল, যে কেহ ঐ মনুষ্যকে কিম্বা তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে, সে বধ্য হইবে।

১২ অনন্তর ইস্হাক্ সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই বৎসরে শত গুণ লভ্য করিল। ১৩ এই রূপে সে বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং উত্তর২ উন্নত হইয়া অতি মহান্ হইল। ১৪ ফলতঃ তাহার পাল২ গোরু ও মেষ এবং অনেক দাস দাসী হইল, তাহাতে পিলেষ্টীয় লোকেরা তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। ১৫ এবং তাহার পিতা ইব্রাহীমের সময়ে তাহার দাসগণ যে২ কূপ খুদিয়াছিল, পিলেষ্টীয় লোকেরা মৃত্তিকাদ্বারা সে সকল বুজাইয়া ফেলিল। ১৬ পরে অবীমেলক ইস্হাককে কহিল, তুমি আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান কর, কেননা তুমি আমাদের হইতে অতি বলবান হইয়াছ।

১৭ পরে ইস্হাক তথাহইতে যাত্রা করিয়া গিররের উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস করিল। ১৮ এবং তাহার পিতা ইব্রাহীমের বর্ত্তমান সময়ে খনিত যে২ জলের কূপ ইব্রাহীমের মৃত্যুর পরে পিলেষ্টীয়েরা বুজাইয়াছিল, সেই সকল ইস্হাক আর বার খুদিয়া আপন পিতৃদত্ত নাম পুনর্ব্বার রাখিল। ১৯ অপর সেই উপত্যকাতে ইস্হাকের দাসগণ খুদিয়া জলের উনুইবিশিষ্ট এক কূপ পাইল। ২০ তাহাতে গিররু দেশীয় পশুপালকেরা ইস্হাকের পশুপালকদের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, এই জল আমাদের; অতএব ইস্হাক্ সেই কূপের নাম এষক্ (বিবাদ) রাখিল, যেহেতুক তাহারা তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছিল। ২১ পরে তাহার দাসগণ আর এক কূপ খুদিলে তাহারা তন্নিমিত্তেও বিবাদ করিল; তাহাতে ইস্হাক্ তাহার নাম সিট্না (বিপক্ষতা) রাখিল। ২২ এবং তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিল, তাহার নিমিত্তে তাহারা বিবাদ না করাতে সে তাহার নাম রিহোবোৎ (প্রশস্ত স্থান) রাখিয়া কহিল, এখন পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন, আমরা দেশে বর্দ্ধিষ্ণু হইব। ২৩ অনন্তর সে তথাহইতে বেরশেবাতে গেলে ২৪ সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতা ইব্রাহীমের ঈশ্বর, ভয় করিও না, আমি আপন দাস ইব্রাহীমের অনুরোধে তোমার সহায় থাকিব, ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার বংশবৃদ্ধি করিব। ২৫ পরে ইস্হাক্ সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিল। পরে সে সেই স্থানে তাম্বু স্থাপন করিলে তাহার দাসগণ এক কূপ খুদিল।

২৬ অনন্তর অবীমেলক্ অহুষৎ নামক আপন মিত্রকে ও ফীখোল্ নামক সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া গিররহইতে ইস্হাকের নিকটে যাত্রা করিলে ২৭ সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া আপনাদের মধ্যহইতে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলা, এখন আমার কাছে কি নিমিত্তে আইলা? ২৮ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, পরমেশ্বর তোমার সহায় আছেন, ইহা আমরা নিতান্ত বুঝিলাম, এই জন্যে কহিলাম, আমাদের সহিত তোমার এক শপথ হউক, ও আমাদের সহিত তোমার এক নিয়ম হউক। ২৯ আমরা যেমন তোমাকে স্পর্শ করি নাই, ও তোমার মঙ্গল ব্যতিরেকে কিছুই করি নাই, বরং তোমাকে শান্তিতে বিদায় করিয়াছি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের প্রতি হিংসা করিবা না; তুমিই এখন পরমেশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র আছ। ৩০ তখন ইস্হাক্ তাহাদের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করিলে তাহারা ভোজন পান করিল। ৩১ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর দিব্য করিল; তখন ইস্হাক্ তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা কুশলে তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

৩২ অপর সেই দিনে ইস্হাকের দাসগণ আসিয়া আপনাদের কৃত কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়া তাহাকে কহিল, জল পাইলাম। ৩৩ অতএব সে সেই কূপের নাম বের-শেবা (দিব্যের কূপ) রাখিল, এবং অদ্যাবধি সেই স্থানের নগর বেরশেবা নামে বিখ্যাত আছে।

৩৪ অনন্তর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিত্তীয় বেরির যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিত্তীয় এলোনের বাসিমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল। ৩৫ তাহারা ইস্হাকের ও রিব্কার মনের দুঃখদায়িকা হইল।

২৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইসহাক্ বৃদ্ধ হইলে চক্ষু নিস্তেজ হওন প্রযুক্ত স্পষ্ট রূপে দেখিতে পারিল না; সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডাকিয়া কহিল, হে আমার পুত্র। তাহাতে সে উত্তর করিল, দেখ, আমি উপস্থিত আছি। ২ তখন ইস্হাক্ কহিল, দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হইবে, তাহা জানি না। ৩ বিনয় করি, তুমি তূণ ও ধনুকাদি শস্ত্র লইয়া প্রান্তরে যাইয়া আমার জন্যে মৃগমাংস আন। ৪ এবং আমি যেরূপ ভাল বাসি, সেই মত সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার নিকটে আন; তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

৫ এষৌ পুত্রের সহিত ইস্হাকের এই কথোপকথন রিব্কা শুনিয়াছিল। অতএব এষৌ মৃগমাংস আনিবার নিমিত্তে মৃগয়া করিতে ক্ষেত্রে গেলে পর ৬ রিব্কা আপন পুত্র যাকূবকে কহিল, দেখ, তোমার এষৌ ভ্রাতার সহিত তোমার পিতার কথোপকথন আমি শুনিলাম; সে তাহাকে কহিল, ৭ তুমি আমার নিমিত্তে মৃগমাংস আনিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। ৮ অতএব হে আমার পুত্র, এখন আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, আমার সেই কথা শুন। ৯ তুমি পালে গিয়া তথাহইতে উত্তম দুইটা ছাগবৎস আন, তাহাতে তোমার পিতা যেরূপ ভাল বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য আমি পাক করিয়া দি। ১০ তুমি তাহা আপন পিতার নিকটে লইয়া যাও, তাহাতে সে তাহা ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। ১১ তখন যাকূব্ আপন মাতা রিব্কাকে কহিল, দেখ, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু আমি নির্লোম; ১২ ইহাতে যদি পিতা আমাকে স্পর্শ করিয়া প্রবঞ্চক জ্ঞান করেন, তবে আমি আপনার প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ বর্ত্তাইব। ১৩ কিন্তু তাহার মাতা কহিল, হে পুত্র, সেই অভিশাপ আমাতে বর্ত্তুক, কেবল আমার কথা মানিয়া পালে গিয়া ছাগবৎস আন।

১৪ তাহাতে যাকূব্ গিয়া তাহা লইয়া মাতার নিকটে আনিলে তাহার পিতা যেরূপ ভাল বাসে, মাতা সেই রূপ সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করিল। ১৫ অপর ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর যে২ উত্তম বস্ত্র ছিল, রিব্কা তাহা লইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকূবকে পরিধান করাইল। ১৬ এবং ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম্ম লইয়া তাহার হস্তে ও গলদেশে জড়াইয়া দিল। ১৭ এবং সেই পক্ক সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী আপন পুত্র যাকূবের হস্তে দিল। ১৮ তখন যাকূব্ আপন পিতার নিকটে গিয়া কহিল, হে পিতঃ। তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি উপস্থিত আছি; হে বৎস, তুমি কে? ১৯ যাকূব্ আপন পিতাকে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; তুমি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছ, আমি তাহা করিলাম। বিনয় করি, তুমি উঠিয়া বসিয়া মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। ২০ তাহাতে ইস্হাক্ আপন পুত্রকে কহিল, হে পুত্র, তুমি এত শীঘ্র তাহা কি রূপে পাইলা? সে কহিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বরই আমার সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলেন। ২১ ইস্হাক্ যাকূবকে আরো কহিল, হে পুত্র, আমার নিকটে আইস; তুমি নিশ্চয় আমার এষৌ পুত্র কি না, তাহা আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া জানিব। ২২ তখন যাকূব্ আপন পিতা ইস্হাকের নিকটে গেলে সে তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, এই স্বর যাকূবের বটে, কিন্তু এই হস্ত এষৌর। ২৩ এই রূপে সে তাহাকে চিনিতে পারিল না, কারণ এষৌ ভ্রাতার হস্তের ন্যায় তাহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অতএব সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। ২৪ পরে সে কহিল, তুমি কি নিতান্তই আমার এষৌ পুত্র? তাহাতে সে কহিল, আমি সেই বটি। ২৫ তখন ইস্হাক্ কহিল, হে পুত্র, পরিবেষণ কর; আমি পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তাহাতে সে পরিবেষণ করিলে ইস্হাক্ ভোজন করিল, এবং দ্রাক্ষারস আনিয়া দিলে তাহাও পান করিল। ২৬ পরে তাহার পিতা ইস্হাক্ কহিল, হে পুত্র, এখন নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন কর। ২৭ তখন সে নিকটে গিয়া চুম্বন করিলে ইস্হাক্ তাহার বস্ত্রের গন্ধ পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, দেখ, আমার পুত্রের সৌগন্ধ পরমেশ্বরকর্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ক্ষেত্রের সৌগন্ধের ন্যায়। ২৮ ঈশ্বর আকাশের শিশিরে ও পৃথিবীর রসে উৎপন্ন প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস তোমাকে দিউন। ২৯ ও নানা লোকেরা তোমার অধীন হউক, ও নানা জাতীয়েরা তোমাকে প্রণাম করুক, ও তুমি আপন জ্ঞাতির মধ্যে প্রধান হও, এবং তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমাকে প্রণাম করুক। যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হউক; এবং যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হউক।

৩০ এই রূপে ইস্হাকের যাকূবকে আশীর্ব্বাদ করণ সাঙ্গ হইলে পর যাকূব্ আপন পিতা ইস্হাকের সাক্ষাৎহইতে বহির্গত হইবামাত্র তাহার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়াহইতে ঘরে আইল। ৩১ সেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার নিকটে আনিয়া কহিল, হে পিতঃ, আপনি উঠিয়া পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। ৩২ তাহাতে তাহার পিতা ইস্হাক্ কহিল, তুমি কে? সে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ। ৩৩ তখন ইস্হাক্ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে কে মৃগয়া করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিয়াছিল? আমি তোমার আগমনের

পূর্ব্বেই তাহা ভোজন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম; সেই আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে। ৩৪ পিতার এমন কথা শুনিবামাত্র এষৌ অতিশয় বিলাপ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল, এবং আপন পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর। ৩৫ তাহাতে ইস্‌হাক্‌ কহিল, তোমার ভ্রাতা আসিয়া বঞ্চনা করিয়া তোমার প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদ লইল। ৩৬ তাহাতে এষৌ কহিল, তাহার নাম কি যথার্থ যাকূব্‌ নয়? কেননা সে দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে; সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার লইয়াছে, এবং দেখ, এখন আমার প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদও লইল। সে পুনর্ব্বার কহিল, তুমি কি আমার জন্যে কিছুই আশীর্ব্বাদ রাখ নাই? ৩৭ তখন ইস্‌হাক্‌ এষৌকে উত্তর করিল, দেখ, আমি তাহাকে তোমার প্রভু করিলাম, এবং তাহার জ্ঞাতি সকলকে তাহারি অধীন করিলাম, এবং তাহার প্রতিপালনার্থে শস্য ও দ্রাক্ষারস দিলাম; অতএব, হে পুত্র, এখন তোমার জন্যে আর কি করিতে পারি? ৩৮ তাহাতে এষৌ পুনর্ব্বার আপন পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, তোমার কি কেবল ঐ একটি আশীর্ব্বাদ ছিল? হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর। ইহা কহিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ৩৯ পরে তাহার পিতা ইস্‌হাক্‌ এই কথা কহিল, ঊর্ব্বরা ভূমিহীন ও আকাশের শিশিরহীন দেশে তোমার বসতি হইবে। ৪০ তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার অধীন হইবা; কিন্তু যখন বন্ধন ভেদ করিবা, তখন আপন গ্রীবাহইতে তাহার যোয়ালি ভাঙ্গিবা।

৪১ এই রূপে যাকূব্‌ আপন পিতাহইতে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিল, এই জন্যে এষৌ যাকূবের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। ফলতঃ এষৌ মনে ২ ভাবিল, পিতার অন্তিম কাল প্রায় উপস্থিত, তাহার পরে যাকূব্‌ ভ্রাতাকে বধ করিব। ৪২ কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এমত কথা রিব্‌কার কর্ণগোচর হইলে সে লোক পাঠাইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকূবকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিবার আশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে। ৪৩ অতএব, হে পুত্র, আমার কথা শুন। তুমি পলাইয়া হারণ্‌ নগরে আমার ভ্রাতা লাবনের নিকটে যাও; ৪৪ এবং যদবধি তোমার ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত কিছু কাল সেখানে থাক। ৪৫ পরে তোমার প্রতি ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, এবং তুমি তাহার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা সে বিস্মৃত হইলে আমি লোক পাঠাইয়া তথাহইতে তোমাকে আনাইব; এক দিনে তোমাদের দুই জনকেই কেন হারাইব? ৪৬ অনন্তর রিব্‌কা ইস্‌হাককে কহিল, এই হিত্তীয়দের কন্যাগণের বিষয়ে আমার প্রাণে ঘৃণা হইতেছে; যদি যাকূবও ইহাদের তুল্য কোন হিত্তীয় কন্যাকে অর্থাৎ এই দেশীয় কন্যাদের মধ্যে কোন কন্যাকে বিবাহ করে, তবে আমার প্রাণধারণে কি প্রয়োজন?

২৮ অধ্যায়।

১ পরে ইস্‌হাক্‌ যাকূবকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং এই আজ্ঞা দিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কিনান্‌ দেশীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিও না। ২ উঠ, পদ্দন্‌-অরামে আপন মাতামহ বিথূয়েলের বাটীতে গিয়া সে স্থানে আপন মাতুল লাবনের কোন কন্যাকে বিবাহ কর। ৩ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে বহুগোষ্ঠী করণার্থে ফলবন্ত ও বহুপ্রজ করুন। ৪ এবং ইব্রাহীমকে দত্ত আশীর্ব্বাদ তোমাতে ও তোমার বংশেতে সফল করুন; ফলতঃ তোমার প্রবাসস্থান এই যে দেশ ঈশ্বর ইব্রাহীমকে দিয়াছেন, অধিকারার্থে এই দেশ তোমাকে দিউন। ৫ পরে ইস্‌হাক্‌ যাকূবকে বিদায় করিলে সে পদ্দন্‌-অরামে অরামীয় বিথূয়েলের পুত্র লাবনের নিকটে অর্থাৎ যাকূবের ও এষৌর মাতা রিব্‌কার ভ্রাতার নিকটে প্রস্থান করিল।

৬ অপর ইস্‌হাক্‌ যাকূবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহার্থে পদ্দন্‌-অরামে বিদায় করিয়াছে, এবং আশীর্ব্বাদের সময়ে কিনানীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছে, ৭ এবং যাকূব্‌ মাতা পিতার আজ্ঞা মানিয়া পদ্দন্‌-অরামে প্রস্থান করিয়াছে, ইহা দেখিয়া ৮ এষৌ কিনানদেশীয় কন্যার প্রতি আপন পিতা ইস্‌হাকের অসন্তোষ বুঝিয়া ৯ তাহার দুই স্ত্রী থাকিলেও ইস্‌মায়েলের নিকটে গিয়া ইব্রাহীমের পৌত্রী ইস্‌মায়েলের পুত্রী নিবায়োতের ভগিনী মহলৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল।

১০ অনন্তর যাকূব বেরশেবাহইতে প্রস্থান করিয়া হারণের প্রতি যাত্রা করিল, ১১ এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে এক স্থানে উত্তরিয়া রাত্রি যাপন করিল। তখন সে তথাকার প্রস্তরকে লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইতে শয়ন করিল। ১২ তাহাতে সে স্বপ্নে এক সোপান দেখিল, তাহার মূল পৃথিবীস্থিত ও মস্তক গগণস্পর্শী, এবং তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতেছে ও নামিতেছে। ১৩ এবং পরমেশ্বর তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর; এই যে দেশে তুমি শয়ন করিতেছ, এই দেশ আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। ১৪ তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় অসংখ্য হইবে, এবং তুমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ চারি দিগে বৃদ্ধি পাইবা, এবং তোমাতে ও তোমার বংশেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ১৫ এবং তুমি যে ২ স্থানে যাইবা, সেই ২ স্থানে আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; আমি তোমার কাছে

যাহা ২ কহিয়াছি, তাহা যাবৎ সফল না করিব, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না। ১৬ পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকূব্ কহিল, অবশ্য এই স্থানে পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না। ১৭ এবং ভয়েতে আরো কহিল, এ কেমন ভয়ানক স্থান! এই স্থান অবশ্য ঈশ্বরের গৃহ ও স্বর্গদ্বারস্বরূপ।

১৮ পরে যাকূব্ প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্তে যে প্রস্তর রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিয়া দিল। ১৯ এবং সেই স্থানের নাম বৈথেল (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিল, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ নগরের নাম লূস্ ছিল। ২০ এবং যাকূব্ মানত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিল, যদি ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থে অন্ন ও পরিধানার্থে বস্ত্র দেন, ২১ এবং পুনর্ব্বার আমাকে কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আনেন, তবে পরমেশ্বর আমার প্রভু হইবেন, ২২ এবং এই যে প্রস্তরকে আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের মন্দির হইবে; এবং তুমি আমাকে যে কিছু দিবা, তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।

২৯ অধ্যায়।

১ পরে যাকূব্ যাইতে২ পূর্ব্বদেশে উপস্থিত হইয়া ২ দেখিল, প্রান্তরের মধ্যে এক কূপ আছে, তাহার নিকটে তিন পাল মেষ শয়ন করিয়া আছে; কারণ লোকেরা মেষপালদিগকে সেই কূপের জল পান করায়; সেই কূপের মুখে এক খান বৃহৎ প্রস্তরাচ্ছাদন থাকে। ৩ কূপের নিকটে তাবৎ পাল একত্র হইলে লোকেরা তাহার মুখহইতে প্রস্তর সরাইয়া মেষপালকে জল পান করায়, পরে কূপের মুখে পুনর্ব্বার প্রস্তর দেয়। ৪ যাকূব্ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, হে ভাই সকল, তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা হারণ্ নগরের লোক। ৫ তখন যাকূব্ জিজ্ঞাসিল, তোমরা নাহোরের পৌত্র লাবনকে চিন কি না? তাহারা কহিল, চিনি। ৬ যাকূব্ জিজ্ঞাসিল, সে কেমন আছে? তাহারা কহিল, ভাল আছে; ঐ দেখ, তাহার কন্যা রাহেল্ মেষপাল লইয়া আসিতেছে। ৭ তখন যাকূব্ কহিল, দেখ, এখনও অনেক বেলা আছে; মেষপাল একত্র করণের সময় হয় নাই; তোমরা মেষপালকে জল পান করাইয়া পুনর্ব্বার চরাইতে লইয়া যাও। ৮ কিন্তু তাহারা কহিল, তাবৎ পাল একত্র না হইলে তাহা হইতে পারে না; পরে কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরান গেলে আমরা মেষদিগকে জল পান করাইব।

৯ যাকূব্ তাহাদের সহিত এই রূপ কথা কহিতেছে, ইতোমধ্যে রাহেল্ আপন পিতার পশুপাল লইয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে মেষপালিকা ছিল। ১০ তখন যাকূব্ আপন মাতুল লাবনের কন্যা রাহেলকে ও তাহার পশুপালকে দেখিয়া নিকটে গিয়া কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরাইয়া লাবন্ মাতুলের পশুপালকে জল পান করাইল। ১১ পরে যাকূব্ রাহেলকে চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া, ১২ আপনি যে তাহার পিতার কুটুম্ব ও রিব্কার পুত্র, এই পরিচয় দিলে রাহেল্ শীঘ্র গিয়া আপন পিতাকে সংবাদ দিল। ১৩ তাহাতে লাবন্ আপন ভাগিনেয় যাকূবের সংবাদ পাইয়া ত্বরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেল; পরে সে লাবনকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। ১৪ তাহাতে লাবন্ কহিল, তুমি আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ। পরে যাকূব্ তাহার গৃহে এক মাস বাস করিল।

১৫ অনন্তর লাবন্ যাকূবকে কহিল, তুমি কুটুম্ব হইয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম্ম করিবা? কি বেতন লইবা? তাহা বল। ১৬ ঐ লাবনের দুই কন্যা ছিল; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল্। ১৭ লেয়া ক্লিন্নাক্ষী, কিন্তু রাহেল্ রূপবতী ও সুন্দরী ছিল। ১৮ এবং যাকূব্ রাহেলকে ভাল বাসিত, এই জন্যে সে উত্তর করিল, তোমার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্যে আমি সাত বৎসর তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব। ১৯ তাহাতে লাবন্ কহিল, অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে, অতএব আমার নিকটে থাক। ২০ এই রূপে যাকূব্ রাহেলের জন্যে সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করিল; রাহেলের প্রতি তাহার এমত অনুরাগ ছিল, যে সাত বৎসরও তাহার অল্প দিন বোধ হইল।

২১ পরে যাকূব্ লাবনকে কহিল, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভার্য্যা আমাকে দেও, আমি তাহাতে গমন করিব। ২২ তাহাতে লাবন্ ঐ স্থানের তাবৎ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইল। ২৩ পরে রাত্রিকালে আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাহার নিকটে আনিয়া দিলে যাকূব্ তাহাতে উপগত হইল। ২৪ এবং লাবন্ আপন কন্যা লেয়ার দাস্যকর্ম্মার্থে সিল্পা নামে আপন দাসীকে দিল। ২৫ কিন্তু প্রভাত হইলে সে যে লেয়া, ইহা দেখিয়া যাকূব্ লাবনকে কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? আমি কি রাহেলের জন্যে তোমার দাস্যকর্ম্ম করি নাই? তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলা? ২৬ তখন লাবন্ কহিল, জ্যেষ্ঠা অদত্তা থাকিতে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্ত্তব্য। ২৭ এখন ইহার সাত দিন যাপন কর; পরে যদি আরো সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম্ম স্বীকার কর, তবে উহাকেও তোমাকে দান করিব। ২৮ তাহাতে যাকূব্ সেই প্রকার করিল, অর্থাৎ তাহার সাত দিন যাপন করিল। ২৯ পরে লাবন্ তাহার সহিত আপন

কন্যা রাহেলের বিবাহ দিল, এবং রাহেলের দাস্যকর্ম্মার্থে বিল্‌হা নামে আপন দাসীকে দিল। ৩০ তখন সে রাহেলেতেও উপগত হইল; এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক ভাল বাসিল; এবং আর সাত বৎসর লাবনের দাস্যকর্ম্ম করিল।

৩১ পরে পরমেশ্বর লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখিয়া তাহাকে গর্ভধারণের শক্তি দিলেন, কিন্তু রাহেল্ বন্ধ্যা হইল। ৩২ অতএব লেয়া গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম রূবেন্ (পুত্রকে দেখ) রাখিল; কেননা সে কহিল, পরমেশ্বর আমার দুঃখ দেখিয়াছেন; এখন আমার স্বামী আমাকে ভাল বাসিবে। ৩৩ অপর সে পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, আমি অবজ্ঞাতা আছি, পরমেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে এই পুত্রও দিলেন; পরে তাহার নাম শিমিয়োন্ (শ্রবণ) রাখিল। ৩৪ এবং আর বার সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এ বার আমার স্বামী আমাতে আসক্ত হইবে, কেননা আমি তাহার তিন পুত্র প্রসব করিয়াছি; অতএব তাহার নাম লেবি (আসক্ত) রাখিল। ৩৫ পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এ বার আমি পরমেশ্বরের প্রশংসা করি; অতএব তাহার নাম যিহূদা (প্রশংসা) রাখিল। তাহার পর তাহার গর্ভনিবৃত্তি হইল।

৩০ অধ্যায়।

১ অপর আপনাতে যাকুবের পুত্র জন্মে না, ইহা দেখিয়া রাহেল্ ভগিনীর প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া যাকুবকে কহিল, আমাকে সন্তান দেও, নতুবা আমি মরিব। ২ তাহাতে যাকুব্ রাহেলের প্রতি ক্রোধ করিয়া কহিল, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? তিনিই তোমাকে গর্ভফল দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ৩ তখন রাহেল্ কহিল, তবে আমার দাসী বিল্‌হাতে গমন কর, সে পুত্র প্রসব করিয়া আমার কোলে দিলে আমি তাহাহইতে পুত্রবতী হইব। ৪ ইহা বলিয়া সে তাহার সহিত আপন দাসী বিল্‌হার বিবাহ দিল। তখন যাকুব্ তাহাতে গমন করিলে ৫ বিলহা গর্ভবতী হইয়া যাকুবের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল। ৬ তখন রাহেল্ কহিল, ঈশ্বর আমার বিচার করিলেন, কেননা তিনি আমার কাকুক্তি শুনিয়া আমাকে পুত্র দিলেন। অতএব সে তাহার নাম দান্ (বিচার) রাখিল; ৭ অনন্তর রাহেলের বিল্‌হা দাসী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া যাকুবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। ৮ তখন রাহেল্ কহিল, আমি মহাযত্নেতে ভগিনীর সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া জয় করিলাম। অতএব সে তাহার নাম নপ্তালি (মল্লযুদ্ধ) রাখিল। ৯ অনন্তর লেয়া আপনার গর্ভনিবৃত্তি বুঝিয়া আপনার সিল্পা নামে দাসীকে লইয়া স্বামির সহিত বিবাহ দিল। ১০ তাহাতে লেয়ার সিল্পা দাসীর গর্ভহইতে যাকুবের এক পুত্র জন্মিল। ১১ তখন লেয়া কহিল, এক দল আসিতেছে; অতএব তাহার নাম গাদ্ (দল) রাখিল। ১২ অনন্তর লেয়ার দাসী সিল্পা যাকুবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। ১৩ তাহাতে লেয়া কহিল, আমি ধন্যা, সকল স্ত্রীলোক আমাকে ধন্যা কহিবে; অতএব সে তাহার নাম আশের্ (ধন্য) রাখিল।

১৪ অপর গোম কাটনের সময়ে রূবেন্ বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে দূদাফল পাইয়া আনিয়া আপন মাতা লেয়াকে দিল; তাহাতে রাহেল্ লেয়াকে কহিল, তোমার পুত্রের আনীত দূদাফল কিছু আমাকে দেও। ১৫ তাহাতে সে কহিল, তুমি আমার স্বামিকে লইয়াছ, এ কি ক্ষুদ্র বিষয়? আমার পুত্রের দূদাফলও কি লইতে চাহ? তখন রাহেল্ কহিল, তোমার পুত্রের দূদাফলের পরিবর্ত্তে সে অদ্য রাত্রিতে তোমার সহিত শয়ন করিবে। ১৬ পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রহইতে যাকুবের আগমন সময়ে লেয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গিয়া কহিল, আমার কাছে আইস, কেননা আমি আপন পুত্রের দূদাফল দিয়া তোমাকে ভাড়া করিলাম; অতএব সে সেই রাত্রিতে তাহার সহিত শয়ন করিল। ১৭ তাহাতে ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা শুনিলে সে পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইয়া যাকুবের পঞ্চম পুত্র প্রসব করিল। ১৮ তখন লেয়া কহিল, আমি স্বামিকে আপন দাসী দিয়াছিলাম, তাহার বেতন ঈশ্বর আমাকে দিলেন, অতএব সে তাহার নাম ইষাখর্ (বেতন) রাখিল।

১৯ অনন্তর লেয়া পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া যাকুবের ষষ্ঠ পুত্র প্রসব করিল। ২০ তখন লেয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুক দিলেন, এখন আমার স্বামী আমার সহিত বাস করিবে, কেননা আমাতে তাহার ছয় পুত্র জন্মিয়াছে; অতএব সে তাহার নাম সিবূলূন্ (বাস) রাখিল। ২১ অনন্তর তাহার এক কন্যা জন্মিলে সে তাহার নাম দীণা রাখিল।

২২ অনন্তর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিয়া তাহার প্রার্থনা শুনিয়া তাহাকে গর্ভধারণের শক্তি দিলেন। ২৩ তখন তাহার গর্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এখন ঈশ্বর আমার অপমান দূর করিলেন। ২৪ পরে সে তাহার নাম যূষফ্ (বৃদ্ধি) রাখিয়া কহিল, পরমেশ্বর আমাকে আরো এক পুত্র দিউন।

২৫ অপর রাহেলের গর্ভে যূষফ্ জন্মিলে পরে যাকুব্ লাবনকে কহিল, আমাকে বিদায় কর, আমি নিজ দেশে স্বস্থানে প্রস্থান করি। ২৬ এবং আমি যাহাদের জন্যে তোমার দাস্য কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সেই স্ত্রীগণ ও পুত্রগণকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে দেও; কেননা যে রূপ তোমার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ২৭ তখন লাবন্ তাহাকে কহিল, বিনয় করি, তুমি

এখন আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, কেননা আমি অনুভবে জানিলাম, তোমার অনুরোধে পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ২৮ অতএব সে কহিল, তোমার বেতন আপনি স্থির করিয়া আমাকে বল, আমি তাহাই দিব। ২৯ তখন যাকূব্ তাহাকে কহিল, আমি যে রূপ তোমার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, এবং আমার নিকটে তোমার পশুগণ যে রূপ আছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ৩০ কেননা আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার অল্প সম্পত্তি ছিল, এখন প্রচুর হইয়াছে; আমার আগমনাবধি পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিয়াছেন; কিন্তু আমি আপন পরিবারের জন্যে কবে সঞ্চয় করিব? ৩১ তাহাতে লাবন্ কহিল, আমি তোমাকে কি দিব? যাকূব্ কহিল, তুমি আমাকে আর কিছুই না দিয়া যদি আমার প্রতি এক কর্ম্ম কর, তবে আমি তোমার পশুদিগকে পুনর্ব্বার চরাইয়া প্রতিপালন করিব। ৩২ অদ্য আমি তোমার সকল পশুপালের মধ্যে গিয়া কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র মেষাদি এবং কপিশবর্ণ মেষ সকল ও কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র ছাগ সকলকে পৃথক্ করি; সেই সকল আমার বেতনস্বরূপ হইবে। ৩৩ ইহার পরে যখন তোমার সাক্ষাতে আমার বেতন উপস্থিত হইবে, তখন আমার যাথার্থ্যের এক প্রমাণ হইবে, ফলতঃ ছাগদের মধ্যে কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র ভিন্ন ও মেষদের মধ্যে কপিশবর্ণ ভিন্ন যাহা থাকিবে, তাহা আমার চৌর্য্যরূপে গণ্য হইবে। ৩৪ তখন লাবন্ কহিল, ভাল, তোমার কথানুসারেই হউক। ৩৫ অপর সে সেই দিনে বিচিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগ সকল ও বিচিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগী সকল এবং যাহাতে ২ কিঞ্চিৎ শুক্ল বর্ণ ছিল, এবং কপিশবর্ণ মেষ সকল পৃথক্ করিয়া আপন পুত্রদের হস্তে সমর্পণ করিয়া ৩৬ যাকূবহইতে দূরে তিন দিনের পথে পাঠাইল; পরে যাকূব্ লাবনের অবশিষ্ট পশুপাল চরাইতে লাগিল।

৩৭ অপর যাকূব্ লিবনী ও লূস্ ও অর্ম্মোন্ বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া কাণ্ডের শুক্ল রেখা বাহির করিল। ৩৮ পরে যে স্থানে পশুগণ জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে তাহাদের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ শাখা সকল উচ্চ করিয়া রাখিতে লাগিল। ৩৯ তাহাতে জল পান করণের সময়ে তাহাদের সঙ্গম হইলে সেই শাখার নিকটে তাহাদের গর্ভধারণ প্রযুক্ত চক্রচিত্রিত ও কর্ব্বুরবর্ণ ও বিচিত্র বৎস জন্মিল। ৪০ পরে যাকূব্ সেই বৎস সকল পৃথক্ করিল, এবং লাবনের চক্রচিত্রিত ও কপিশবর্ণ মেষের প্রতি অন্য মেষের দৃষ্টি রাখিল; এই রূপে সে লাবনের পালের সহিত না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক্ করিল। ৪১ এবং বলবান পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ভধারণ করে, এই জন্যে নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা রাখিল; ৪২ কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে রাখিল না। তাহাতে যত বলবান পশু, প্রায় সকলি যাকূবের হইল, কিন্তু দুর্ব্বল পশুগণ লাবনের হইল। ৪৩ অতএব যাকূব্ অতি বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং তাহার পশু ও দাস ও দাসী ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ যথেষ্ট হইল।

৩১ অধ্যায়।

১ অপর যাকূব্ আমাদের পিতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের পিতার ধনহইতে তাহার এই সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, লাবনের পুত্রদের এই রূপ কথা যাকূবের কর্ণগোচর হইল। ২ এবং লাবন্ তাহার প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় নহে, ইহাও যাকূব্ তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিল। ৩ এবং পরমেশ্বর যাকূবকে কহিলেন, তুমি আপন পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে ফিরিয়া যাও, আমি তোমার সহায় আছি। ৪ অতএব যাকূব্ লোক পাঠাইয়া প্রান্তরে পশুদের নিকটে রাহেলকে ও লেয়াকে ডাকাইয়া কহিল, ৫ আমি দেখিতেছি, তোমাদের পিতার মুখ আমার প্রতি পূর্ব্বকার মত নহে, কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহায় আছেন। ৬ তোমরা আপনারা জান, আমি যথাশক্তি তোমাদের পিতার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি। ৭ তথাপি তোমাদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দশ বার আমার বেতনের অন্যথা করিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর আমার ক্ষতি করিতে তাহাকে দেন নাই। ৮ কেননা চিত্রবিচিত্র তাবৎ পশুগণ তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, এই কথা সে যখন আপনি কহিত, তখন সকল মেষাদি চিত্রবিচিত্র শাবক প্রসব করিত; এবং রেখাবিশিষ্ট পশু সকল তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, ইহা যখন কহিত, তখন সকল মেষাদি রেখাবিশিষ্ট শাবক প্রসব করিত। ৯ এই রূপে ঈশ্বর তোমাদের পিতার পশুধন লইয়া আমাকে দিয়াছেন। ১০ কেননা পশুদের গর্ভধারণকালে আমি স্বপ্নেতে স্বচক্ষুতে দেখিলাম, পালের মধ্যে স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট। ১১ তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে যাকূব্ বলিয়া ডাকিলে আমি কহিলাম, আমি উপস্থিত আছি। ১২ তাহাতে তিনি কহিলেন, ঐ চাহিয়া দেখ, স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট; কেননা তোমার প্রতি লাবন্ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমি দেখিলাম। ১৩ যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠিয়া এই দেশ ত্যাগ করিয়া আপন জ্ঞাতিদের দেশে ফিরিয়া যাও। ১৪ তাহাতে রাহেল ও লেয়া উত্তর করিল, এখন পিতার বাটীতে আমাদের কি কিছু অংশ ও অধিকার আছে? ১৫ আমরা কি তাহার কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নহি? কেননা সে আমাদি-

গকে বিক্রয় করিয়া মূল্য ভোগ করিয়াছে। ১৬ অতএব ঈশ্বর আমাদের পিতাহইতে যে সকল ধন হরণ করিয়াছেন, সে সকলি আমাদের ও আমাদের বংশের। ঈশ্বর তোমাকে যাহা কহিলেন, তুমি তাহাই কর।

১৭ তখন যাকূব্ গাত্রোত্থান করিয়া আপন সন্তানগণ ও স্ত্রীদিগকে উষ্ট্রারোহণ করাইয়া ১৮ আপনার উপার্জ্জিত পশ্বাদি সকল অর্থাৎ পদ্দন্-অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা লইয়া কিনান্ দেশে আপন পিতা ইস্হাকের নিকটে প্রস্থান করিল। ১৯ তৎকালে লাবন্ মেষলোমচ্ছেদন করিতে গিয়াছিল; এই অবকাশে রাহেল আপন পিতার ঠাকুরদিগকে হরণ করিয়াছিল। ২০ পরে যাকূব্ কোন সমাচার না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিল। ২১ এই রূপে সে আপন সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিল, এবং ফরাৎ নদী পার হইয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিল।

২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন্ যাকূবের এরূপ পলায়নের সংবাদ পাইয়া ২৩ আপন কুটুম্বদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার পশ্চাৎ ২ সপ্ত দিনের পথ দৌড়িয়া গিয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বতে তাহাকে ধরিল। ২৪ কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে অরামীয় লাবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, সাবধান, যাকূবকে ভাল মন্দ কিছুই কহিও না।

২৫ পরে লাবন্ যাকূবকে ধরিল; ঐ মিলনের সময়ে যাকূবের তাম্বু পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল; তাহাতে লাবনও কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ্ পর্ব্বতোপরি তাম্বু স্থাপন করিল। ২৬ পরে লাবন্ যাকূবকে কহিল, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলা? আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন খড়্গাধৃত লোকদের ন্যায় লইয়া আইলা? ২৭ তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কেন গোপনে পলাইলা? কেন আমাকে সংবাদ দিলা না? দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদে তবলের ও বীণার বাদ্য ও গান পুরঃসরে বিদায় করিতাম। ২৮ তুমি আমার পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও আমাকে দিলা না, এ অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলা। ২৯ তোমাকে হিংসা করিতে আমার হস্ত সমর্থ বটে; কিন্তু গত রাত্রিতে তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, সাবধান, যাকূবকে ভাল মন্দ কিছুই কহিও না।

৩০ আর পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীণ হওয়াতে তুমি যাত্রা করিয়াছ; সে যাহা হউক, কিন্তু আমার ঠাকুর সকলকে কেন চুরি করিলা? ৩১ তাহাতে যাকূব্ লাবনকে উত্তর করিল, আমি ভীত ছিলাম; কারণ কি জানি, তুমি আমাহইতে আপন কন্যাগণকে বলেতে কাড়িয়া লও, ইহা ভাবিয়াছিলাম। ৩২ কিন্তু তুমি অন্বেষণ করিয়া যাহার স্থানে তোমার দেবতাদিগকে পাইবা, সে বাঁচিবে না। আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বেষণ করিয়া আমার স্থানে তোমার যাহা পাও, তাহা লও; কেননা যাকূব্ রাহেলের ঐ চুরি করণ জ্ঞাত ছিল না। ৩৩ তখন লাবন্ যাকূবের তাম্বুগৃহে ও লেয়ার তাম্বুগৃহে ও দুই দাসীর তাম্বুগৃহে গিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। পরে সে লেয়ার তাম্বুহইতে রাহেলের তাম্বুগৃহে প্রবেশ করিল। ৩৪ কিন্তু রাহেল সেই ঠাকুরদিগকে লইয়া উষ্ট্রের সজ্জার ভিতরে রাখিয়া তদুপরি বসিয়াছিল; তাহাতে লাবন্ তাহার তাম্বুগৃহের সকল স্থান হাঁতড়াইলেও তাহা পাইল না। ৩৫ তখন রাহেল পিতাকে কহিল, হে প্রভো, আপনকার সাক্ষাতে আমি উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি; এই কারণ সে অন্বেষণ করিলেও ঠাকুরদিগকে পাইল না।

৩৬ তখন যাকূব্ ক্রুদ্ধ হইয়া লাবনের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। যাকূব্ লাবনকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিল, আমার কি দোষ ও কি পাপ আছে, যে তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ ২ দৌড়িয়া আইলা? ৩৭ তুমি আমার সকল সামগ্রী হাঁতড়াইয়া তোমার বাটীর কোন্ দ্রব্য পাইলা? আমার ও তোমার এই কুটুম্বদের সাক্ষাতে তাহা রাখ, ইহারা উভয় পক্ষের বিচার করুক। ৩৮ এই বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত আমি তোমার নিকটে আছি; তাহাতে তোমার মেষীদের কি ছাগীদের গর্ভপাত হয় নাই, এবং তোমার পালের কোন মেষকে খাই নাই; ৩৯ এবং হিংস্র জন্তু যাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিত, তাহাও তোমার নিকটে আনিতাম না; সে ক্ষতি আপনি স্বীকার করিতাম; এবং দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহার চুরি হইত, তাহার পরিবর্ত্ত আমাহইতে লইতা। ৪০ আমি দিনের উত্তাপে ও রাত্রির শীতে মৃতকল্প হইতাম; আমার চক্ষুহইতে নিদ্রা দূরে থাকিত। ৪১ এই প্রকারে আমি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত তোমার গৃহে দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি; তোমার দুই কন্যার জন্যে চৌদ্দ বৎসর, ও তোমার পশুদের জন্যে ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করিয়াছি; তথাপি তুমি আমার বেতন দশ বার অন্যথা করিয়াছ। ৪২ আমার পৈতৃক ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ভয়স্থান যদি আমার পক্ষ না হইতেন, তবে অবশ্য এখন তুমি আমাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতা। ঈশ্বর আমার দুঃখ ও হস্তের পরিশ্রম দেখিয়াছেন, এই জন্যে গত রাত্রিতে তোমাকে ধম্কাইলেন।

৪৩ তখন লাবন্ যাকূবকে উত্তর করিল, এই কন্যাগণ আমারি কন্যা, ও এই বালকেরা আমারি বালক, ও এই পশুপাল আমারি পশুপাল; যাহা২ দেখিতেছ, এ সকলি আমার আছে। অতএব আমার এই কন্যাদিগকে ও ইহাদের প্রসূত এই বালকদিগকে এখন আমি কি করিব? ৪৪ আইস, তোমাতে ও আমাতে নিয়ম স্থির করি, তাহা তো-

মার ও আমার সাক্ষী থাকিবে। ৪৫ তখন যাকূব্ এক প্রস্তর লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিল। ৪৬ এবং যাকূব্ আপন কুটুম্বদিগকে কহিল, তোমরাও প্রস্তরের রাশি কর; তাহাতে তাহারা প্রস্তর আনিয়া এক রাশি করিলে সকলে সেই স্থানে সেই রাশির উপরে ভোজন করিল। ৪৭ অনন্তর লাবন্ তাহার নাম যিগর্সাহদূথা (সাক্ষির রাশি) রাখিল, কিন্তু যাকূব্ তাহার নাম গলিয়েদ্ (সাক্ষির রাশি) রাখিল। ৪৮ তখন লাবন্ কহিল, এই রাশি অদ্য তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিল; এই জন্যে তাহার নাম গিলিয়দ্ ৪৯ এবং মিস্পা (প্রহরী) রাখিল; কেননা সে কহিল, আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে পরমেশ্বর আমার ও তোমার প্রহরী থাকিবেন। ৫০ তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে ক্লেশ দেও, কিম্বা আমার কন্যা ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে সেই সময়ে কেহ নিকটে না থাকিলেও ঈশ্বর আমার ও তোমার সাক্ষী হইবেন। ৫১ লাবন্ যাকূবকে আরো কহিল, এই রাশি দেখ, এবং আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তি আমার স্থাপিত এই স্তম্ভ দেখ। ৫২ আমি অপকার করিতে এই রাশি পার হইয়া তোমার নিকটে যাইব না, এবং তুমিও এই রাশি ও স্তম্ভ পার হইয়া আমার নিকটে আসিবা না, ইহার সাক্ষী এই রাশি ও ইহার সাক্ষী এই স্তম্ভ; ৫৩ ইহাতে ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও নাহোরের ঈশ্বর ও তাহাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার করিবেন; তখন যাকূব্ আপন পিতা ইস্হাকের ভয়স্থানের দিব্য করিল। ৫৪ পরে যাকূব্ সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার করিতে আপন কুটুম্বদিগকে ডাকিল, তাহাতে তাহারা ভোজন করিয়া পর্ব্বতে রাত্রি যাপন করিল। ৫৫ পরে লাবন্ প্রত্যূষে উঠিয়া আপন পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং যাত্রা করিয়া আপন দেশে প্রত্যাগমন করিল।

৩২ অধ্যায়।

১ তদনন্তর যাকূব্ যাত্রা করিলে ঈশ্বরের দূতগণ তাহাকে দর্শন দিল। ২ তখন যাকূব্ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিল, ইহারা ঈশ্বরের সৈন্য, অতএব সেই স্থানের নাম মহনয়িম্ (দুই সৈন্য) রাখিল। ৩ তাহার পর যাকূব্ আপনার অগ্রে সেয়ীর দেশের ইদোম প্রদেশে এষৌ ভ্রাতার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল। ৪ সে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল, তোমরা আমার প্রভু এষৌকে কহিবা, তোমার দাস যাকূব্ তোমাকে জানাইল, আমি অদ্য পর্য্যন্ত লাবনের নিকটে দীর্ঘকাল প্রবাস করিয়া আসিতেছি। ৫ আমার গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষপাল ও দাস দাসী আছে, তাহাতে আমি প্রভুর অনুগ্রহদৃষ্টি পাইবার জন্যে তোমাকে সংবাদ পাঠাইলাম।

৬ অপর দূতগণ প্রত্যাগমন করিয়া যাকূবকে কহিল, আমরা তোমার এষৌ ভ্রাতার কাছে গিয়াছিলাম; তিনি চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। ৭ তাহাতে যাকূব্ অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল, এবং সঙ্গি লোকদিগকে ও গোমেষাদির সমস্ত পালকে ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত করিয়া দুই দল করিয়া কহিল, ৮ এষৌ আসিয়া যদ্যপি এক দলকে প্রহার করে, তথাপি অন্য দল বাঁচিয়া পলায়ন করিবে। ৯ তখন যাকূব্ কহিল, হে আমার পিতা ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইস্হাকের ঈশ্বর, তুমিই পরমেশ্বর; তুমি আপনি আমাকে কহিয়াছিলা, তুমি আপন দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে প্রত্যাগমন কর, তাহাতে আমি তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিব। ১০ তুমি এই দাসের প্রতি যে সকল দয়া ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, তাহার কিঞ্চিত্তেরও যোগ্য আমি নহি; কেননা আমি যষ্টিমাত্র লইয়া এই যর্দ্দন্ নদী পার হইয়াছিলাম, এখন দুই দলের কর্ত্তা হইয়াছি। ১১ বিনয় করি, এষৌ ভ্রাতার হস্তহইতে আমাকে রক্ষা কর, কেননা সে আসিয়া পাছে আমাকে ও বালকগণকে ও তাহাদের মাতাদিগকে বধ করে, এই ভয় করি। ১২ তুমি কহিয়াছিলা, আমি অবশ্য তোমার মঙ্গল করিয়া সমুদ্রের অসংখ্য বালির ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।

১৩ অপর যাকূব্ সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া উপস্থিত পশুগণহইতে কতক ২ লইয়া এষৌ ভ্রাতার জন্যে উপঢৌকন প্রস্তুত করিল, ১৪ অর্থাৎ দুই শত ছাগী ও বিংশতি ছাগ, এবং দুই শত মেষী ও বিংশতি মেষ, ১৫ এবং ত্রিশ সবৎসা দুগ্ধবতী উষ্ট্রী, ও চল্লিশ গাবী ও দশ বৃষ, এবং বিংশতি গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভ প্রস্তুত করিল।

১৬ পরে আপনার এক ২ দাসের হস্তে এক ২ পাল সমর্পণ করিয়া দাসদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা আমার অগ্রে ২ যাও, এবং মধ্যে ২ স্থান রাখিয়া প্রত্যেক পালকে পৃথক্ কর। ১৭ পরে সে প্রথম দাসকে এই আজ্ঞা দিল, আমার এষৌ ভ্রাতার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে সে যখন জিজ্ঞাসিবে, তুমি কাহার দাস? কোথায় যাইতেছ? এবং তোমার অগ্রস্থিত এই সকল কাহার? ১৮ তখন তুমি উত্তর করিবা, এই সকল তোমার দাস যাকূবের প্রেরিত উপঢৌকন; তিনি আপন প্রভু এষৌকে এই সকল দিলেন; ঐ দেখ, তিনি আমাদের পশ্চাৎ ২ আসিতেছেন। ১৯ এই রূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের পশ্চাদ্গামি সকল ভৃত্যকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, এষৌর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তোমরা এই ২ প্রকার কথা কহিও। ২০ আরো কহিও, দেখ, তোমার দাস যাকূব্ আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে। কেননা সে মনে করিল, আমি অগ্রে উপঢৌকন পাঠাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে

সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারে। ২১ অতএব তাহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য গেল, কিন্তু আপনি সেই রাত্রিতে নিজ দলের মধ্যে থাকিল। ২২ পরে রাত্রিতে সে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী ও দুই দাসী ও একাদশ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যব্বোক্ নদীর পারঘাট পার হইল। ২৩ এবং তাহাদিগকে নদী পার করাইয়া আপনার তাবৎ দ্রব্য পারে পাঠাইয়া দিল।

২৪ তখন যাকূব্ তথায় একাকী থাকিলে এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; ২৫ কিন্তু তাহাকে জয় করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া তিনি যাকূবের ঊরুর সন্ধিস্থানে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এই রূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকূবের ঊরুর সন্ধি স্থানচ্যুত হইল। ২৬ পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। তখন যাকূব্ কহিল, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না। ২৭ পুনশ্চ সেই পুরুষ কহিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, যাকূব্। ২৮ তিনি কহিলেন, তুমি যাকূব্ নামে আর বিখ্যাত হইবা না, কিন্তু ইস্রায়েল্ (ঈশ্বরজয়ী) নামে বিখ্যাত হইবা; কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের ও মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। ২৯ তখন যাকূব্ কহিল, আমি প্রার্থনা করি, আপনকার কি নাম? বলুন। তিনি কহিলেন, তুমি কি জন্যে আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকূবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৩০ তখন যাকূব্ সেই স্থানের নাম পিনূয়েল্ (ঈশ্বরের বদন) রাখিল; কেননা সে কহিল, আমি ঈশ্বরের বদন প্রত্যক্ষ দেখিলেও আমার প্রাণ বাঁচিল।

৩১ পরে সে পিনূয়েল্ পার হইলে সূর্য্যোদয় হইল; কিন্তু সে ঊরুতে খঞ্জ ছিল। ৩২ অতএব ইস্রায়েলের বংশ অদ্যাপি ঊরুসন্ধির সঙ্কোচিত প্রধান শিরা ভোজন করে না, কেননা সেই দূত যাকূবের ঊরুসন্ধি স্পর্শ করিলে তাহার শিরা সঙ্কোচিত হইয়াছিল।

৩৩ অধ্যায়।

১ অনন্তর যাকূব্ চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া চারি শত লোকের সহিত এষৌকে আসিতে দেখিল; তাহাতে সে বালকদিগকে বিভাগ করিয়া লেয়াকে ও রাহেলকে ও দুই দাসীকে সমর্পণ করিল। ২ ফলতঃ অগ্রে দুই দাসী ও তাহাদের সন্তানদিগকে, তৎপশ্চাতে লেয়া ও তাহার সন্তানদিগকে, সর্ব্বশেষে রাহেল্ ও যূষফকে রাখিয়া ৩ আপনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে২ আপন ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইল। ৪ তখন এষৌ তাহার সঙ্গে মিলিতে দ্রুতগমনে আসিয়া যাকূবের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল, এবং উভয়েই রোদন করিল। ৫ পরে এষৌ চক্ষু তুলিয়া স্ত্রীগণকে ও বালকগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা তোমার কে? তাহাতে সে কহিল, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনকার দাসকে এই সকল সন্তান দিয়াছেন। ৬ তখন দাসীরা ও তাহাদের সন্তানগণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। ৭ পরে লেয়া ও তাহার সন্তানগণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল; সর্ব্বশেষে যূষফ্ ও রাহেল্ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। ৮ অপর এষৌ জিজ্ঞাসিল, আমি অগ্রে যে সকল পশুপালের দর্শন করিলাম, তাহা কিসের নিমিত্তে? যাকূব্ কহিল, প্রভুর অনুগ্রহ পাইবার জন্যে। ৯ তখন এষৌ কহিল, হে ভাই, আমার যথেষ্ট আছে, তোমার যাহা তাহা তোমার থাকুক। ১০ যাকূব্ কহিল, এমন নয়, নিবেদন করি, আমি আপনকার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমার হস্তহইতে সেই উপঢৌকন গ্রহণ করুন; কেননা আমি ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায় আপনকার মুখ দর্শন করিলাম, আপনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ১১ অতএব বিনয় করি, আপনকার জন্যে যে উপঢৌকন আনীত হইল, তাহা গ্রহণ করুন; কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আমার যথেষ্ট আছে; এই রূপ সাধ্যসাধনা করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিল। ১২ পরে এষৌ কহিল, আইস, আমরা যাই; আমি তোমার অগ্রে২ গমন করি। ১৩ তাহাতে যাকূব্ কহিল, এই বালকগণ কোমল, ও দুগ্ধবতী মেষী ও গবাদি পাল আমার সঙ্গে আছে, তাহা প্রভু দেখিতেছেন; এক দিন মাত্র অধিক চালাইলে সকল পালই মরিবে। ১৪ অতএব নিবেদন করি, হে আমার প্রভো, আপনি আপন দাসের অগ্রে গমন করুন; সেয়ীর্ প্রদেশে আমার প্রভুর নিকটে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত আমি পশুগণের ও বালকগণের গমনশক্তি অনুসারে অল্পে২ চালাই। ১৫ এষৌ কহিল, তবে আমার সঙ্গি কতক লোক তোমার নিকটে রাখিয়া যাই। যাকূব্ কহিল, তাহাতে প্রয়োজন কি? আমার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ হইলেই হয়।

১৬ তাহাতে এষৌ সেই দিনে সেয়ীরের পথে প্রত্যাগমন করিল। ১৭ কিন্তু যাকূব্ সুক্কোতে গমন করিয়া আপনার জন্যে গৃহ ও পশুদের জন্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিল; এই জন্যে সেই স্থান সুক্কোৎ (কুটীর) নামে বিখ্যাত আছে।

১৮ এই রূপে যাকূব্ পদ্দন্-অরামহইতে প্রত্যাগমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কিনান্ দেশস্থ শিখিমের নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে তাম্বু স্থাপন করিল। ১৯ পরে শিখিমের পিতা যে হমোর, তাহার সন্তানদিগকে রূপার এক শত মুদ্রা দিয়া সেই তাম্বু স্থাপনের ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া তথায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, ২০ এবং তাহার নাম এল্-ইলোহী-ইস্রায়েল্ (ইস্রায়েলের শক্তিমান ঈশ্বর) রাখিল।

৩৪ অধ্যায়।

১ অপর লেয়ার গর্ভজাতা দীণা নাম্নী যাকুবের কন্যা সেই দেশের কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে ২ হিব্বীয় হমোর্ নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম্ তাহাকে দেখিয়া হরণ করিয়া তাহার সহিত শয়ন করিয়া তাহাকে ভ্রষ্টা করিল। ৩ এবং যাকুবের ঐ কন্যা দীণাতে তাহার মন অনুরক্ত হওয়াতে সে তাহার সহিত প্রেম ও মিষ্টালাপ করিল। ৪ পরে শিখিম্ আপন পিতা হমোরকে কহিল, তুমি এই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেও। ৫ অনন্তর শিখিম্ আমার দীণা কন্যাকে ভ্রষ্টা করিল, এই কথা যাকুব্ শুনিল। ঐ সময়ে তাহার পুত্রগণ প্রান্তরে পশুপালের সঙ্গে ছিল; অতএব যাকুব্ তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিল। ৬ অপর শিখিমের পিতা হমোর্ যাকুবের সহিত কথোপকথন করিতে গেল। ৭ এবং যাকুবের পুত্রগণও ঐ সংবাদ পাইয়া প্রান্তরহইতে আসিয়াছিল; পরন্তু যাকুবের কন্যার সহিত শয়ন করাতে শিখিম ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যে অধর্ম ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহারা মনস্তাপিত ও অতি ক্রোধান্বিত ছিল। ৮ তখন হমোর্ তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, তোমাদের এই কন্যাতে আমার পুত্র শিখিমের মন আসক্ত হইল; অতএব নিবেদন করি, আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেও, ৯ এবং আমাদের সহিত কুটুম্বতা কর; তোমাদের কন্যাগণ আমাদিগকে দান কর, এবং আমাদের কন্যাদিগকে তোমরাও গ্রহণ কর। ১০ এবং আমাদের সহিত বাস কর; এই দেশ তোমাদের সম্মুখে আছে, তোমরা তাহার মধ্যে বসতি ও বাণিজ্য ও অধিকার কর। ১১ এবং শিখিম্ দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহদৃষ্টি হউক, তাহাতে যাহা কহিবা, তাহাই দিব। ১২ যৌতুক ও দান যত অধিক চাহিবা, তোমাদের বাক্যানুসারে তাহাই দিব; কোন মতে আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেও। ১৩ কিন্তু শিখিম্ তাহাদের দীণা ভগিনীকে ভ্রষ্টা করিয়াছিল, এই হেতুক যাকুবের পুত্রগণ ছল করিয়া শিখিমকে ও তাহার পিতা হমোরকে এই উত্তর দিল, ১৪ অচ্ছিন্নত্বক্ লোককে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম্ম আমরা করিতে পারি না, কেননা তাহা আমাদের অপমানস্বরূপ। ১৫ কেবল এক কর্ম্ম করিলে আমরা সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক পুরুষ যদি ছিন্নত্বক্ হও, ১৬ তবে আমরা তোমাদিগকে আপনাদের কন্যাগণ দিব, এবং তোমাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিব, ও তোমাদের সহিত বাস করিয়া একজাতি হইব। ১৭ কিন্তু যদি ত্বক্ছেদ বিষয়ে আমাদের কথা না শুন, তবে আপনাদের ঐ কন্যাকে লইয়া চলিয়া যাইব; ১৮ তখন তাহাদের এই কথাতে হমোর ও তাহার পুত্র শিখিম্ সন্তুষ্ট হইল। ১৯ এবং সেই যুবা অবিলম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা সে যাকুবের কন্যাতে অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং আপন পিতৃপরিবার সকলহইতে সম্ভ্রান্তও ছিল।

২০ পরে হমোর্ ও তাহার পুত্র শিখিম্ আপন নগরদ্বারে আসিয়া নগরনিবাসিদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, ২১ এ লোকেরা আমাদের সহিত নির্ব্বিরোধী; অতএব আইস আমরা ইহাদিগকে এই দেশে বাস ও বাণিজ্য করিতে দি; কেননা দেখ, এই দেশ তাহাদের নিমিত্তে যথেষ্ট আছে; এবং তাহাদের কন্যাগণকে আমরা গ্রহণ করিব, ও আমাদের কন্যাগণ তাহাদিগকে দিব। ২২ কিন্তু তাহাদের এই পণ আছে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তাহাদের সদৃশ ত্বক্ছেদী হয়, তবে তাহারা আমাদের সহিত বাস করিয়া একজাতি হইতে সম্মত আছে। ২৩ আর তাহাদের ধন ও সম্পত্তি ও পশু সকল কি আমাদের হইবে না? আমরা তাহাদের কথা স্বীকার করিলেই তাহারা আমাদের সহিত বাস করিবে। ২৪ তখন সেই নগরের দ্বার দিয়া বহির্গমনকারি সকল লোক হমোরের ও তাহার পুত্র শিখিমের ঐ কথা মানিল, এবং তাহার নগরদ্বার দিয়া বহির্গমনকারি তাবৎ পুরুষেরই ত্বক্ছেদ হইল।

২৫ অপর তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে দীণার সহোদর শিমিয়োন্ ও লেবি, যাকুবের এই দুই পুত্র খড়্গ গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ নগর আক্রমণ করিয়া তাবৎ পুরুষকে বধ করিল। ২৬ এবং হমোরকে ও তাহার পুত্র শিখিমকে খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের গৃহহইতে দীণাকে লইয়া গেল। ২৭ এবং তাহাদের ভগিনীকে ভ্রষ্টা করাতে যাকুবের পুত্রগণ হত লোকদের নিকটে আসিয়া নগর লুট করিল। ২৮ এবং তাহাদের মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ সকল, এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ তাবৎ দ্রব্য হরণ করিল। ২৯ এবং তাহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া তাহাদের তাবৎ ধন ও গৃহের সর্ব্বস্ব লুট করিল। ৩০ তখন যাকুব্ শিমিয়োনকে ও লেবিকে কহিল, তোমরা এতদ্দেশনিবাসি কিনানীয় ও পিরিষীয় লোকদের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া ব্যাকুল করিলা; আমার লোক অল্প, এই প্রযুক্ত তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া আমাকে বধ করিবে; তাহাতে আমি সপরিবারে বিনষ্ট হইব। ৩১ তাহারা উত্তর করিল, যেমন বেশ্যার সহিত, তেমনি আমাদের ভগিনীর সহিত ব্যবহার করা কি তাহার কর্ত্তব্য?

৩৫ অধ্যায়।

১ অনন্তর ঈশ্বর যাকুবকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর; এবং তোমার এষৌ ভ্রাতার নিকটহইতে পলায়নকালে যে ঈশ্বর

তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর। ২ তাহাতে যাকুব্ আপন পরিজন ও সঙ্গি লোক সকলকে কহিল, তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা আছে, তোমরা তাহা দূর করিয়া শুচি হইয়া বস্ত্রান্তর পরিধান কর। ৩ এবং আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই; যে ঈশ্বর আমার দুঃখসময়ে প্রার্থনা শুনিয়া আমার গমনপথে সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি। ৪ তাহাতে তাহারা আপনাদের নিকটস্থিত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল লইয়া যাকুবকে দিলে সে ঐ সকল লইয়া শিখিমের নিকটবর্ত্তি এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া তথাহইতে যাত্রা করিল। ৫ তখন চতুর্দ্দিক্স্থিত নগরে ঈশ্বরহইতে ভয় উপস্থিত হওয়াতে তথাকার লোকেরা যাকুবের পুত্রদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইল না।

৬ পরে যাকুব্ ও তাহার সঙ্গিসমূহ কিনান্ দেশের লূস্ নগরে অর্থাৎ বৈথেলে আইলে ৭ সে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানের নাম এল-বৈথেল্ (বৈথেলের ঈশ্বর) রাখিল; কারণ ভ্রাতৃভয়ে যাকুবের পলায়ন কালে ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। ৮ অপর রিব্কার দিবোরা নাম্নী ধাত্রীর মৃত্যু হইলে বৈথেলের অধঃস্থিত অলোন্ বৃক্ষের তলে তাহার কবর হইল, এবং সেই স্থানের নাম অলোন্-বাখুৎ (শোকবৃক্ষ) হইল।

৯ পরে যাকুব্ পদ্দন্-অরামহইতে প্রত্যাগমন করিলে ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ১০ ফলতঃ ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তোমার যাকুব্ নাম আছে, কিন্তু সেই যাকুব্ নাম আর থাকিবে না; তোমার নাম ইস্রায়েল্ হইবে; অপর তাহার নাম ইস্রায়েল্ রাখিলেন। ১১ ঈশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, আমিই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি প্রজাবান ও বহুবংশ হও; তোমাহইতে কেবল এক জাতি নয়, অনেক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও তোমার ঔরসে রাজগণ জন্মিবে। ১২ এবং আমি ইব্রাহীমকে ও ইস্হাককে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবিবংশকে দিব। ১৩ এই রূপ কথোপকথন করিয়া ঈশ্বর তথাহইতে ঊর্দ্ধ্বগমন করিলেন। ১৪ তাহাতে যাকুব্ সেই কথোপকথনস্থানে এক স্তম্ভ অর্থাৎ প্রস্তরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার উপরে পানীয় নৈবেদ্য ও তৈল ঢালিল। ১৫ এবং যাকুব্ ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনস্থানের নাম বৈথেল্ (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিল।

১৬ অনন্তর তাহারা বৈথেলহইতে প্রস্থান করিল, কিন্তু ইফ্রাথায় উপস্থিত হওনের অল্প পথ অবশিষ্ট থাকিতে রাহেলের প্রসববেদনা হইল; এবং তাহার প্রসব করণে অতি কষ্ট হইল। ১৭ এবং প্রসবব্যথা অতিশয় হইলে ধাত্রী তাহাকে কহিল, ভয় করিও না, তুমি এবারও পুত্র প্রসব করিবা। ১৮ তথাপি সে মরিল, এবং প্রাণবিয়োগ সময়ে পুত্রের নাম বিনোনী (কষ্টজাত পুত্র) রাখিল, কিন্তু তাহার পিতা তাহার নাম বিন্যামীন্ (দক্ষিণ হস্ত পুত্র) রাখিল। ১৯ এই রূপে রাহেলের মৃত্যু হইলে ইফ্রাথা অর্থাৎ বৈৎলেহমে যাওন পথের নিকটে তাহার কবর হইল। ২০ পরে যাকুব্ তাহার কবরের উপরে এক স্তম্ভ স্থাপন করিল; রাহেল-কবরস্থ সেই স্তম্ভ অদ্যাপি আছে।

২১ পরে ইস্রায়েল্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া মিগ্দল্-এদর (পালের দুর্গ) পার হইয়া তাহার নিকটে তাম্বু স্থাপন করিল। ২২ সেই দেশে ইস্রায়েলের বাস করণ কালে রূবেন্ আপন পিতার বিল্হা নাম্নী উপপত্নীতে গমন করিলে ইস্রায়েল্ তাহা শুনিল। যাকুবের দ্বাদশ পুত্র ছিল; ২৩ তাহাদের মধ্যে রূবেন্ জ্যেষ্ঠ; সে ও শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও সিবূলূন্, ইহারা লেয়ার গর্ব্ভজাত। ২৪ এবং যূষফ্ ও বিন্যামীন্ রাহেলের গর্ব্ভজাত। ২৫ এবং দান্ ও নপ্তালি রাহেলের বিল্হা দাসীর গর্ব্ভজাত। ২৬ এবং গাদ্ ও আশের্ লেয়ার সিল্পা দাসীর গর্ব্ভজাত ছিল। যাকুবের এই সকল পুত্র পদ্দন্-অরামে জন্মিয়াছিল।

২৭ পরে কিরিয়থর্ব্ব অর্থাৎ হিব্রোন্ নগরের নিকটবর্ত্তি মম্রি স্থানে যাকুব্ আপন পিতা ইস্হাকের নিকটে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ বাস করিয়াছিল। ২৮ সেই ইস্হাকের আয়ুর পরিমাণ এক শত আশী বৎসর ছিল। ২৯ পরে ইস্হাক্ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের সহিত সংগৃহীত হইল; এবং তাহার পুত্র এষৌ ও যাকুব্ তাহার কবর দিল।

৩৬ অধ্যায়।

১ ঐ এষৌর নাম ইদোমও ছিল; তাহার বংশাবলি। ২ এষৌ কিনানীয়দের দুই কন্যাকে অর্থাৎ হিত্তীয় এলোনের কন্যা আদাকে, ও হিব্বীয় সিবিয়োনের পৌত্রী অনার কন্যা অহলীবামাকে, ৩ তদ্ভিন্ন ইস্মায়েলের বাসিমৎ নাম্নী কন্যা নিবায়োতের ভগিনীকে বিবাহ করিল। ৪ অনন্তর এষৌর ঔরসে আদার গর্ব্ভে ইলীফস্, ও বাসিমতের গর্ব্ভে রূয়েল্ জন্মিল। ৫ এবং অহলীবামার গর্ব্ভে যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ জন্মিল। এষৌর এই সকল সন্তান কিনানদেশে জন্মিল।

৬ পরে এষৌ আপন ভার্য্যাগণ ও পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও গৃহস্থিত অন্য ২ সকল লোককে, এবং আপন পশ্বাদি সমস্ত ধন এবং কিনান্দেশে উপার্জ্জিত তাবৎ সম্পত্তি লইয়া যাকুব্ ভ্রাতার নিকটহইতে অন্য দেশে প্রস্থান করিল। ৭ কেননা তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য হওয়াতে একত্র বাস সম্ভোষ্য হইল না, এবং পশুধন প্রযুক্ত তাহাদের

এই প্রবাসস্থানে কুলান হইল না। ৮ এই রূপে এষৌ সেয়ীর্ পর্ব্বতে বাস করিল; ঐ এষৌর নাম ইদোমও ছিল।

৯ অপর সেয়ীর্ পর্ব্বতস্থ ইদোমীয়দের পূর্ব্বপুরুষ এষৌর বংশাবলি। ১০ এষৌর সন্তানদের নাম এই ২। এষৌর আদা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ইলীফস্, ও বাসিমৎ নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রূয়েল্। ১১ এবং ইলীফসের পুত্র তৈমন্ ও ওমার্ ও সিফো ও গয়িতম্ ও কিনস্। ১২ এবং এষৌর পুত্র ইলীফসের তিম্না নাম্নী যে উপপত্নী ছিল, তাহার গর্ভজাত অমালেক্; এই সকলে এষৌর আদা পত্নীর পৌত্র। ১৩ এবং রূয়েলের সন্তান নহৎ ও সেরহ ও শম্ম ও মিসা; ইহারা এষৌর ভার্য্যা বাসিমতের পৌত্র। ১৪ এবং সিবিয়োনের পৌত্রী অনার কন্যা যে অহলীবামা এষৌর ভার্য্যা ছিল, তাহার সন্তান যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ।

১৫ এষৌর বংশজ রাজগণের বংশাবলি। এষৌর জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ইলীফস্, তাহার পুত্র রাজা তৈমন্ ও রাজা ওমার্ ও রাজা সিফো ও রাজা কিনস ১৬ ও রাজা কোরহ ও রাজা গয়িতম ও রাজা অমালেক্; ইদোম দেশের ইলীফস্ বংশীয় এই রাজগণ আদার পৌত্র ছিল। ১৭ এষৌর পুত্র রূয়েলের সন্তান রাজা নহৎ ও রাজা সেরহ ও রাজা শম্ম ও রাজা মিসা; ইদোম্ দেশের রূয়েল্ বংশীয় এই রাজগণ এষৌর বাসিমৎ ভার্য্যার পৌত্র ছিল। ১৮ এবং এষৌর অহলীবামা স্ত্রীর পুত্র রাজা যিয়ূশ ও রাজা যালম্ ও রাজা কোরহ; ইহারা অনার কন্যা যে এষৌর ভার্য্যা অহলীবামা, তাহার গর্ভজাত রাজগণ। ১৯ ইহারা এষৌর অর্থাৎ ইদোমের ঔরসজাত পুত্র ও রাজা।

২০ পূর্ব্বকালের তদ্দেশনিবাসি হোরীয় সেয়ীরের সন্তান লোটন্ ও শোবল্ ও সিবিয়োন্ ও অনা ২১ ও দিশোন্ ও এৎসর্ ও দীশন্; সেয়ীরের এই পুত্রগণ ইদোম্ দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা ছিল। ২২ লোটনের পুত্র হোরি ও হেমম্, এবং লোটনের তিম্না নামে ভগিনী ছিল। ২৩ এবং শোবলের পুত্র অল্বন্ ও মানহৎ ও এবল্ ও শিফো ও ওনম্। ২৪ এবং সিবিয়োনের পুত্র অয়া ও অনা; এই অনা আপন পিতা সিবিয়োনের গর্দ্দভ চরাওন সময়ে প্রান্তরে উষ্ণ জলের উনুই পাইয়াছিল। ২৫ ঐ অনার পুত্র দিশোন্ ও কন্যা অহলীবামা। ২৬ এবং দিশোনের পুত্র হিম্দন্ ও ইশ্বন্ ও যিত্রন্ ও কিরান্। ২৭ এবং এৎসরের পুত্র বিল্হন্ ও সাবন্ ও যাকন্। ২৮ এবং দীশনের পুত্র ঊষ্ ও অরান্। ২৯ হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা এই ২; রাজা লোটন্ ও রাজা শোবল্ ও রাজা সিবিয়োন্ ও রাজা অনা ৩০ ও রাজা দিশোন্ ও রাজা এৎসর ও রাজা দীশন্। ইহারা সেয়ীর দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা ছিল।

৩১ অপর ইস্রায়েলের সন্তানদের রাজত্ব হওনের পূর্ব্বে ইহারা ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। ৩২ বিয়োরের বেলা নামে পুত্র ইদোম্ দেশে রাজত্ব করিল, এবং দিনহাবা নগর তাহার রাজধানী ছিল। ৩৩ এবং বেলা মরিলে পর তাহার পদে বস্রা নিবাসি সেরহের পুত্র যোবব্ রাজত্ব করিল। ৩৪ এবং যোবব্ মরিলে পর তৈমন্ দেশীয় হূশম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। ৩৫ এবং হূশম্ মরিলে পর বিদদের পুত্র যে হদদ্ মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়নকে জয় করিল, সে তাহার পদে রাজত্ব করিল, এবং তাহার রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। ৩৬ এবং হদদ্ মরিলে পর মস্রেকা নিবাসি সম্ল তাহার পদে রাজত্ব করিল। ৩৭ এবং সম্ল মরিলে পর ফরাৎ নদীর নিকটবর্ত্তি রিহোবোৎ নিবাসি শৌল্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। ৩৮ এবং শৌল মরিলে পর অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। ৩৯ এবং অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্ মরিলে পর হদর্ তাহার পদে রাজত্ব করিল; পায় নগর তাহার রাজধানী ছিল, এবং মিহেটবেল্ নামে তাহার স্ত্রী ছিল, সে মট্রেদের কন্যা ও মেষাহবের দৌহিত্রী ছিল।

৪০ এষৌহইতে উৎপন্ন এবং নাম ও স্থান ও গোষ্ঠী ভেদে যে২ রাজা ছিল, তাহাদের নাম: রাজা তিম্ন ও রাজা অল্বা ও রাজা যিথেৎ ৪১ ও রাজা অহলীবামা ও রাজা এলা ও রাজা পীনোন্ ৪২ ও রাজা কিনস্ ও রাজা তৈমন্ ও রাজা মিব্সর্ ৪৩ ও রাজা মগ্দীয়েল্ ও রাজা ঈরম। ইহারা আপন২ রাজ্যভেদে ও রাজধানীভেদে ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। ইদোমীয়দের আদিপুরুষ এষৌর বংশাবলি সমাপ্ত।

৩৭ অধ্যায়।

১ তদবধি যাকুব্ আপন পিতার প্রবাসস্থান কিনান্ দেশে বাস করিল। ২ যাকুবের চরিত্রের বিবরণ এই। যূষফ্ সতের বৎসর বয়সের সময়ে আপন ভ্রাতৃগণের সহিত পশুপাল চরাইতে লাগিল; সে আপন পিতৃভার্য্যা বিল্হার ও সিল্পার পুত্রগণের অনুচর ছিল, এবং ঐ ভ্রাতৃগণের কুব্যবহারের বার্ত্তা পিতার নিকটে উপস্থিত করিত। ৩ এবং ঐ যূষফ্ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ সকল পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসিত, এবং তাহাকে নানাবর্ণের উত্তরীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ৪ কিন্তু পিতা সকল পুত্র অপেক্ষা যূষফকে অধিক ভাল বাসে, ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে ঘৃণা করাতে তাহার প্রতি প্রেমের কথা কহিতে পারিল না।

৫ অপর যূষফ্ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে তাহা কহিল; ইহাতে তাহারা তাহার প্রতি আরো অধিক ঘৃণা করিল। ৬ ফলতঃ সে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা নিবেদন করি, শুন। ৭ দেখ, আমরা ক্ষেত্রেতে আটি বান্ধিতেছিলাম, তাহাতে

আমার আটি উঠিয়া দাঁড়াইলে তোমাদের আটি সকল আমার আটিকে চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া প্রণাম করিল। ৮ ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল, তুই কি আমাদের রাজা হবি? আমাদের উপরে কি কর্তৃত্ব করিবি? পরে তাহারা ঐ স্বপ্ন ও কথা প্রযুক্ত তাহার প্রতি আরো ঘৃণা করিল।

৯ অনন্তর যূষফ্ আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে প্রকাশ করিল। সে কহিল, দেখ, আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ, সূর্য্য ও চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণাম করিল। ১০ কিন্তু যূষফ্ আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে ইহা কহিলে তাহার পিতা তাহাকে ধম্‌কাইয়া কহিল, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলা? আমি ও তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া কি তোমাকে প্রণাম করিব? ১১ তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি আরো ঈর্ষ্যা করিল, কিন্তু তাহার পিতা সে কথা মনে রাখিল।

১২ তদনন্তর যূষফের ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল চরাইতে শিখিমে গেলে পর ১৩ ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে পশুপাল চরায় না? আইস, আমি তাহাদের কাছে তোমাকে পাঠাই; তাহাতে যূষফ্ কহিল, আমি উপস্থিত আছি। ১৪ তখন ইস্রায়েল্ তাহাকে কহিল, তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণ ও পশুপাল ভাল আছে কি না, তাহা দেখিয়া আমাকে সংবাদ দেও। এই রূপে সে হিব্রোণের উপত্যকাহইতে যূষফকে বিদায় করিলে সে শিখিমে গেল।

১৫ তখন এক মনুষ্য যূষফকে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অন্বেষণ করিতেছ? ১৬ সে কহিল, আপন ভ্রাতৃগণের অন্বেষণ করিতেছি; তাহারা কোথায় পশুপাল চরাইতেছে? বিনয় করি, তাহা আমাকে বল। ১৭ সে মনুষ্য কহিল, তাহারা এ স্থানহইতে গিয়াছে, কেননা আমরা দোথনে যাইব, তাহাদের এই কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব যূষফ্ আপন ভ্রাতাদের পশ্চাৎ২ গিয়া দোথনে তাহাদের সাক্ষাৎ পাইল।

১৮ অপর নিকটবর্ত্তী হওনের পূর্ব্বে তাহারা দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া বধ করিতে মন্ত্রণা করিয়া ১৯ পরস্পর কহিল, ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক আসিতেছে। ২০ আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দি; পরে কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে খাইয়াছে, এই কথা কহিব; তাহাতে তাহার স্বপ্ন সকলের কি হয়, তাহা দেখি। ২১ কিন্তু রূবেন্ তাহা শুনিয়া তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করণার্থে কহিল, না, আমরা উহাকে বধ করিব না। ২২ রূবেন্ তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া পিতার নিকটে পাঠাইতে মনস্থ করাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত না করিয়া উহাকে প্রান্তরের এই গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও, কিন্তু উহার প্রতি হস্ত তুলিও না।

২৩ পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণের নিকটে আইলে তাহারা তাহার গাত্রীয় বস্ত্র, অর্থাৎ নানা বর্ণের বস্ত্র খুলিয়া লইয়া ২৪ তাহাকে ধরিয়া এক গর্ত্তে ফেলিয়া দিল; কিন্তু সেই গর্ত্ত শূন্য, তাহাতে জল ছিল না। ২৫ পরে তাহারা ভোজন করিতে বসিয়া চাহিয়া দেখিল, গিলিয়দ্‌হইতে এক দল ইস্‌মায়েলীয় ব্যবসায়ি লোক উষ্ট্রবাহনে সুগন্ধি দ্রব্য ও গুগ্‌গুলু ও গন্ধরস লইয়া মিসর্ দেশে যাইতেছে। ২৬ তখন যিহূদা ভ্রাতৃগণকে কহিল, ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ? ২৭ আইস, আমরা এই ইস্‌মায়েলীয়দের হস্তে তাহাকে বিক্রয় করি; তাহার হিংসা করিব না; কেননা সে আমাদের ভ্রাতা ও আমাদের মাংসস্বরূপ; তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ সম্মত হইল। ২৮ তখন সেই মিদিয়নীয় বণিকেরা নিকটস্থ হইলে তাহারা যূষফকে গর্ত্তহইতে টানিয়া তুলিল; এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রা লইয়া ইস্‌মায়েলীয়দের হস্তে যূষফকে বিক্রয় করিল; তাহাতে তাহারা যূষফকে মিসরদেশে লইয়া গেল।

২৯ পরে রূবেন্ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া গিয়া যূষফ্ গর্ত্তে নাই, ইহা দেখিয়া আপন বস্ত্র চিরিল। ৩০ এবং ভ্রাতাদের নিকটে আসিয়া কহিল, সেই বালক নাই, এখন আমি কোথায় যাই? ৩১ পরে তাহারা যূষফের বস্ত্র লইয়া একটা ছাগ মারিয়া তাহার রক্তে ডুবাইল। ৩২ পরে সেই নানাবর্ণ বস্ত্র পিতার নিকটে পাঠাইয়া কহিল, আমরা এই মাত্র পাইলাম, ইহা তোমার পুত্রের বস্ত্র বটে কি না, তাহা দেখ। ৩৩ তাহাতে সে তাহা চিনিয়া কহিল, ইহা আমার পুত্রের বস্ত্র বটে; কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে খাইয়াছে, যূষফ্ অবশ্য খণ্ডে২ ছিন্ন হইয়াছে। ৩৪ তখন যাকুব্ আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট পরিধান করিয়া পুত্রের জন্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। ৩৫ এবং তাহার পুত্রগণ ও কন্যাগণ উঠিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলে, সে প্রবোধ না মানিয়া কহিল, আমি শোকেতে পুত্রের নিকটে পরলোকে গমন করিব। এই রূপে তাহার পিতা তাহার জন্যে রোদন করিল। ৩৬ পরে সেই মিদিয়নীয়েরা মিসরদেশে পোটীফর্ নামে ফিরৌণের রক্ষকসেনাধিপতির নিকটে যূষফকে বিক্রয় করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের নিকটহইতে অদুল্লমীয় হীরা নামে এক মনুষ্যের নিকটে গেলে ২ সে স্থানে শূয় নামে কোন কিনানীয় পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে লইয়া তাহাতে উপগত হইল। ৩ অতএব সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে সে তাহার নাম এর রাখিল। ৪ পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম ওনন্ রাখিল। ৫ পুনর্ব্বার

তাহার গর্ভ্ত হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল; ইহার জন্মকালে যিহূদা কিষীবে ছিল। ৬ পরে যিহূদা তামর্ নাম্নী কোন কন্যাকে আনিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের বিবাহ দিল। ৭ কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়াতে পরমেশ্বর তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। ৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ কর, ও তাহাতে উপগত হইয়া ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন কর। ৯ কিন্তু ঐ বংশ আপনার হইবে না, ইহা বুঝিয়া ওনন্ ভ্রাতৃভার্য্যাতে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করণের অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। ১০ তাহার এমত কর্ম্মেতে পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেও নষ্ট করিলেন। ১১ তখন যিহূদা ঐ তামর্ নাম্নী পুত্রবধূকে কহিল, যে পর্য্যন্ত আমার শেলা পুত্র বড় না হয়, তাবৎ তুমি বিধবা হইয়া আপন পিত্রালয়ে গিয়া থাক। কেননা সে ভাবিল, পাছে ভ্রাতাদের ন্যায় শেলাও মরে। অতএব তামর্ পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিল।

১২ অপর বহুদিবসানন্তর শূয়ের কন্যা যিহূদার ভার্য্যা মরিলে পর যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত হইয়া অদুল্লমীয় হীরা নামক বন্ধুর সহিত তিম্নাথায় আপন মেষলোমচ্ছেদকদের নিকটে চলিল। ১৩ তখন তোমার শ্বশুর তিম্নাথাতে আপন মেষলোম কাটিতে যাইতেছে, এক জন তামরকে এই সমাচার দিল। ১৪ তাহাতে তামর্ বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবরক বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তিম্নাথার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনমের প্রবেশস্থানে বসিয়া থাকিল; কারণ সে দেখিল, শেলা বড় হইলেও তাহার সহিত বিবাহ হইল না।

১৫ তখন যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা জ্ঞান করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। ১৬ অতএব সে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে কহিল, আইস, আমি তোমাতে উপগত হই; তাহাতে তামর্ কহিল, তুমি উপগত হওনের কারণ আমাকে কি দিবা? ১৭ সে কহিল, পালহইতে একটা ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর্ কহিল, যাবৎ তাহা না দেও, তাবৎ আমাকে কি কোন বন্ধক দিবা? ১৮ যিহূদা কহিল, কি বন্ধক দিব? তামর্ কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি। তখন যিহূদা তামরকে সেই সকল দিয়া তাহাতে উপগত হইলে সে গর্ভ্তবতী হইল। ১৯ অনন্তর তামর্ উঠিয়া প্রস্থান করিল, এবং আবরক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বৈধব্য বস্ত্র পরিধান করিল। ২০ অপর যিহূদা ঐ স্ত্রীহইতে বন্ধক দ্রব্য লইতে আপন অদুল্লমীয় বন্ধুদ্বারা ছাগবৎস পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার দেখা পাইল না। ২১ অতএব সে তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐনমে পথের পার্শ্বে যে বেশ্যা থাকে, সে কোথায়? তাহারা কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। ২২ পরে সে যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি তাহার দেখা পাইলাম না, এবং তথাকার লোকেরাও কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। ২৩ তখন যিহূদা কহিল, তাহার স্থানে যাহা আছে, সে তাহা লউক, আমরা কেন লজ্জাস্পদ হইব? দেখ, আমি ছাগবৎস পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার দেখা পাইলা না।

২৪ অপর প্রায় তিন মাসের পরে কেহ যিহূদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হইয়াছে, তাহাতে তাহার গর্ভ্ত হইয়াছে; তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ কর। ২৫ পরে তাহাকে বাহিরে আনিলে সে শ্বশুরকে কহিয়া পাঠাইল, যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষহইতে আমার গর্ভ্ত হইয়াছে; আরো কহিল, এই মোহর ও সূত্র ও যষ্টি কাহার? তাহা চিনিয়া দেখ। ২৬ তখন যিহূদা সেই সকল বস্তু আপনার স্বীকার করিয়া কহিল, সে আমাহইতেও অধিক ধর্ম্মিষ্ঠা, কেননা আমি তাহাকে আপন শেলা পুত্রকে দিলাম না; কিন্তু যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না।

২৭ অপর তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তাহার উদরহইতে যমজ সন্তান জন্মিল। ২৮ আর তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে এক বালকের হস্ত নির্গত হইল; তাহাতে ধাত্রী তাহার সেই হস্তে রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া কহিল, এই জ্যেষ্ঠ। ২৯ কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি প্রকারে ভেদ করিয়া আইলা? অতএব তাহার নাম পেরস্ (ভেদ) হইল। ৩০ পরে হস্তে রক্তবর্ণ-সূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ হইল।

৩৯ অধ্যায়।

১ যূষফ্ মিসরদেশে আনীত হইলে পর ফিরৌণ-রাজের এক জন ভৃত্য অর্থাৎ মিস্রীয় পোটীফর নামে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তথায় আনয়নকারি ইস্মায়েলীয় লোকদের হইতে তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল। ২ কিন্তু পরমেশ্বরের সহায়তা প্রযুক্ত যূষফ্ শুভান্বিত হইল, ও আপন মিস্রীয় প্রভুর গৃহে বাস করিল। ৩ তাহাতে পরমেশ্বরের সহায়তাতে তাহার কৃত সমস্ত কর্ম্মই সফল হয়, ইহা সেই প্রভু আপনি দেখিল। ৪ অতএব সে তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া আপনার সেবাতে নিযুক্ত করিল, এবং আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাহার হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল। ৫ এই রূপে যূষফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করণাবধি যূষফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হওয়াতে বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাহার তাবৎ সম্পদের প্রতি পরমেশ্বরের আশী-

র্ব্বাদ বর্ত্তিল। ৬ অতএব সে যূষফের হস্তে আপন সর্ব্বস্বের এমত ভার দিল, যে আপনি স্বীয় খাদ্য দ্রব্য ব্যতিরেকে আর কিছুরই অনুসন্ধান করিত না।

৭ যূষফ্ রূপেতে ও সৌন্দর্য্যেতে মনোহর ছিল; এ কারণ সময়ক্রমে তাহার প্রভুর ভার্য্যা যূষফের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি আমার সহিত শয়ন কর। ৮ কিন্তু যূষফ্ অস্বীকার করিয়া প্রভুর স্ত্রীকে কহিল, দেখ, আমার প্রভু আমাকেই ভার দিয়া এই বাটীতে যাহা আছে, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না; তিনি আমার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। ৯ এই বাটীতে আমা অপেক্ষা কেহই বড় নাই; তিনি তাবতের মধ্যে কেবল তোমাকেই আমার অধীন করেন নাই, কারণ তুমি তাঁহার ভার্য্যা। অতএব আমি কি রূপে এমত মহাদোষ করিয়া ঈশ্বরের গোচরে পাপ করিতে পারি। ১০ তথাপি সে স্ত্রী যূষফকে আপনার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা আপনার নিকটে থাকিতে প্রতিদিন কহে; কিন্তু যূষফ তাহার কথায় সম্মত হয় না। ১১ পরে এক দিন কোন কার্য্যক্রমে যূষফ্ গৃহের অভ্যন্তরে গেলে, বাটীর অন্য ভৃত্য তথায় না থাকাতে ১২ সে স্ত্রী যূষফের বস্ত্র ধরিয়া, আমার সহিত শয়ন কর, ইহা বলিয়া টানাটানি করিল; কিন্তু যূষফ্ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইল। ১৩ তখন যূষফ্ তাহার হস্তে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইল, ইহা দেখিয়া ১৪ সে স্ত্রী নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, কর্ত্তা আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতে ইব্রীয় এক পুরুষকে আনিয়াছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিতে আমার নিকটে আসিয়াছিল; ১৫ পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে সে আমার উচ্চৈঃস্বর শুনিবামাত্র আমার নিকটে নিজ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। ১৬ পরে সে স্ত্রী ঐ বস্ত্র আপনার নিকটে রাখিয়া স্বামির গৃহাগমন অপেক্ষা করিয়া ১৭ সেই বাক্যানুসারে তাহাকেও কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে আমাদের নিকটে আনিয়াছ, সে আমার সহিত ঠাট্টা করিতে নিকটে আসিয়াছিল; ১৮ পরে আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে আমার নিকটে এই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। ১৯ তখন তোমার দাস আমার প্রতি এই২ ব্যবহার করিয়াছে, ভার্য্যার মুখে এমত কথা শুনিয়া যূষফের প্রভু ক্রোধেতে প্রজ্বলিত হইয়া ২০ যূষফকে লইয়া রাজবন্দিগণের বাসস্থান কারাগারে রাখিল; তাহাতে যূষফ্ সেই কারাগারে থাকিল। ২১ কিন্তু পরমেশ্বর যূষফের সহায় হইয়া তাহার প্রতি আপন দয়া বর্ত্তাইয়া তাহাকে কারারক্ষকের অনুগ্রহপাত্র করিলেন। ২২ তাহাতে সেই কারারক্ষক কারাস্থিত তাবৎ বন্দিলোকের ভার যূষফের হস্তে সমর্পণ করিলে তথাকার তাবৎ কর্ম্ম যূষফের আজ্ঞানুসারে চলিতে লাগিল। ২৩ কারারক্ষক যূষফের হস্তগত কোন বিষয়ের অনুসন্ধানও করিত না, কেননা পরমেশ্বর তাহার সহায় হইয়া তাহার কৃত সকল কর্ম্ম সফল করিতেন।

৪০ অধ্যায়।

১ অপর মিস্রীয় রাজার পানপাত্রবাহক ও মোদক আপনাদের প্রভু মিস্রীয় রাজার কাছে অপরাধী হইলে ২ ফিরৌন্ আপনার সেই দুই ভৃত্যের প্রতি অর্থাৎ ঐ প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, ৩ যে রক্ষক সৈন্যাধিপতির কারাগারে যূষফ্ ছিল, সেই স্থানে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিল। ৪ তাহাতে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তাহাদের নিকটে যূষফকে নিযুক্ত করিলে যূষফ্ তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা কিছু দিন কারাগারে থাকিল।

৫ অপর মিস্রীয় রাজার ঐ কারাবদ্ধ পানপাত্রবাহক ও মোদক দুই জন এক রাত্রিতে দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিল। ৬ তাহাতে যূষফ্ প্রত্যূষে তাহাদের নিকটে আগমন কালে তাহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিল। ৭ তখন ফিরৌনের ঐ যে দুই ভৃত্য তাহার সহিত প্রভুর কারাগারে বদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য তোমাদের মুখ বিষণ্ণ কেন? ৮ তাহারা উত্তর করিল, আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার অর্থকারক কেহ নাই। তখন যূষফ্ তাহাদিগকে কহিল, অর্থ করিবার শক্তি কি ঈশ্বরহইতে হয় না? বিনয় করি, তোমাদের স্বপ্ন আমাকে বল। ৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যূষফকে আপন স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি স্বপ্নে সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম। ১০ তাহার তিন শাখা ছিল; পরে সে পল্লবিত হইলে তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে২ তাহার ফল হইয়া পক্ক হইল। ১১ তখন আমার হস্তে ফিরৌনের পানপাত্র থাকাতে আমি সেই দ্রাক্ষাফল লইয়া রাজার পাত্রে নিঙ্গড়াইয়া ফিরৌনের হস্তে সেই পাত্র দিলাম। ১২ তাহাতে যূষফ্ তাহাকে কহিল, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন শাখাতে তিন দিন বুঝায়। ১৩ তিন দিনের মধ্যে ফিরৌন্ তোমার বিচার করিয়া তোমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিবে; তাহাতে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় পানপাত্রবাহক হইয়া পুনর্ব্বার ফিরৌনের হস্তে পানপাত্র দিবা। ১৪ কিন্তু যখন তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও, এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া ফিরৌনের গোচরে আমার বিষয়ে কথা কহিয়া আমাকে এই কারাগারহইতে উদ্ধার করিও। ১৫ কেননা ইব্রীয়দের দেশহইতে আমাকে নিতান্তই চুরি করিয়া আনিয়াছে; আর আমি যে এই কারাকূপে বদ্ধ হই, এ স্থানেও এমত কোন কর্ম্ম করি নাই। ১৬ অপর প্রধান মোদক তাহার অর্থকথন উত্তম জানিয়া যূষফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; আমার মস্তকোপরি শুক্ল পিষ্টকের

তিনটী চুপড়ি ছিল। ১৭ তাহার উপরের চুপড়িতে ফিরৌণের ভোজনার্থে নানা প্রকার পক্কান্ন ছিল; তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থ চুপড়িহইতে তাহা লইয়া খাইল। ১৮ তখন যূষফ্ উত্তর করিল, ইহার অর্থ এই, সেই তিন চুপড়িতে তিন দিন বুঝায়। ১৯ তিন দিনের মধ্যে ফিরৌন্ তোমার বিচার করিয়া তোমাকে বৃক্ষোপরি উদ্বন্ধন করিবে, এবং পক্ষিগণ আসিয়া শরীরহইতে তোমার মাংস খাইবে।

২০ অপর তৃতীয় দিনে ফিরৌণের জন্মদিন হওয়াতে সে আপন সকল ভৃত্যদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল; তাহাতে আপনার তাবৎ দাসের সাক্ষাতে প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের বিচার করিল। ২১ পরে সে যূষফের অর্থকথনানুসারে ফিরৌণের হস্তে পানপাত্র দিতে প্রধান পানপাত্রবাহককে তাহার নিজপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিল; ২২ কিন্তু প্রধান মোদককে উদ্বন্ধন করিল। ২৩ তথাপি প্রধান পানপাত্রবাহক যূষফ্‌কে স্মরণ করিল না, কিন্তু বিস্মৃত হইল।

৪১ অধ্যায়।

১ অনন্তর দুই বৎসরান্তে ফিরৌন্ এই স্বপ্ন দেখিল। সে নদীকূলে দাঁড়াইয়া থাকিলে ২ নদীহইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিল। ৩ পরে আর সাতটা কৃশ ও কুৎসিত গোরু নদীহইতে উঠিয়া নদীর তীরে ঐ গোরুদের নিকটে দাঁড়াইল। ৪ পরে সেই কৃশ কুৎসিত গোরু ঐ সপ্ত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরুকে গ্রাস করিল। তখন ফিরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ৫ তাহার পরে সে নিদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিল; এক বোঁটাতে সাত স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। ৬ পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক অন্য সাত ক্ষীণ শীষ উঠিল। ৭ এবং সেই সাত ক্ষীণ শীষ ঐ সাত স্থূলাকার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল। পরে ফিরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহা স্বপ্নমাত্র হইল।

৮ পরে প্রাতঃকালে তাহার মন উদ্বিগ্ন হইলে সে লোক পাঠাইয়া মিসরদেশের তাবৎ মায়াবিদিগকে ও জ্ঞানিদিগকে ডাকাইল; কিন্তু ফিরৌন্ তাহাদের কাছে স্বপ্নের কথা কহিলে তাহাদের মধ্যে কেহই ফিরৌণকে তাহার অর্থ কহিতে পারিল না। ৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক ফিরৌণকে নিবেদন করিল, অদ্য আমার অপরাধ মনে পড়িতেছে। ১০ ফিরৌন্ আপন দুই ভৃত্যের প্রতি, অর্থাৎ আমার ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষকসৈন্যাধিপতির কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। ১১ তাহাতে আমি এবং সে এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম; এবং দুই জনের স্বপ্নের দুই প্রকার অর্থ হইল। ১২ তখন সে স্থানে আমাদের সহিত রক্ষকসৈন্যাধিপতির এক ইব্রীয় যুবদাস ছিল; তাহাকে স্বপ্ন কহিলে সে আমাদিগকে স্বপ্নের অর্থ কহিল; প্রত্যেক জনের স্বপ্নের অর্থ কহিল। ১৩ তাহাতে সে আমাদিগকে যেরূপ অর্থ কহিয়াছিল, তদ্রূপই ঘটিল; ফলতঃ মহারাজ আমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহাকে উদ্বন্ধন করিলেন।

১৪ তখন ফিরৌন্ যূষফ্‌কে আনিতে পাঠাইলে লোকেরা কারাকূপহইতে তাহাকে শীঘ্র আনিল। পরে সে ক্ষৌরকর্ম্ম পূর্ব্বক বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া ফিরৌণের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৫ তখন ফিরৌন্ যূষফ্‌কে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থকারক কেহ নাই; কিন্তু তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিতে পার, ইহা শুনিলাম। ১৬ তাহাতে যূষফ্ ফিরৌণকে উত্তর করিল, তাহা আমি পারি না, কিন্তু ঈশ্বর ফিরৌণকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দিবেন। ১৭ তখন ফিরৌন্ যূষফ্‌কে কহিল, আমি স্বপ্নেতে নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। ১৮ তাহাতে নদীহইতে সাত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিল। ১৯ পরে মিসরদেশে যাদৃশ কুৎসিত গোরু কখন দেখি নাই, এমত কৃশ ও কুৎসিত ও শুষ্কাঙ্গ অন্য সাত গোরু উঠিল। ২০ এবং এই কৃশ কুৎসিত গোরু সেই পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাত গোরুকে গ্রাস করিল। ২১ কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে গ্রাস করিলে গ্রাস করিয়াছে, এমত বোধ হইল না, কেননা পূর্ব্বকার ন্যায় কুৎসিত থাকিল; তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ২২ পরে আমি পুনর্ব্বার এক স্বপ্ন দেখিলাম; এক বোঁটাতে স্থূলাকার উত্তম সাত শীষ উঠিল। ২৩ পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক ও ক্ষীণ ও ম্লান সপ্ত শীষ উঠিল। ২৪ এবং ঐ ক্ষীণ সাত শীষ সেই উত্তম সাত শীষকে গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি মায়াবিদিগকে কহিলাম, কিন্তু কেহ ইহার অর্থ আমাকে কহিতে পারিল না।

২৫ তখন যূষফ্ ফিরৌণকে উত্তর করিল, ফিরৌণের দুই স্বপ্ন একই; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহাই ফিরৌণকে জ্ঞাত করিলেন। ২৬ ঐ সপ্ত উত্তম গোরু সপ্ত বৎসরস্বরূপ, এবং ঐ সপ্ত উত্তম শীষও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; দুই স্বপ্ন একই। ২৭ এবং তাহার পশ্চাৎ উঠিয়াছে যে কৃশ ও কুৎসিত সপ্ত গোরু তাহারাও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক যে সপ্ত কৃশ শীষ, তাহারা দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরস্বরূপ। ২৮ আমি ফিরৌণকে তাহা কহিয়াছি, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহা ফিরৌণকে দেখাইলেন। ২৯ দেখ, অগ্রে সমস্ত মিসরদেশে সপ্ত বৎসর অতিশয় সুভক্ষ্য হইবে। ৩০ পশ্চাৎ সপ্ত বৎসর এমত দুর্ভিক্ষ হইবে, যে মিসরদেশে সমস্ত সুভক্ষ্যের বিস্মৃতি হইবে। এবং সেই দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে। ৩১ এবং সেই পশ্চাদ্বর্ত্তি দুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত দেশে পূর্ব্বকার সুভক্ষ্যের অনুভব হইবে না; আর তাহা অতি অসহ্য হইবে। ৩২ ফিরৌণের দুই

বার স্বপ্ন দর্শনের ভাব এই; ঈশ্বর ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং তিনি তাহা শীঘ্র ঘটাইবেন। ৩৩ অতএব ফিরৌন্ এক বিবেচক জ্ঞানি পুরুষের চেষ্টা করিয়া তাহাকে মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করুন। ৩৪ আর ফিরৌন্ এই কর্ম্ম করুন; দেশে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সপ্ত বৎসর সুভক্ষ্য হইবে, সেই সময়ে মিসরদেশহইতে শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। ৩৫ ফলতঃ তাহারা সেই আগামি উত্তম বৎসরের শস্য সংগ্রহ করিয়া ফিরৌনের হস্তে তাহা সঞ্চয় করিয়া প্রতি নগরে খাদ্যের জন্যে রক্ষা করুক। ৩৬ এই রূপে মিসরদেশে ভাবি দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরের নিমিত্তে দেশের নির্ব্বাহার্থে সেই ভক্ষ্য সঞ্চিত থাকিলে দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে না।

৩৭ তখন ফিরৌনের ও তাহার সকল ভৃত্যদের দৃষ্টিতে এই কথা উত্তম বোধ হইল। ৩৮ তাহাতে ফিরৌন্ ভৃত্যদিগকে কহিল, ইহাঁর তুল্য পুরুষ, যাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমত আর কাহাকে পাইব? ৩৯ তখন ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য বিবেচক ও জ্ঞানী কেহই নাই। ৪০ তুমিই আমার বাটীর অধ্যক্ষ হও; আমার তাবৎ লোক তোমার কথার বশীভূত থাকিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমাহইতে বড় থাকিব। ৪১ ফিরৌন্ যূষফকে আরো কহিল, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম। ৪২ পরে ফিরৌন্ আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যূষফের হস্তে দিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহার গলদেশে সুবর্ণহার দিল। ৪৩ এবং তাহাকে আপনার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইল, এবং লোকেরা তাহার অগ্রে ২ অব্রেক ২ (হাটু পাত ২) বলিয়া ঘোষণা করিল। এই রূপে সে সমস্ত মিসরদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইল। ৪৪ পরে ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি যদি ফিরৌন্ হই, তবে তোমার আজ্ঞা বিনা সমস্ত মিসরদেশে কোন লোক হাত পা নাড়িতে পারিবে না। ৪৫ এবং ফিরৌন্ যূষফের নাম সাফ্নিৎ-পানেহ (নিগূঢ়প্রকাশক) রাখিল। এবং ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ নামক যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল। পরে যূষফ্ সমুদয় মিসরদেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।

৪৬ যূষফ্ ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে মিস্রীয় ফিরৌন্‌রাজের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিল; পরে যূষফ্ ফিরৌনের নিকটহইতে প্রস্থান করিয়া মিসর দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল। ৪৭ পরে সেই সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎসর ভূমিতে প্রচুর রূপে শস্য জন্মিল। ৪৮ মিসরদেশে উপস্থিত সেই সপ্ত বৎসরে সে সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি নগরে সঞ্চয় করিল। ফলতঃ যে নগরের চতুঃসীমাতে যে শস্য হইল, সেই নগরে তাহা সঞ্চয় করিল। ৪৯ এই রূপে যূষফ্ সমুদ্রের বালুকার ন্যায় এত বাহুল্যরূপে শস্য সংগ্রহ করিল, যে তাহা মাপিতে নিবৃত্ত হইল, কেননা তাহা অপরিমেয় ছিল।

৫০ অপর দুর্ভিক্ষবৎসরের পূর্ব্বে যূষফের ঔরসে ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যাতে দুই পুত্র জন্মিল। ৫১ তাহাতে যূষফ তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম মিনশি (বিস্মৃতি) রাখিল, কেননা সে কহিল, ঈশ্বর আমার সকল ক্লেশের ও নিজ পিতৃগৃহের বিস্মৃতি জন্মাইয়াছেন। ৫২ এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম্ (ফলবান্) রাখিল, কেননা সে কহিল, আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান্ করিয়াছেন।

৫৩ পরে মিসরদেশে ঘটিত সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎসরের শেষ হইলে যূষফের বাক্যানুসারে দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরের আরম্ভ হইল। ৫৪ তাহাতে অন্য সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু সমস্ত মিসরদেশে ভক্ষ্য ছিল। ৫৫ পরে সমস্ত মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে প্রজাবর্গ ফিরৌনের নিকটে ভক্ষ্যের জন্যে প্রার্থনা করিল; তাহাতে ফিরৌন্ সকল মিস্রীয়দিগকে কহিল, তোমরা যূষফের নিকটে যাও; সে যাহা কহে, তাহাই কর। ৫৬ তখন সর্ব্বদেশেই দুর্ভিক্ষ হইলে যূষফ্ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া মিস্রীয়দিগকে শস্য বিক্রয় করিতে লাগিল। তথাপি মিসরদেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল; ৫৭ এবং নানাদেশীয় লোকেরা মিসরদেশে যূষফের নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আইল, কেননা সকল দেশেই প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল।

৪২ অধ্যায়।

১ অপর মিসরদেশে শস্য আছে, এই কথা শুনিয়া যাকূব্ আপন পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতেছ কেন? ২ সে আরো কহিল, দেখ, আমি শুনিলাম, মিসরে শস্য আছে, অতএব তোমরা তথায় গিয়া আমাদের জন্যে শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে আমরা বাঁচিব, মরিব না। ৩ পরে যূষফের দশ ভ্রাতা শস্য ক্রয় করিতে মিসরে গেল। ৪ কিন্তু যাকূব্ যূষফের সহোদর বিন্যামীনকে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে পাঠাইল না, কেননা সে কহিল, পাছে ইহার বিপদ ঘটে।

৫ তখন তথায় আগত লোকদের মধ্যে ইস্রায়েলের পুত্রগণও উপস্থিত হইল, কেননা কিনান্-দেশেও দুর্ভিক্ষ ছিল। ৬ তৎকালে যূষফ্ ঐ দেশের অধ্যক্ষ হওয়াতে সকল দেশের লোকদের স্থানে শস্য বিক্রয় করিতেছিল; তাহাতে যূষফের ভ্রাতৃগণ আসিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ৭ তখন যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া চিনিল, কিন্তু তাহাদের কাছে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া নিষ্ঠুর কথাতে কহিল, তোরা কোথাহইতে আসিয়াছিস? তাহারা কহিল, কিনান্‌দেশহইতে

শস্য কিনিতে আসিয়াছি। ৮ কিন্তু যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে চিনিলেও তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

৯ তখন যূষফ্ তাহাদের বিষয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোরা চার লোক, এই দেশের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিস। ১০ তাহারা কহিল, হে প্রভো, তাহা নয়, আপনকার এই দাসেরা শস্য কিনিতে আসিয়াছে। ১১ আমরা সকলে এক পিতার সন্তান; আমরা বিশ্বাস্য লোক, আপনকার এই ভৃত্যেরা চার নহে। ১২ তখন সে তাহাদিগকে কহিল, না, না, তোরা দেশের ছিদ্র দেখিতে আসিয়াছিস। ১৩ তাহারা কহিল, আপনকার এই দাসেরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কিনান্ দেশনিবাসি এক জনের পুত্র; দেখুন, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার নিকটে আছে, এবং এক জন নাই। ১৪ তখন যূষফ্ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কহিল, আমি তোদিগকে যে চারের কথা কহিতেছি, তোরা তাহাই বটিস। ১৫ আমি তোদের পরীক্ষা লইতে ফিরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ স্থানে না আইলে তোরা এ স্থান হইতে বাহির হইতে পারিবি না। ১৬ তোদের এক জনকে পাঠাইয়া আপন ভ্রাতাকে আন্, তোরা বদ্ধ থাক্; ইহাতে তোদের কথার পরীক্ষা হইলে তোরা সত্যবাদী কি না, তাহা জানা যাইবে; নতুবা আমি ফিরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোরা অবশ্য চার বটিস। ১৭ ইহা বলিয়া যূষফ্ তাহাদিগকে তিন দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিল। ১৮ পরে তৃতীয় দিনে তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভয় আছে; এই কর্ম্ম কর, তাহাতে বাঁচিবা। ১৯ তোমরা যদি বিশ্বাস্য লোক, তবে তোমাদের এক ভাই এই কারাগারে বদ্ধ থাকুক; তোমরা দুর্ভিক্ষের জন্যে শস্য লইয়া বাটী গিয়া তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন; ২০ তাহাতে তোমাদের কথা সপ্রমাণ হইলে তোমরা মরিবা না।

২১ তখন তাহারা সম্মত হইয়া পরস্পর কহিল, আমরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী আছি, কেননা সে আমাদের কাছে বিনতি করিলে আমরা তাহার মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও তাহা শুনি নাই; এই নিমিত্তে আমাদের এই বিপদ ঘটিল। ২২ তখন রূবেন্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ঐ যুবার বিষয়ে পাপ করিও না, এই কথা আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই? কিন্তু তোমরা তাহা শুন নাই; দেখ, এখন তাহার রক্তের নিকাশ লওয়া যাইতেছে। ২৩ কিন্তু যূষফ্ যে তাহাদের এই কথোপকথন বুঝিল, ইহা তাহারা জানিতে পারিল না, কেননা সে দ্বিভাষিদ্বারা তাহাদের সহিত কথা কহিতেছিল। ২৪ পরে যূষফ তাহাদের নিকটহইতে গিয়া ক্রন্দন করিল; এবং পুনশ্চ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া তাহাদের মধ্যহইতে শিমিয়োনকে ধরিয়া তাহাদের সাক্ষাতেই বাঁধিল।

২৫ পরে যূষফ্ তাহাদের ছালাতে শস্য ভরিয়া প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরাইয়া দিতে এবং তাহাদিগকে পাথেয় সামগ্রী দিতে আজ্ঞা দিল; তাহাতে ভৃত্যেরা তদ্রূপ করিল। ২৬ পরে তাহারা আপন২ গর্দ্দভের উপরে শস্য চাপাইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল। ২৭ কিন্তু উত্তরণ স্থানে যখন এক জন আপন গর্দ্দভকে আহার দিতে ছালা খুলিল, তখন আপন টাকা দেখিল, কেননা ছালার মুখেই টাকা ছিল। ২৮ তাহাতে সে ভ্রাতাদিগকে কহিল, আমার টাকা ফিরিয়াছে; এই দেখ, তাহা আমার ছালাতে আছে। তাহাতে তাহাদের মন উদ্বিগ্ন হইল, ও সকলে ত্রাসযুক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কি করিলেন?

২৯ পরে তাহারা কিনান্দেশে আপন পিতা যাকূবের নিকটে উপস্থিত হইলে আপনাদের প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত তাহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিল, ৩০ সেই দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে দেশানুসন্ধানকারি চার জ্ঞান করিয়া নিষ্ঠুর কথা কহিল। ৩১ তাহাতে আমরা তাহাকে কহিলাম, আমরা বিশ্বাস্য লোক, চার নহি; ৩২ আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলেই এক পিতার সন্তান; আমাদের মধ্যে এক জন নাই, এবং কনিষ্ঠ অদ্যাপি কিনান্দেশে পিতার নিকটে আছে। ৩৩ তখন সে দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিল, ইহাতে আমি তোমাদিগকে বিশ্বাস্য লোক বুঝিতে পারি, তোমরা আপনাদের এক ভ্রাতাকে আমার নিকটে রাখিয়া আপনাদের গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্যে শস্য লইয়া যাও। ৩৪ পরে যদি আপনাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন, তবে তোমরা বিশ্বাস্য লোক, চার নহ, তাহা বুঝিব। তাহাতে আমি তোমাদের ভ্রাতাকে তোমাদের স্থানে দিব, এবং তোমরা এই দেশে বাণিজ্য করিতে পারিবা।

৩৫ পরে তাহারা ছালাহইতে শস্য ঢালিলে প্রত্যেক জন আপন২ ছালাতে আপন২ টাকার গ্রন্থি পাইল। তখন সেই সকল টাকার গ্রন্থি দেখিয়া তাহারা ও তাহাদের পিতা ভীত হইল। ৩৬ তাহাতে তাহাদের পিতা যাকূব্ কহিল, তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিতেছ; দেখ, যূষফ্ নাই, ও শিমিয়োন্ নাই, আর বার বিন্যামীনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ; সকলই আমার বিরুদ্ধ হইতেছে। ৩৭ তাহাতে রূবেন্ আপন পিতাকে কহিল, আমি যদি তোমার নিকটে তাহাকে না আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে বধ করিও; তুমি আমার হস্তে বিন্যামীনকে সমর্পণ কর; আমি তোমার স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিব। ৩৮ তখন সে কহিল, আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে যাইবে না, কেননা তাহার সহোদরের মরণেতে সে একা জীবৎ আছে; তোমরা যে পথে যাইতেছ, তাহাতে যদি

ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে শোকেতে এই পাকা চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা।

৪৩ অধ্যায়।

১ তখনও দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল। ২ অতএব তাহারা মিসরহইতে যে শস্য আনিয়াছিল, সে সমস্ত ভক্ষিত হইলে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার যাইয়া আমাদের জন্যে কিছু শস্য ক্রয় কর। ৩ তাহাতে যিহূদা তাহাকে কহিল, সে অধ্যক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে করিয়াছে, তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। ৪ অতএব যদি তুমি আমাদের সঙ্গে ভ্রাতাকে পাঠাও, তবে আমরা যাইয়া তোমার জন্যে শস্য কিনিয়া আনিব। ৫ কিন্তু যদি না পাঠাও, তবে যাইব না; কেননা সে অধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিয়াছিল, তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না থাকিলে তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। ৬ তাহাতে ইস্রায়েল্ কহিল, তোমাদের আর এক ভ্রাতা আছে, ইহা ঐ মনুষ্যের কাছে করিয়া আমার প্রতি এমন কুব্যবহার কেন করিলা? ৭ তাহারা কহিল, সে আমাদের বিষয়ে ও আমাদের জ্ঞাতিদের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছিল, তোমাদের পিতা কি অদ্যাবধি জীবৎ আছেন? ও তোমাদের কি আরো ভ্রাতা আছে? তাহাতে আমরা তদ্বাক্যানুসারে উত্তর করিয়াছিলাম; তোমাদের ভ্রাতাকে এখানে আন, এমন কথা সে কহিবে, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? ৮ যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েলকে আরও কহিল, আমার সঙ্গে ঐ বালককে পাঠাইয়া দেও; আমরা উঠিয়া প্রস্থান করি, তাহাতে বাঁচিব; নতুবা আমরা ও তুমি ও বালকেরা সকলেই মরিব। ৯ আমিই তাহার প্রতিভূ হইলাম, আমারই হস্তহইতে তাহাকে লইবা; আমি যদি তাহাকে আনিয়া তোমার সম্মুখে না রাখি, তবে আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকটে অপরাধী থাকিব। ১০ এত বিলম্ব না করিলে আমরা ইহার মধ্যে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিতে পারিতাম। ১১ তখন তাহাদের পিতা ইস্রায়েল্ তাহাদিগকে কহিল, যদি এমত হয়, তবে এক কর্ম্ম কর; তোমরা আপন ২ পাত্রে এই দেশোৎপন্ন প্রসিদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ গন্ধরস ও মধু ও মসলা ও গুগ্গুল ও পেস্তা ও বাদাম কিঞ্চিৎ ২ লইয়া সেই অধ্যক্ষকে উপঢৌকন দেও। ১২ এবং আপন ২ হস্তে দ্বিগুণ টাকা লও, এবং তোমাদের ছালার মুখে যে টাকা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও হস্তে করিয়া লইয়া যাও; কি জানি, তাহাতে বা ভ্রান্তি হইয়াছিল। ১৩ এবং আপনাদের ভ্রাতাকে লইয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার সেই অধ্যক্ষের নিকটে যাও। ১৪ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই অধ্যক্ষের কাছে এমত কৃপার পাত্র করুন, যে সে তোমাদের অন্য ভ্রাতাকে ও বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু যদি আমাকে পুত্রহীন হইতে হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।

১৫ তখন তাহারা সেই উপঢৌকনদ্রব্য ও দ্বিগুণ টাকা ও বিন্যামীনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়া মিসরে গিয়া যূষফের সম্মুখে দাঁড়াইল। ১৬ তখন যূষফ্ তাহাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, এই মনুষ্যদিগকে আমার বাটীতে লইয়া যাও, এবং পশু মারিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর; ইহারা মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে ভোজন করিবে। ১৭ তাহাতে সে যূষফের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে যূষফের বাটীতে লইয়া গেল। ১৮ কিন্তু যূষফের গৃহে নীত হওয়াতে তাহারা ভীত হইয়া পরস্পর কহিল, পূর্ব্বে আমাদের ছালাতে যে টাকা ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারি জন্যে আমাদিগকে এখানে আনিতেছে; এখন আমাদের উপরে পড়িয়া আক্রমণ করিয়া আমাদের গর্দ্দভও লইয়া আমাদিগকে ক্রীত দাসের ন্যায় রাখিবে। ১৯ অতএব তাহারা যূষফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে গিয়া বাটীর প্রবেশস্থানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া ২০ কহিল, হে মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে শস্য কিনিতে আসিয়াছিলাম; ২১ পরে উত্তরিবার স্থানে গিয়া আপন ২ ছালা খুলিলে দেখিলাম, প্রত্যেক জনের পরিমিত টাকা ছালার মুখে আছে; তাহা আমরা হস্তে করিয়া পুনরায় আনিয়াছি, ২২ এবং শস্য কিনিবার নিমিত্তে আরও টাকা আনিয়াছি; কিন্তু সেই টাকা আমাদের ছালাতে কে রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। ২৩ তাহাতে সেই গৃহাধ্যক্ষ কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক, ভয় করিও না; তোমাদের ঈশ্বর ও তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর তোমাদের ছালাতে তোমাদিগকে গুপ্ত ধন দিয়াছেন; আমি তোমাদের টাকা পাইয়াছি। পরে সে শিমিয়োনকে তাহাদের নিকটে আনিয়া ২৪ তাহাদিগকে যূষফের গৃহের ভিতরে লইয়া গিয়া পাদ প্রক্ষালনার্থে জল দিল, এবং তাহাদের গর্দ্দভদিগকে আহার দিল।

২৫ অপর মধ্যাহ্নে যূষফের আগমন অপেক্ষা করিয়া তাহারা উপঢৌকন সাজাইল, কেননা এখানে আমাদিগকে ভোজন করিতে হইবে, এই কথা তাহারা শুনিয়াছিল। ২৬ পরে যূষফ্ গৃহে আইলে তাহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন গৃহমধ্যে তাহার কাছে আনিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। ২৭ তখন যূষফ্ মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতার কথা কহিয়াছিলা তাহার মঙ্গল? সে কি অদ্যাপি জীবৎ আছে? তাহারা কহিল, মঙ্গল; ২৮ আপনকার দাস আমাদের পিতা অদ্যাপি জীবৎ আছে। পরে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ২৯ তখন যূষফ্ চাহিয়া আপন সহোদর বিন্যামীনকে দেখিয়া কহিল, তোমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা কহিয়া-

ছিলা, সে কি এই? অপর সে কহিল, হে বৎস, ঈশ্বর তোমাকে অনুগ্রহ করুন। ৩০ তখন যূষফের অন্তঃকরণ স্নেহেতে গলিয়া যাওয়াতে সে রোদন করিবার স্থান অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আপনার কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া সে স্থানে রোদন করিল। ৩১ পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ষ্য পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা করিল। ৩২ তাহাতে ভৃত্যগণ যূষফের জন্যে ও তাহার ভ্রাতৃগণের জন্যে এবং তাহার সঙ্গে ভোজনকারি মিস্রীয়দের জন্যে পৃথক্ ২ পরিবেষণ করিল, কেননা ইব্রীয়দের সহিত ভোজন করা মিস্রীয়দের ব্যবহার নাই; তাহা মিস্রীয়দের ঘৃণিত কর্ম্ম। ৩৩ এবং যূষফের সম্মুখে তাহাদের জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে বসিল; তাহাতে তাহারা পরস্পর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ৩৪ এবং সে আপনার সম্মুখহইতে ভক্ষ্যের অংশ তুলিয়া তাহাদিগকে দিল, কিন্তু অন্য সকলের অংশহইতে বিন্যামীনের অংশ পঞ্চগুণ অধিক ছিল; পরে তাহারা পান করিয়া তাহার সহিত আমোদ করিল।

৪৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর যূষফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিল, এই লোকদের ছালাতে যত শস্য ধর, তত ভরিয়া দেও, এবং প্রতি জনের টাকা তাহার ছালার মুখে রাখ। ২ বিশেষতঃ কনিষ্ঠের ছালাতে তাহার শস্যক্রয়ের টাকার সহিত আমার বাটি অর্থাৎ রূপার বাটি রাখ। তাহাতে সে যূষফের উক্ত আজ্ঞানুসারে করিল। ৩ অপর প্রভাত হইবামাত্র তাহারা গর্দ্দভের সহিত বিদায় পাইল। ৪ নগরহইতে বহির্গত হইয়া বিস্তর দূরে না যাইতে যূষফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, তুমি উঠিয়া ঐ মনুষ্যদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া বল, তোমরা উপকারের পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিলা? ৫ আমার প্রভু যাহাতে পান করেন ও যাহার দ্বারা গণনা করেন, এ কি সেই বাটি নয়? এই কর্ম্মদ্বারা তোমরা দোষ করিয়াছ।

৬ পরে সে তাহাদিগকে ধরিয়া ঐ রূপ বাক্য কহিলে ৭ তাহারা উত্তর করিল, আমার প্রভু কেন এমন কথা বলেন? তোমার দাসদের এমত কর্ম্ম করা দূরে থাকুক। ৮ দেখ, আমরা আপন ২ ছালার মুখে যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা কিনান্‌দেশহইতে পুনর্ব্বার তোমার কাছে আনিয়াছি; তবে আমরা কোন মতে কি তোমার প্রভুর গৃহহইতে স্বর্ণ কি রূপা চুরি করিব? ৯ তোমার দাসদের মধ্যে যাহার নিকটে তাহা পাওয়া যায়, সে মরুক, এবং আমরাও প্রভুর দাস হইব। ১০ তাহাতে সে কহিল, ভাল, তোমাদের কথানুসারেই হউক; যাহার কাছে তাহা পাওয়া যাইবে, সে আমার দাস হইবে, কিন্তু অন্যেরা নির্দ্দোষ হইবে। ১১ তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে আপন ২ ছালা নামাইয়া প্রত্যেকে আপন ২ ছালা খুলিলে সে জ্যেষ্ঠাবধি আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত খুঁজিল; ১২ তাহাতে বিন্যামীনের ছালাতে সেই বাটি পাওয়া গেল। ১৩ তখন তাহারা আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া আপন ২ গর্দ্দভে ছালা চাপাইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

১৪ অপর যিহূদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ যূষফের গৃহে প্রবেশ করিল; এবং সে তদবধি ঘরে থাকাতে তাহার অগ্রে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইল। ১৫ তখন যূষফ্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এ কেমন কার্য্য করিলা? এমন পুরুষ যে আমি, আমি অবশ্য গণনা করিতে পারি, ইহা কি তোমরা জান না? ১৬ তাহাতে যিহূদা কহিল, আমরা প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব? ও কি কথা কহিব? ও কিসে বা আপনাদের দোষ প্রক্ষালন করিব? ঈশ্বর আপনকার দাসদের অপরাধ প্রকাশ করিয়াছেন; দেখুন, আমরা ও যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সকলেই প্রভুর দাস হইলাম। ১৭ তাহাতে যূষফ কহিল, এমন কর্ম্ম আমাহইতে না হউক; যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে পিতার নিকটে প্রস্থান কর।

১৮ তাহাতে যিহূদা নিকটে গিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি ফিরৌণের তুল্য; এই দাসের প্রতি যদি ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, তবে প্রভুর কর্ণগোচরে কিছু নিবেদন করি। ১৯ তোমাদের পিতা বা ভ্রাতা আছে? ইহা প্রভু এই দাসদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; ২০ তাহাতে আমরা প্রভুকে উত্তর করিয়াছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছে, এবং তাহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ পুত্র আছে; তাহার সহোদর মরিয়াছে; সেই মাত্র তাহার মাতার অবশিষ্ট পুত্র; এই জন্যে পিতা তাহাকে স্নেহ করেন। ২১ পরে আপনি এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাহাকে আন, আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব। ২২ তখন আমরা প্রভুকে কহিয়াছিলাম, সে বালক পিতাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, কেননা সে পিতাকে ছাড়িয়া আইলে পিতা মরিবে। ২৩ তাহাতে আপনি এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আর আমার মুখ দর্শন পাইবা না। ২৪ অপর আমরা আপনকার দাস আমাদের পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রভুর এই সকল কথা কহিলাম। ২৫ পরে আমাদের পিতা কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার গিয়া আমাদের জন্যে কিছু শস্য ক্রয় কর। ২৬ তাহাতে আমরা কহিলাম, যাইতে পারিব না; যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে যাই; কেননা কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে না থাকিলে আমরা

সেই অধ্যক্ষের মুখদর্শনও পাইতে পারিব না। ২১ তাহাতে আপনকার দাস আমার পিতা কহিল, আমার সেই ভার্য্যাহইতে দুইমাত্র সন্তান হয়, তাহা তোমরা জান। ২৮ তাহার এক জনহইতে আমার বিচ্ছেদ হওয়াতে আমি কহিলাম, সে খণ্ড২ হইয়া ছিন্ন হইয়াছে, এবং তদবধি আমি তাহাকে আর দেখিতে পাই নাই। ২৯ এখন আমার নিকটহইতে ইহাকে লইয়া গেলে যদি ইহাকেও কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমরা শোকেতে এই পাকা চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা। ৩০ অতএব আপনকার দাস যে আমার পিতা, তাহার কাছে উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই বালক না থাকে, ৩১ তবে সে এই বালককে না দেখিলে তৎক্ষণাৎ মরিবে; কেননা ইহার প্রাণেতে তাহার প্রাণ বাঁধা আছে; তাহাতে আপনকার দাসেরা শোকেতে পাকা চুলে আপনকার দাস সেই আমাদের পিতাকে পরলোকে পাঠাইবে। ৩২ অধিকন্তু আপনকার দাস আমি পিতার নিকটে এই বালকের প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, আমি যদি তাহাকে তোমার নিকটে না আনি, তবে যাবজ্জীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকিব। ৩৩ অতএব নিবেদন করি, প্রভুর নিকটে এই বালকের পরিবর্ত্তে আমি দাস হইয়া থাকি, কিন্তু এই বালককে আপনি ভ্রাতাদের সহিত বিদায় করুন। ৩৪ কেননা এই বালক আমার সহিত না থাকিলে আমি কি প্রকারে পিতার নিকটে যাইতে পারি? গেলে পিতাকে যে আপদ ঘটিবে, তাহা বা কি প্রকারে দেখিতে পারি?

৪৫ অধ্যায়।

১ পরে যূষফ্ নিকটস্থ লোকদের সাক্ষাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল, আমার সম্মুখহইতে প্রত্যেক মনুষ্যকে বাহির কর। তাহাতে অন্য কেহ উপস্থিত না থাকিলে যূষফ্ ভ্রাতাদের সাক্ষাতে আপন পরিচয় দিতে লাগিল। ২ সে উচ্চৈঃস্বরে এমত রোদন করিল, যে মিস্রীয়েরা ও ফিরৌণের গৃহস্থিত লোকেরা তাহা শুনিতে পাইল। ৩ যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি যূষফ্, আমার পিতা কি অদ্যাপি জীবৎ আছেন? কিন্তু তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার সাক্ষাতে ক্ষুব্ধ হওয়াতে উত্তর করিতে পারিল না। ৪ পরে যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, বিনয় করি, আমার নিকটে আইস; তাহাতে তাহারা নিকটে গেলে যূষফ্ কহিল, তোমরা যাহাকে মিস্রগামিদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলা, তোমাদের সেই যূষফ্ ভ্রাতা আমি। ৫ কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ, ইহার জন্যে এখন মনস্তাপিত ও আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৬ দেখ, দুই বৎসরাবধি দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; আরো পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাস ও শস্যচ্ছেদন হইবে না। ৭ অতএব ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশরক্ষা করিতে ও মহোপকারদ্বারা তোমাদিগকে প্রাণে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৮ তোমরা আমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছ তাহা নয়, ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন, এবং আমাকে ফিরৌণের পিতা ও তাহার বাটীর প্রভু ও সমস্ত দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। ৯ অতএব তোমরা পিতার নিকটে শীঘ্র যাইয়া তাঁহাকে কহ, তোমার পুত্র যূষফ্ এই রূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে সমস্ত মিস্রদেশের প্রভু করিয়াছেন; তুমি আমার নিকটে আইস, বিলম্ব করিও না। ১০ তুমি পুত্র পৌত্রাদির ও গোমেষাদি সর্ব্বস্বের সহিত গোশন্ প্রদেশে বাস করিবা; তাহাতে আমার নিকটবর্ত্তী হইবা। ১১ সে স্থানে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব, নতুবা যে পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে, তাহাতে তোমার ও তোমার পরিবারাদি সকলের দৈন্যদশা ঘটিবে। ১২ দেখ, আমি নিজ মুখে তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা তোমরা ও আমার সহোদর বিন্যামীন চাক্ষুষ দেখিতেছ। ১৩ অতএব তোমরা এই মিস্রদেশে আমার ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা২ দেখিতেছ, সে সকল আমার পিতাকে জ্ঞাত করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এই স্থানে আন। ১৪ পরে যূষফ্ আপন সহোদর বিন্যামীনের গলা ধরিয়া রোদন করিল, এবং বিন্যামীন্ও তাহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। ১৫ এবং যূষফ্ অন্য ভ্রাতাদিগকেও চুম্বন করিয়া তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করিল; তদনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

১৬ অপর যূষফের ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, এই জনরব ফিরৌণের বাটীতে ব্যাপ্ত হইলে ফিরৌণ্ ও তাহার ভৃত্যগণ সকলে তুষ্ট হইল। ১৭ এবং ফিরৌণ্ যূষফকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাদিগকে কহ, তোমরা এই কর্ম্ম কর; আপন২ পশুগণে ছালা মিটাইয়া কিনান্দেশে গিয়া ১৮ পিতাকে ও আপন২ পরিবারকে আমার নিকটে লইয়া আইস; আমি তোমাদিগকে মিস্রদেশের উত্তম স্থান দিয়া দেশের উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইব। ১৯ এখন আমার আজ্ঞানুসারে এই কর্ম্ম কর, তোমরা আপনাদের বালক ও স্ত্রীলোকদের নিমিত্তে মিস্রহইতে শকট লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ও আপনাদের পিতাকে লইয়া আইস। ২০ আপন২ দ্রব্য সামগ্রীর মমতা করিও না, সমুদয় মিস্রদেশের উত্তম২ দ্রব্য তোমাদের আছে। ২১ তাহাতে ইস্রায়েলের পুত্রগণ সম্মত হইলে যূষফ্ ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে শকট ও পাথেয় দ্রব্য ২২ এবং প্রত্যেক জনকে এক২ যোড়া বস্ত্র দিল, কিন্তু বিন্যামীনকে তিন শত রৌপ্যমুদ্রা ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিল। ২৩ এবং পিতার জন্যে মিস্রের উত্তম২ দ্রব্যেতে ভারাক্রান্ত

দশ গর্দ্দভ এবং পিতার পাথেয়ের জন্যে শস্য ও রুটী প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যেতে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভী পাঠাইল। ২৪ এই রূপে যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিয়া প্রস্থানকালে তাহাদিগকে কহিল, সাবধান, পথে বিবাদ করিও না।

২৫ অনন্তর তাহারা মিসরহইতে যাত্রা করণ পূর্ব্বক কিনান্দেশে আপন পিতা যাকুবের নিকটে উপস্থিত হইয়া ২৬ তাহাকে কহিল, যূষফ্ অদ্যাবধি জীবৎ আছে, এবং সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তৃত্ব সে করিতেছে। তথাপি যাকুবের হৃদয় জড়ীভূত থাকিল, কারণ তাহাদের কথাতে তাহার বিশ্বাস জন্মিল না। ২৭ কিন্তু যূষফ্ তাহাদিগকে যে ২ কথা কহিয়াছিল, সে সকল যখন তাহারা তাহাকে কহিল, এবং তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যূষফ্ যে ২ শকট পাঠাইয়াছিল তাহাও যখন সে দেখিল, তখন তাহাদের পিতা যাকুবের মন পুনর্জীবিত হইতে লাগিল। ২৮ শেষে ইস্রায়েল্ কহিল, আমার পুত্র যূষফ অদ্যাবধি জীবৎ আছে, এই যথেষ্ট; আমি গিয়া মরণের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব।

৪৬ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইস্রায়েল্ আপন সকল লোকের সহিত যাত্রা করণ পূর্ব্বক বেরশেবাতে উত্তরিয়া তথায় আপন পিতা ইস্হাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল। ২ পরে ঈশ্বর রাত্রিতে ইস্রায়েলকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে যাকুব্ ২; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই আমি উপস্থিত আছি। ৩ তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার ঈশ্বর; তুমি মিসরে যাইতে ভয় করিও না; কেননা আমি সেই স্থানে তোমাকে বৃহৎ জাতি করিব। ৪ আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে যাইব; এবং আমিই তথাহইতে তোমাকে প্রত্যাগমনও করাইব, এবং যূষফ্ আপন হস্তে তোমার চক্ষু নিমীলন করিবে।

৫ পরে যাকুব্ বেরশেবাহইতে যাত্রা করিলে ইস্রায়েলের বহনার্থে ফিরৌণের প্রেরিত শকটে তাহার পুত্রগণ আপনাদের পিতা যাকুবকে এবং বালক ও স্ত্রীগণকে লইয়া গেল। ৬ পরে তাহারা অর্থাৎ যাকুব্ ও তাহার তাবৎ বংশ আপনাদের পশুগণ ও কিনান্দেশে উপার্জ্জিত সকল সম্পত্তি লইয়া মিসরদেশে উত্তরিল। ৭ এই রূপে যাকুব্ আপন পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী প্রভৃতি সমস্ত বংশকে মিসরদেশে লইয়া গেল।

৮ মিসরে আগত ইস্রায়েল্ বংশের অর্থাৎ যাকুব্ ও তাহার সন্তানদের নাম। যাকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন্।

৯ রূবেনের পুত্র হনোক্ ও পল্লু ও হিস্রোন্ ও কর্ম্মি।

১০ শিমিয়োনের পুত্র যিমুয়েল্ ও যামীন্ ও ওহদ্ ও যাখীন্ ও সোহর্ ও তাহার কিনানীয়া স্ত্রীজাত পুত্র শৌল।

১১ লেবির পুত্র গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি।

১২ যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্ ও শেলা ও পেরস্ ও সেরহ। কিন্তু এর্ ও ওনন্ কিনান-দেশে মরিয়াছিল। এবং পেরসের পুত্র হিস্রোন্ ও হামূল্।

১৩ ইষাখরের পুত্র তোলয় ও পূয় ও যোব ও শিম্রোন্।

১৪ সিবূলূনের পুত্র সেরদ্ ও এলোন্ ও যহলেল্। ১৫ ইহারা এবং দীণা কন্যা পদ্দন্-অরামে যাকুবহইতে জাত লেয়ার বংশ। ইহারা পুত্র কন্যাতে তেত্রিশ জন ছিল।

১৬ গাদের পুত্র সিফোন্ ও হগি ও শূনী ও ইষ্বোন্ ও এরি ও অরোদী ও অরেলী।

১৭ আশেরের পুত্র যিম্না ও যিশ্বা ও যিশ্বি ও বিরিয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। এবং বিরিয়ের পুত্র হেবর্ ও মল্কীয়েল্। ১৮ লাবন্ আপন কন্যা লেয়াকে যে সিল্পা নাম্নী দাসীকে দিয়াছিল, তাহারি গর্ভে যাকুবের ঔরসজাত এই ষোল প্রাণী।

১৯ যাকুবের ভার্য্যা রাহেলের পুত্র যূষফ্ ও বিন্যামীন। ২০ মিসরদেশস্থ ওন্ নগরের পৌরোহিত্যকারক যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যার গর্ভে সেই যূষফের ঔরসে মিনশি ও ইফ্রয়িম্ জন্মিয়াছিল।

২১ বিন্যামীনের পুত্র বেলা ও বেখর ও অস্বেল্ ও গেরা ও নামন্ ও এহী ও রোশ্ ও মুপ্পীম্ ও হুপ্পীম্ ও অর্দ। ২২ এই চৌদ্দ জন যাকুবের ঔরসজাত রাহেলের বংশ।

২৩ দানের পুত্র হূশীম্।

২৪ নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল্ ও গূনি ও যেৎসর্ ও শিল্লেম্। ২৫ লাবন্ আপন কন্যা রাহেলকে যে বিল্হা নাম্নী দাসীকে দিয়াছিল, তাহারি গর্ভে যাকুবের ঔরসজাত এই সপ্ত জন।

২৬ পুত্রবধূ ব্যতিরেকে যাকুবের ঔরসজাত সন্তান ছেষট্টি জন তাহার সহিত মিসর্দেশে গমন করিল। ২৭ মিসরে যূষফের যে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের সহিত মিসরে গত যাকুবের বংশ সর্ব্বশুদ্ধ সত্তরি জন ছিল।

২৮ পরে গোশন্প্রদেশে সাক্ষাৎ হওনার্থে যূষফকে আনিবার নিমিত্তে যাকুব্ তাহার নিকটে আপন অগ্রে যিহূদাকে পাঠাইল; তাহাতে তাহারা গোশন্ প্রদেশে উত্তরিলে ২৯ যূষফ্ আপন রথ সাজাইয়া গোশন্ প্রদেশে আপন পিতা ইস্রায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; পরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার পিতা তাহার গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিল। ৩০ তখন ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব, কেননা তোমার মুখ দেখিয়া জানিলাম, তুমি অদ্যাপি জীবৎ আছ। ৩১ পরে যূষফ্ আপন

ভ্রাতাদিগকে ও পিতার পরিবারকে কহিল, আমি গিয়া ফিরৌণকে সমাচার দিয়া কহিব, আমার ভ্রাতৃগণ ও পিতার সমস্ত পরিবার কিনান্‌দেশ-হইতে আমার নিকটে আসিয়াছে। ৩২ তাহারা পশুপালক ও পশুব্যবসায়ী, এ কারণ আপনাদের গোমেষাদি পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব আনিয়াছে। ৩৩ তাহাতে ফিরৌণ্ তোমাদিগকে ডাকিয়া, তোমাদের কি ব্যবসায়? এ কথা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তখন ৩৪ তোমরা কহিবা, আপনকার এই দাসগণ বাল্যাবধি অদ্য পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষানুক্রমে পশুব্যবসায়ী, তাহাতে তোমরা গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে পাইবা; কেননা পশুপালক সকল মিস্রীয়দের কাছে ঘৃণাস্পদ আছে।

৪৭ অধ্যায়।

১ পরে যূষফ্ গিয়া ফিরৌণকে সমাচার দিয়া কহিল, আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কিনানদেশহইতে আপন গোমেষাদির পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে; এখন তাহারা গোশন্ প্রদেশে আছে। ২ এবং যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে পাঁচ জনকে লইয়া ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাইলে ৩ ফিরৌণ্ তাহার সেই ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ব্যবসায় কি? তাহাতে তাহারা ফিরৌণকে কহিল, আপনকার এই দাসগণ পিতৃপুরুষানুক্রমে পশুপালক। ৪ তাহারা ফিরৌণকে আরো কহিল, আমরা এই দেশে প্রবাস করিতে আসিয়াছি, কেননা কিনানদেশে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে আপনকার এই দাসদের পশুপালের চরাণী হয় না; অতএব নিবেদন করি, আপনকার এই দাসদিগকে গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে দিউন। ৫ তাহাতে ফিরৌণ্ যূষফকে আজ্ঞা করিল, তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার কাছে আসিয়াছে; ৬ দেখ, মিসরদেশ তোমার সম্মুখে আছে; দেশের উত্তম স্থানে আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে বাস করাও; তাহারা গোশনপ্রদেশে বাস করুক; এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে ২ নিপুণ লোক বোধ হয়, তাহাদিগকে আমার পশুপালের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত কর। ৭ পরে যূষফ্ আপন পিতা যাকূবকে আনাইয়া ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাইল; তাহাতে যাকূব্ ফিরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিল। ৮ তখন ফিরৌণ্ যাকূবকে জিজ্ঞাসিল, কত বৎসর তোমার বয়স হইয়াছে? ৯ যাকূব্ ফিরৌণকে কহিল, আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বৎসর হইয়াছে; আমার আয়ুর দিন অল্প ও ক্লেশজনক; আমার পূর্ব্বপুরুষদের প্রবাসকালের আয়ুর তুল্য নয়। ১০ পরে যাকূব্ ফিরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার সাক্ষাৎহইতে বিদায় হইল। ১১ তখন যূষফ্ ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে মিসরদেশের উত্তম অঞ্চলে অর্থাৎ রামিষেষ্ নামক প্রদেশে অধিকার দিয়া আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে বসতি করাইল। ১২ এবং যূষফ্ আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সমস্ত পিতৃপরিজনকে প্রত্যেকের পরিবারানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া প্রতিপালন করিল।

১৩ তৎকালে সর্ব্বদেশে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হওয়াতে খাদ্য বস্তুর এমত অভাব হইল, যে মিসর-দেশীয় ও কিনানীয় লোকেরা দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইতে লাগিল। ১৪ অপর লোকেরা যূষফের নিকটে যে শস্য ক্রয় করিল, তাহার মূল্যার্থে যূষফ্ মিসরদেশ ও কিনানদেশের তাবৎ রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরৌণের ভাণ্ডারে আনিল। ১৫ এই রূপে মিসরদেশে ও কিনানদেশে রূপার অভাব হইলে মিস্রীয় লোকেরা যূষফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দেও, আমাদের রূপার শেষ হওয়াতে আমরা কি তোমার সম্মুখে মরিব? ১৬ তাহাতে যূষফ্ কহিল, তোমাদের পশু দেও; যদি রূপার শেষ হইয়া থাকে, তবে পশুর পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে শস্য দিব। ১৭ তখন তাহারা যূষফের কাছে আপন ২ পশু আনিলে যূষফ্ অশ্ব ও মেষপাল ও গোপাল ও গর্দ্দভাদি পরিবর্ত্ত লইয়া তাহাদিগকে শস্য দিতে লাগিল; এই রূপে যূষফ্ তাহাদের সমস্ত পশু লইয়া সেই বৎসর তাহাদিগকে খাদ্য দিল। ১৮ এবং সম্বৎসর পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা যূষফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা প্রভুহইতে কিছু গোপন করিব না; আমাদের তাবৎ রৌপ্য শেষ হইয়াছে, এবং পশুধনও প্রভুরই হইয়াছে; এখন আমাদের শরীর ও ভূমি ব্যতিরেকে প্রভুর সাক্ষাতে আর কিছুই নাই। ১৯ কিন্তু আমরা আপন ২ ভূমির সহিত তোমার গোচরে কেন বিনষ্ট হইব? তুমি বরং খাদ্য শস্য দিয়া আমাদিগকে ও আমাদের তাবৎ ভূমি ক্রয় করিয়া লও, আমরা আপন ২ ভূমির সহিত ফিরৌণের দাস হইব; পরে আমাদিগকে বীজ দেও; তাহাতে বাচিব; নতুবা আমরা মরিব, এবং ভূমিও নষ্ট হইবে। ২০ এই রূপে দুর্ভিক্ষ তাহাদের অতি অসহ্য হইলে মিস্রিরা প্রত্যেকে আপন ২ ভূমি বিক্রয় করিল। তাহাতে যূষফ্ ফিরৌণের নিমিত্তে মিসরদেশীয় তাবৎ ভূমি ক্রয় করিল; অতএব সকল ভূমিতে ফিরৌণের অধিকার হইল। ২১ তাহাতে সে মিসরের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নগরে ২ প্রবাস করাইল। ২২ কেবল যাজকদের ভূমি ক্রয় করিল না, কারণ ফিরৌণ্ যাজকদিগকে বৃত্তি দিত, অতএব ফিরৌণের দত্ত বৃত্তিদ্বারা তাহাদের নির্ব্বাহ হওয়াতে তাহারা আপন ২ ভূমি বিক্রয় করিল না।

২৩ পরে যূষফ্ প্রজাগণকে কহিল, দেখ, আমি ফিরৌণের নিমিত্তে তোমাদিগকে ও তোমাদের ভূমি সকল ক্রয় করিলাম। ২৪ এখন এই বীজ

লইয়া ভূমিতে বপন কর; তাহাতে যাহা ২ উৎপন্ন হইবে, তাহার পঞ্চমাংশ ফিরৌণকে দিবা, অন্য চারি অংশ ভূমির বীজ ও আপনাদের ও পরিজনদের ও বালকগণের খাদ্যের নিমিত্তে তোমাদেরই থাকিবে। ২৫ তাহাতে তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন; আপনকার কৃপাদৃষ্টি হইলে আমরা ফিরৌণের দাস হইব। ২৬ তাবৎ ভূমির পঞ্চমাংশ ফিরৌণ্ পাইবে, যূষফের স্থাপিত এই ব্যবস্থা সমস্ত মিসরদেশে অদ্যাবধি চলিতেছে। কেবল যাজকদের ভূমিতে ফিরৌণের অধিকার হয় নাই।

২৭ অপর ইস্রায়েল্ মিসরদেশের গোশন অঞ্চলে বাস করিল, এবং তথায় অধিকার পাইয়া ক্রমে ২ বর্দ্ধিষ্ণু ও অতি বৃহদ্‌গোষ্ঠী হইল। ২৮ মিসরদেশে যাকূব্ সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিল; তাহাতে তাহার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতচল্লিশ বৎসর হইল। ২৯ পরে ইস্রায়েল আপন মরণদিন নিকটস্থ জানিয়া আপন পুত্র যূষফকে ডাকাইয়া কহিল, আমি যদি তোমার সাক্ষাতে অনুগৃহীত হইলাম, তবে বিনয় করি, তুমি আমার জংঘাতে হস্ত দিয়া আমার প্রতি দয়া ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ কর, অর্থাৎ এই মিসরদেশে আমাকে কবর দিও না। ৩০ আমি আপন পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে কবরশায়ী হইতে চাহি; অতএব তুমি আমাকে এই মিসরহইতে লইয়া গিয়া তাহাদের কবরস্থানে শয়ন করাইবা। তাহাতে যূষফ্ কহিল, তোমার আজ্ঞানুসারেই করিব। ৩১ তথাপি যাকূব্ যূষফকে দিব্য করিতে কহিলে যূষফ্ তাহার নিকটে দিব্য করিল। তখন ইস্রায়েল্ শয্যার শিয়রের দিগে প্রণাম করিল।

৪৮ অধ্যায়।

১ ঐ সকল ঘটনা হইলে পর, দেখ, তোমার পিতা পীড়িত আছে, এই সংবাদ কেহ যূষফকে কহিলে, সে আপনার দুই পুত্র মিনশি ও ইফ্রয়িমকে সঙ্গে লইয়া গেল। ২ তখন কেহ যাকূবকে কহিল, দেখ, তোমার পুত্র যূষফ্ আইল; তাহাতে ইস্রায়েল্ আপনাকে সবল করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, ৩ এবং যূষফকে কহিল, কিনানদেশের লূস্ নগরে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ৪ ইহা কহিয়াছিলেন, দেখ, আমি তোমাকে ফলবন্ত ও বহুগোষ্ঠীক করিব, ও তোমাহইতে লোকসমূহ উৎপন্ন করিব, এবং তোমার ভাবিবংশকে চিরস্থায়ি অধিকারার্থে এই দেশ দিব। ৫ অতএব মিসরে আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার যে দুই পুত্র মিসরদেশে জন্মিয়াছিল, তাহারা আমার হইবে, অর্থাৎ রূবেন্ ও শিমিয়োনের ন্যায় ইফ্রয়িম ও মিনশি আমারি হইবে; ৬ কিন্তু ইহাদের পরে জাত তোমার যে ২ সন্তান, তাহারা তোমার হইবে, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নামে আপন ২ অধিকারে বিখ্যাত হইবে। ৭ কেননা পদ্দন্-অরামহইতে আগমন সময়ে আমি কিনানদেশের ইফ্রাথাহইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে রাহেল্ পথেই আমার নিকটে মরিল; তাহাতে আমি তথায় ইফ্রাথার অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথের পার্শ্বে তাহার কবর দিলাম।

৮ পরে ইস্রায়েল্ যূষফের পুত্রদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা কে? ৯ তাহাতে যূষফ্ পিতাকে কহিল, ইহারা এই দেশে ঈশ্বরকর্তৃক দত্ত আমার পুত্র। তখন ইস্রায়েল্ কহিল, বিনয় করি, ইহাদিগকে আমার কাছে আন, আমি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। ১০ কিন্তু ইস্রায়েল্ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না, অতএব তাহাদিগকে নিকটে আনিলে সে তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিল। ১১ এবং ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, আমি তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না, ইহা ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমাকে তোমার বংশও দেখাইলেন। ১২ তখন যূষফ্ জানুদ্বয়ের মধ্যহইতে তাহাদিগকে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ১৩ পরে যূষফ্ দুই জনকে পিতার নিকটে লইয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা ইস্রায়েলের বামদিগে ইফ্রয়িমকে, ও বাম হস্তদ্বারা ইস্রায়েলের দক্ষিণদিগে মিনশিকে ধরিয়া উপস্থিত করিল। ১৪ তাহাতে ইস্রায়েল দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকোপরি দিল, এবং জ্যেষ্ঠ মিনশির মস্তকোরি বাম হস্ত দিল। এ তাহার স্বেচ্ছাকৃত বাহুচালন; নতুবা মিনশি প্রথমজাত ছিল।

১৫ পরে সে যূষফকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ যে ঈশ্বরের সহগামী ছিল, ও যে ঈশ্বর অদ্যাবধি আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতেছন, ১৬ এবং যে দূত সমস্ত আপদহইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এই বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাদের দ্বারা আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের নাম থাকুক, এবং ইহারা দেশেতে বহুগোষ্ঠীক হউক। ১৭ তখন ইফ্রয়িমের মস্তকে পিতার দক্ষিণ হস্ত দেখিয়া যূষফ্ অসন্তুষ্ট হইল, অতএব সে ইফ্রয়িমের মস্তকহইতে মিনশির মস্তকে স্থাপনার্থে পিতার হস্ত তুলিয়া ১৮ কহিল, হে পিতঃ, এমন নয়, এই জন জ্যেষ্ঠ, ইহারই মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিউন। ১৯ কিন্তু তাহার পিতা অসম্মত হইয়া কহিল, হে পুত্র, তাহা আমি জানি, আমি জানি; সেও এক জাতি হইবে, এবং মহান্‌ও হইবে, কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা অপেক্ষাও মহান্ হইবে, ও ইহার বংশ বহুগোষ্ঠীক হইবে। ২০ সেই দিনে সে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ বংশ আশীর্ব্বাদ করণের সময়ে তোমাদের নাম করিয়া কহিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রয়িমের ও মিনশির তুল্য করুন। ২১ এই রূপে

সে মিনশিহইতে ইফ্রয়িমকে অগ্রগণ্য করিল। অপর ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, দেখ, আমি মরিতেছি; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইয়া তোমাদিগকে পুনর্ব্বার পৈতৃক দেশে লইয়া যাইবেন। ২২ আমি আপন খড়্গ ও ধনুর দ্বারা ইমোরীয়দের হস্তহইতে যে অংশ পাইয়াছি, তোমার ভ্রাতৃগণহইতে সেই অধিক অংশ তোমাকে দিলাম।

৪৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর যাকূব্ আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা একত্র হও, শেষকালে তোমাদের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাদিগকে কহি। ২ হে যাকূবের পুত্রগণ, একত্র হইয়া শুন ও তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের কথায় মনোযোগ কর।

৩ হে রূবেন্, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তুমি আমার বল ও শক্তির প্রথম ফলস্বরূপ, এবং মহিমার ও পরাক্রমের প্রাধান্য বিশিষ্ট। ৪ তুমি উচ্চণ্ড জলস্বরূপ, তোমার প্রাধান্য থাকিবে না; কেননা তুমি আপন পিতার শয্যাতে গিয়াছিলা; তৎকালে আমার শয্যায় যাওয়াতে তুমি তাহা অশুচি করিলা।

৫ শিমিয়োন্ ও লেবি দুই সহোদর; তাহাদের খড়্গ নির্দ্দয় অস্ত্র। ৬ তাহাদের যুক্তিতে আমার মন না যাউক, ও তাহাদের সভার সহিত আমার সম্ভ্রমের মিলন না হউক; কেননা তাহারা ক্রোধেতে নরহত্যা, এবং স্বেচ্ছাতে বৃষভের শিরার ছেদন করিল। ৭ তাহাদের ক্রোধ অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা প্রচণ্ড; এবং তাহাদের কোপ অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা নিষ্ঠুর ছিল, আমি যাকূবীয়দের মধ্যে তাহাদিগকে বিভাগ করিব, ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিব।

৮ হে যিহূদা, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার প্রশংসা করিবে, ও তোমার হস্ত শত্রুগণের গ্রীবা ধরিবে; তোমার পিতৃসন্তানগণ তোমাকে প্রণাম করিবে। ৯ যিহূদা সিংহশাবকের তুল্য; হে বৎস, তুমি ধৃত মৃগকে ভোজন করিয়া উঠিবা। কেশরির কিম্বা সিংহীর ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিলে কে তাহাকে জাগাইবে? ১০ যাহার নিকটে লোকদের সমাগম হইবে, সেই শীলোর (সান্ত্বনাকারির) আগমন যাবৎ না হয়, তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচারাধ্যক্ষতা যাইবে না। ১১ সে দ্রাক্ষালতার নিকটে গর্দ্দভকে, ও উত্তম দ্রাক্ষালতার নিকটে খরশাবককে বাঁধিবে, এবং দ্রাক্ষারসেতে উত্তরীয় বস্ত্র ও দ্রাক্ষার রক্তেতে পরিধেয় বস্ত্র রঙ্গাইবে। ১২ তাহার চক্ষু মদ্যেতে রক্তবর্ণ এবং দন্ত দুগ্ধেতে শ্বেতবর্ণ হইবে।

১৩ সিবূলূন সমুদ্রতীরে বাস করিবে ও জাহাজের আশ্রয় সমুদ্রতীরে তাহার বাস হইবে, এবং সীদোন্ পর্য্যন্ত তাহার অধিকারের সীমা হইবে।

১৪ ইষাখর্ খোঁয়াড়ের মধ্যে শয়নকারি বলবান্ গর্দ্দভের সদৃশ। ১৫ সে বিশ্রামকে উত্তম ও দেশকে রম্য বুঝিয়া ভার বহিতে স্কন্ধ নমন করিয়া করাধীন দাস হইবে।

১৬ দান ইস্রায়েলের অন্য গোষ্ঠীদের তুল্য হইয়া আপন লোকদের বিচার করিবে। ১৭ দান পথে স্থিত সর্প ও মার্গে গুপ্ত বিষধরস্বরূপ; সে ঘোটকের পদে দংশন করিলে তদারূঢ় ব্যক্তি পশ্চাতে পতিত হইবে।

১৮ হে পরমেশ্বর, আমি তোমাদ্বারা পরিত্রাণের অপেক্ষাতে আছি।

১৯ সৈন্যদল গাদকে ব্যাকুল করিবে; কিন্তু সে পশ্চাৎ তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবে।

২০ আশেরহইতে অতি উত্তম খাদ্য জন্মিবে; সে রাজার উপাদেয় ভক্ষ্য যোগাইয়া দিবে।

২১ নপ্তালি দীর্ঘাঙ্গী হরিণীস্বরূপ, সে মনোহর বাক্য কহিবে।

২২ যূষফ্ ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ; সে জলপ্রবাহের পার্শ্বস্থিত ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ; তাহার শাখা সকল প্রাচীর অতিক্রম করে। ২৩ ধনুর্দ্ধরেরা ক্লেশ দিয়া বাণাঘাত করিয়া তাহার বিদ্রোহ করিয়াছিল; ২৪ কিন্তু ইস্রায়েলের পালক ও মূলপ্রস্তরস্বরূপ ও যাকূবের শক্তিমান্ ঈশ্বরদ্বারা তাহার ধনুক সবল থাকিল, ও তাহার বাহু ও কর বলবান্ থাকিল। ২৫ তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের সাহায্যে ও সর্ব্বশক্তিমানের আশীর্ব্বাদে উপরিস্থ আকাশহইতে যে মঙ্গল হয়, এবং নীচস্থ গভীর সমুদ্রহইতে যে মঙ্গল হয়, এবং স্তনহইতে ও গর্ভহইতে যে মঙ্গল হয়, সে সকলি তোমাতে বর্ত্তিবে। ২৬ আমার পূর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ ফলজনক; সে চিরস্থায়ি পর্ব্বতের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে ও যূষফের মস্তকে, অর্থাৎ আপন ভ্রাতৃকর্তৃক দূরীকৃত যে ব্যক্তি, তাহার মস্তকাগ্রেই বাহুল্য রূপে বর্ত্তিবে।

২৭ বিন্যামীন্ প্রাতঃকালে মৃগভক্ষণকারি ও সন্ধ্যাতে শিকার বণ্টনকারি বিদারক নেকড়িয়ার তুল্য হইবে।

২৮ ইহারা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ; ইহাদের পিতা আশীর্ব্বাদ করণ সময়ে এই কথা কহিয়া ইহাদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ২ আশীর্ব্বাদ করিল।

২৯ পরে যাকূব্ তাহাদিগকে কহিল, আমি আপন লোকদের সহিত সংগৃহীত হইব। ৩০ অতএব ইব্রাহীম্ কবরস্থান অধিকারার্থে কিনানদেশে মম্রির পূর্ব্বস্থিত যে মক্পেলা ক্ষেত্র হিত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কিনিয়াছিল, সেই হিত্তীয় ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত গুহাতে পিতৃলোকদের নিকটে আমার কবর দিও। ৩১ সেই স্থানে ইব্রাহীমের ও তাহার ভার্য্যা সারার এবং ইস্হাকের ও তাহার ভার্য্যা

রিবকার কবর হইয়াছে, এবং সেই স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়াছি; ৩২ কেননা সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থ গুহা হিত্তীয় সন্তানদের কাছে ক্রীত হইয়াছে। ৩৩ এই রূপে আপন পুত্রদিগকে আজ্ঞা করণের সমাপ্তি করিলে পর যাকুব্ শয্যাতে দুই চরণ একত্র করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল।

৫০ অধ্যায়।

১ তখন যূষফ্ আপন পিতার মুখে মুখ দিয়া রোদন করিয়া চুম্বন করিল। ২ এবং যূষফ্ আপন পিতার দেহ বণিক্ দ্রব্যেতে অক্ষয় করিতে আপন ভৃত্য চিকিৎসকগণকে আজ্ঞা করিল, তাহাতে চিকিৎসকেরা ইস্রায়েলের দেহ বণিক্ দ্রব্যযুক্ত করিল। ৩ সেই কর্ম্ম করিতে চল্লিশ দিবস লাগিলে তাহারা তাহাতে চল্লিশ দিন যাপন করিল; মিস্রীয় লোকেরাও তাহার নিমিত্তে সত্তর দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। ৪ শোকের দিন উত্তীর্ণ হইলে যূষফ্ ফিরৌণের পরিজনকে কহিল, যদি আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ থাকে, তবে ফিরৌণের কর্ণগোচরে এই কথা কহ; ৫ আমার পিতা আমাকে দিব্য করাইয়া কহিয়াছেন, দেখ, আমি মরিলে কিনানদেশে আপনার জন্যে যে কবর খনন করিয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে রাখিও; অতএব এখন আমাকে যাইতে দেও; আমি পিতাকে কবর দিয়া পুনর্ব্বার আসিব। ৬ তাহাতে ফিরৌণ্ কহিল, যাও, তোমার পিতা তোমাকে যে দিব্য করাইয়াছে, তুমি তদনুসারে তাহার কবর দেও।

৭ তখন যূষফ্ আপন পিতার কবর দিতে যাত্রা করিল; তাহাতে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ফিরৌণের ভৃত্যগণ ও মিসরদেশীয় অধ্যক্ষগণ ৮ এবং যূষফের সকল পরিবার ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও তাহার পিতৃগৃহের পরিবার তাহার সঙ্গে গমন করিল; গোশন্ প্রদেশে কেবল তাহাদের বালকগণ ও মেষপাল ও গোপাল থাকিল। ৯ তাহার সহিত রথ ও অশ্বারূঢ়গণ গমন করিল; তাহাতে অতিশয় সমারোহ হইল। ১০ পরে তাহারা যর্দ্দন নদী পারস্থ আটদের শস্যমর্দ্দনস্থানে উপস্থিত হইলে তথায় মহাবিলাপ করিয়া রোদন করিল; যূষফ্ সেই স্থানে পিতার উদ্দেশে সাত দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। ১১ আটদের শস্যমর্দ্দনস্থানে তাহাদের এরূপ শোক দেখিয়া সেই দেশ নিবাসি কিনানীয় লোকেরা কহিল, মিস্রীয়দের এ অতি দারুণ শোক; এই নিমিত্তে যর্দ্দন্ পারস্থ সেই স্থান আবেল্ মিসর (মিস্রীয়দের শোক) নামে বিখ্যাত হইল। ১২ পরে যাকুব্ আপন পুত্রগণকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহারা তদনুসারে কর্ম্ম করিল। ১৩ ফলতঃ তাহার পুত্রগণ তাহাকে কিনানদেশে লইয়া গিয়া হিত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কবরস্থানার্থে ইব্রাহীমের ক্রীত মম্রির পূর্ব্বস্থ যে ক্ষেত্র, সেই মক্‌পেলা ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তি গুহাতে তাহার কবর দিল। ১৪ তাহার পিতার কবর হইলে পর যূষফ্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি যত লোক তাহার পিতার কবর দিতে তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, সকলে মিসরদেশে প্রত্যাগমন করিল।

১৫ অপর আপনাদের পিতা মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া যূষফের ভ্রাতৃগণ কহিল, যূষফ্ যদি আমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে আমরা তাহার যে সকল অনিষ্ট করিয়াছি, তাহার প্রতিফল আমাদিগকে দিবে। ১৬ অতএব তাহারা যূষফের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন, ১৭ তোমরা যূষফকে এই কথা কহিও, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার প্রতি অনিষ্টাচার করিয়াছে; কিন্তু তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সেই দোষ ও অপরাধ ক্ষমা করিও; অতএব আমরা বিনয় করি, তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের এই দাসদের দোষ ক্ষমা কর। তাহাদের এই কথা কথনেতে যূষফ্ রোদন করিতে লাগিল। ১৮ পরে তাহার ভ্রাতৃগণ আপনারা তাহার অগ্রে গিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার দাস। ১৯ তাহাতে যূষফ্ তাহাদিগকে কহিল, ভয় করিও না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? ২০ তোমরা আমার বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করিয়াছিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা সুপরামর্শ করিলেন; ফলতঃ এখন যেরূপ দেখিতেছ, এই রূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। ২১ তোমরা এখন ভীত হইও না, আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে প্রতিপালন করিব। এই রূপে মিষ্ট কথা কহিয়া সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিল।

২২ পরে যূষফ্ ও তাহার পিতৃপরিবার মিসরদেশে বাস করিয়া থাকিল; এবং যূষফ্ এক শত দশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া ২৩ ইফ্রয়িমের পৌত্র পর্য্যন্ত দেখিল; এবং মিনশির মাখীর্ নামক পুত্রের সন্তানদিগকেও ক্রোড়ে করিল। ২৪ পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি মরিতেছি, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অবশ্য কৃপাদৃষ্টি করিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকুবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমাদিগকে এই দেশহইতে লইয়া যাইবেন। ২৫ তাহাতে যূষফ্ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই দিব্য করাইয়া কহিল, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অবশ্য কৃপাদৃষ্টি করিবেন, তৎকালে তোমরা এ স্থানহইতে আমার অস্থি লইয়া যাইবা। ২৬ অপর যূষফ্ এক শত দশ বৎসর বয়সে মরিল; তাহাতে তাহারা তাহার দেহ বণিক্ দ্রব্যেতে অক্ষয় করিয়া মিসরদেশে এক কাষ্ঠাধারের মধ্যে রাখিল।